উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৮৩,৪৪২.৫০ (+৯.৬১)

নিফটি : ২৫,৪৬১.৩০ (+০.৩০)

রানার স্বীকারোক্তি
পাক সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত থাকার সময় রোষানলে পড়েছিলেন ২৬/১১ হামলার চক্রী তাহাউর রানা। সেই কলঙ্ক মুছতেই তিনি সাহায্য করেছিলেন আরেক চক্রী ডেভিড কোলম্যান হেডলিকে। ৭

ধর্মঘটেও 'ছুটি' নেই
বুধবার দেশব্যাপী ধর্মঘট। তবে ওইদিন রাজ্যের সব সরকারি অফিসে কর্মীদের হাজির থাকতে হবে বলে বিজ্ঞপ্তি জারি করল নবান্ন। ব্যতিক্রমী কিছু ক্ষেত্রে শুধু মিলবে ছাড়।

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৩° সর্বোচ্চ	২৫° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন

বাড়তি শুল্কের ট্রাম্প-হুমকি
ক্ষমতায় এসেই বিশ্ব রাজনীতির চেনা ছকের বাইরে হাঁটছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। শত্রু-মিত্র সবাইকে চাপে ফেলার হাতিয়ার হিসাবে শুল্ককে ব্যবহার করছেন। এবার ট্রাম্পের কোপে পড়েছে ব্রিকস। ৭

২৩ আষাঢ় ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 8 July 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 51

হোমে পাঠানো হল অভিযুক্ত ছাত্রকে

সৌরভ দেব ও অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৭ জুলাই : কাউন্সেলিংয়ের প্রয়োজন রয়েছে স্কুল সহপাঠীকে উত্ত্যক্ত করায় অভিযুক্ত ছাত্রের। যে কারণে তাকে পাঁচদিনের জন্য হোমে রাখার নির্দেশ দিল জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ড। খুব ভালোভাবে কাউন্সেলিংয়ের জন্য বোর্ডের সিদ্ধান্তে কোরক হোমেই থাকবে ওই ছাত্রটি। হোমের সুপার থেকে শুরু করে সিডব্লিউসির সদস্যরা তার কাউন্সেলিং করবেন। সোমবার জলপাইগুড়ি জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের সদস্যরা আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের সরকারি আইনজীবী শান্তা চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বোর্ড নির্দেশ দিয়েছে ছাত্রটি পাঁচদিনের জন্য কোরক হোমে থাকবে। তাকে যাতে নিয়মিত কাউন্সেলিং করা হয় সেই নির্দেশ দিয়েছে বোর্ড।' অন্যদিকে, এদিন ছাত্রের বাবা এবং পরিবারের সদস্যরা জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের সামনে হাজির ছিলেন। কোরক হোমের বাইরে দাঁড়িয়ে ছাত্রের বাবা সংবাদমাধ্যমের কাছে দাবি করেন, 'আমার ছেলে এখনও শিশুসুলভ আচরণ করে। সে এই ধরনের কাজ কোনও অবস্থাতেই করতে পারে না। তাকে কোনওভাবে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সে সম্পূর্ণ নির্দোষ।'

স্কুলের দেওয়ালে পোস্টার সাঁটছে এসএফআই। সোমবার।

এদিন এই ঘটনার বিষয়ে জানতে সংশ্লিষ্ট স্কুলে যাওয়া হলে অধ্যক্ষ বলেন, 'ঘটনাটি বর্তমানে বিচারাধীন রয়েছে। আমরা যা বলার সেটা ইতিমধ্যেই পুলিশকে জানিয়েছি।' ঘটনার দিনই কেন বিষয়টি প্রশাসনের নজরে না এনে উলটে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে স্কুল কর্তৃপক্ষ, প্রশ্ন করা হলে তিনি এড়িয়ে যান। এদিন দুপুরে স্কুলের অধ্যক্ষের অপসারণের দাবি তুলে স্কুলের সামনে বিক্ষোভ দেখান এসএফআই সমর্থকরা।

সহপাঠীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগের ঘটনায় এক নাবালক ছাত্রকে আইনের আওতায় এনে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। ওই ছাত্র রবিবার থেকে জলপাইগুড়ি কোরক হোমে রয়েছে। এদিন ওই নাবালককে জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের সামনে নিয়ে আসা হয়। ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে ছাত্রকে বোর্ড পাঁচদিন হোমে থাকতে নির্দেশ দেয়।

এই ঘটনায় স্কুল পড়ুয়াদের অভিভাবকদের একাংশ মনে করছেন, স্কুল কর্তৃপক্ষের চরম গাফিলতি এবং উদাসীনতার জন্যই বিষয়টি এই জায়গায় এসে পৌঁছেছে। অভিভাবকরা বলছেন, প্রথম দিনই যদি ছাত্র এবং নির্যাতিতা ছাত্রীর পরিবারকে ডেকে ছাত্রটিকে সতর্ক করা বা প্রয়োজনে কিছু

এরপর দশের পাতায়

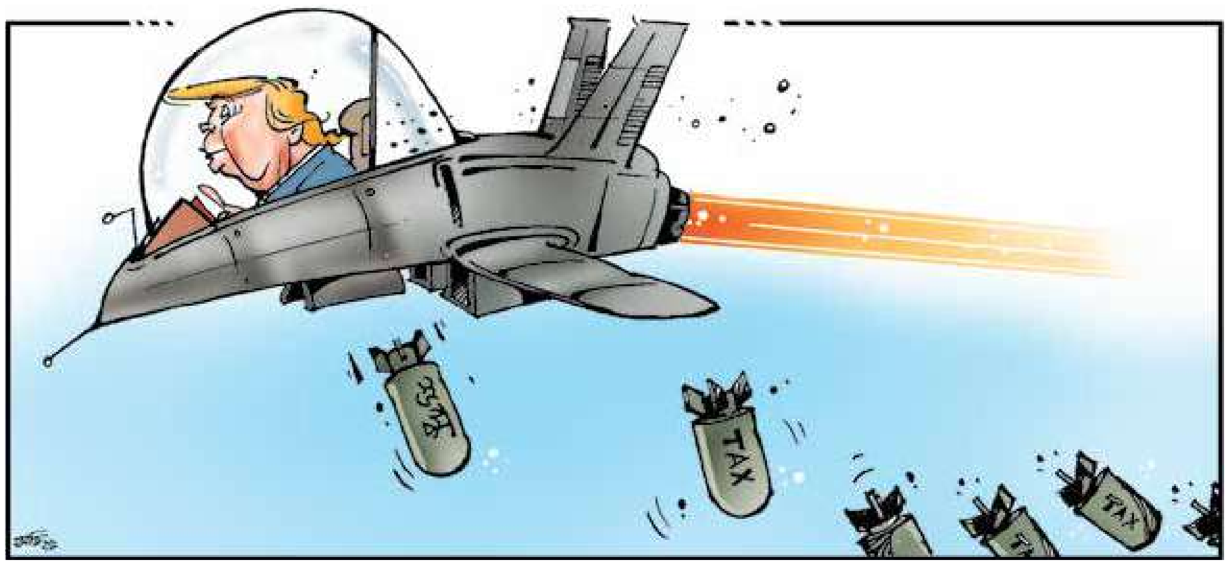

একুশ লক্ষে গাড়ি, প্রশ্নে পুরসভা

ময়নাগুড়ি পুরসভার এই শববাহী গাড়ি নিয়েই বিতর্ক।

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ৭ জুলাই : একুশ লক্ষ টাকায় শববাহী গাড়ি কিনে সমালোচনার মুখে ময়নাগুড়ি পুরসভা। 'গভর্নমেন্ট ই মার্কেটপ্লেস' পোর্টাল থেকে এই গাড়ি কেনা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে পুরসভার তরফে। স্বভাবতই গাড়ির এই চড়া দাম নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। গাড়ি কেনার পর পুরসভার বোর্ড মিটিংয়েও এই বিষয়ে বাদানুবাদ হয়েছে। পুরসভার তরফে সেই সময়েও জানিয়ে দেওয়া হয়, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সুনির্দিষ্ট পোর্টাল থেকেই শববাহী গাড়ি কেনা হয়। তাতে সরকারি কোনও ক্ষেত্রে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। গাড়ি কেনার পর দীর্ঘ সময় বিল আটকে রাখা হয়েছিল পুরসভার তরফে। দেরিতে হলেও শেষ পর্যন্ত একুশ লক্ষ টাকা মিটিয়ে দেওয়া হয়।

দাম বিভ্রাট
- গভর্নমেন্ট ই-মার্কেটপ্লেস পোর্টাল থেকে নিয়ম মেনে গাড়ি কেনা হয়েছে
- ওয়েবসাইটে এই গাড়ির দাম সাড়ে ৯ থেকে সাড়ে ১০ লক্ষ টাকা
- মডিফিকেশনে খরচ মিলিয়ে দাম সাড়ে ১২ লক্ষ টাকা
- এত বেশি দাম দিয়ে গাড়ি কেনায় প্রশ্ন কাউন্সিলারদেরও

ময়নাগুড়ি পুরসভার ১৭ জন কাউন্সিলারের মধ্যে একজন কাউন্সিলার নির্দল। বাকিরা সবাই শাসকদলের। সেই কারণেই বিষয়টি নিয়ে নাকি পুরসভার অন্দরেই প্রশ্ন উঠেছে একাধিকবার। সেই সময় যে ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন তিনি বর্তমানে কলকাতায় বদলি হয়েছেন। তিনিই নাকি কথাবার্তা বলে সংশ্লিষ্ট পোর্টাল থেকে গাড়ির বায়না করেন। গাড়িও আসে পুরসভায়। কিন্তু দাম জানার পর দীর্ঘসময় কিছু প্রশ্ন তুলে বিল আটকে রাখা হয়েছিল। পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার অমিতাভ চক্রবর্তী বলেন, 'আমি কিছুই জানি না। খোলসা করে পুরসভা কিছু জানায়ও না। বোর্ড মিটিংয়ে জানতে পেরে প্রতিবাদ করেছিলাম।' পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার সুপ্রিয় দাস বলেন, 'দাম অনেকটাই বেশি পড়েছে, একথা অনস্বীকার্য। তবে কোন পোর্টাল থেকে কিনতে হবে তা সুনির্দিষ্ট করে বলা ছিল। কাজেই করার কিছু নেই। পুরসভার চেয়ারম্যান অনন্তদেব অধিকারী বলেন, 'সরকারি পোর্টাল গভর্নমেন্ট ই মার্কেটপ্লেস (জিইএম) থেকেই নির্দেশমতো গাড়ি কেনা হয়েছে। দাম বেশি পড়েছে, সে কথা সঠিক।

এরপর দশের পাতায়

কথায় কথায়

ভরসা মা কালী, বঙ্গ বিজেপি বাঙালি হবে

আশিস ঘোষ

জয় মা কালী। এবার বঙ্গ বিজেপি আঁকড়ে ধরেছে কালীকে। জয় শ্রীরাম আপাতত ব্যাকফুটে। বঙ্গের পদ্মকাননে এখন শ্যামাসংগীত বাজবে। টিমের ক্যাপ্টেন বদলের সঙ্গে সঙ্গে এটাই পয়লা বদল। বহিরাগত, অবাঙালিদের পার্টির ছাপ্পা গা থেকে ঘষে তুলতে বিজেপি এবার শ্যামা মায়ের শ্রীচরণে। এতদিন শ্রীরাম বলে রণধ্বনি দিয়ে বাংলায় চিঁড়ে খুব একটা ভেজেনি। তাই বাঙালি হয়ে উঠতে নতুন ফর্মুলা। রামচন্দ্রকে দিয়ে গোবলয়ের ধাঁচে আসরে নেমে লাভ হবে না বুঝেছে তারা।

নতুন সভাপতি আরও একটা কাজ করেছেন গোড়াতেই। পদ্মফুলের ছবি দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন দলের নানা গোষ্ঠীপতির মুখ। এতে গোষ্ঠীবাজি মিটবে না বাড়বে, কে বলতে পারে! আরও দুঃসাহসের যে কাজটি তিনি করেছেন তা হল, মুসলিমদের সঙ্গে তাঁদের কোনও বিবাদ নেই কথাটা জোর দিয়ে বলার চেষ্টা। এতদিন এই দলে কেবল হিন্দুরা থাকবেন এবং সংখ্যালঘুদের ভোটের দরকার নেই বলে অহরহ বিরোধী নেতার হুংকার শুনে এসেছি। সেই বিজেপিতে পরিষ্কার উলটো সুর!

শমীক ভট্টাচার্য বহুদিনের আরএসএস কর্মী। বঙ্গ বিজেপিতে বদল সংঘের সম্মতি ছাড়া হচ্ছে বলে ভাবা কঠিন। শোনা যায়, সুকান্ত-শুভেন্দুদের টপকে শমীককে বসানোর পিছনে নাগপুরের হাত আছে। তাদের লাইন মেনে গরম হিন্দুর বদলে এবার নরম হিন্দু লাইনে হাঁটতে চলেছে শমীকের বিজেপি। শুভেন্দু নানা অঙ্ক কষে বঙ্গবিজয়ের যে ছকের কথা বলে আসছিলেন,তাতে কয়েক ঘটি জল ঢালা এখন পাঁচ পাবলিক বিলক্ষণ বুঝতে পারছে। একইসঙ্গে বামেদের ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে রেখেছেন শমীক।

এরপর দশের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

দিলীপের জন্য সমব্যথী বারলা

দুইয়ের পাতায়

একসঙ্গে শাহরুখ-প্রিয়াংকা?

আটের পাতায়

পরীক্ষায় অযোগ্যদের না হাইকোর্টের

'দাগি' রক্ষার চেষ্টায় দাঁড়ি

> শীর্ষ আদালত এঁদের বেতন ফেরত দেওয়ার কথা বলেছে, তারপরও কীভাবে অযোগ্যদের পরীক্ষায় বসার সুযোগ দিচ্ছে এসএসসি? এঁরা তো প্রতারণায় অভিযুক্ত। -সৌগত ভট্টাচার্য, *বিচারপতি*

রিমি শীল

কলকাতা, ৭ জুলাই : রাজ্য সরকারের চেষ্টা ব্যর্থ হল। সুপ্রিম কোর্টে চিহ্নিত 'দাগি অযোগ্যদের' পুনরায় শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়ায় যুক্ত হওয়ার পথে দাঁড়ি পড়ল। স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) বিজ্ঞাপিত পরীক্ষা দেওয়ার অধিকার হারালেন তাঁরা। ইতিমধ্যে কেউ আবেদন করে থাকলে, সেগুলিকে বাদ দিতে হবে এসএসসি-কে।

এসএসসি'র নিয়োগ প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ না করলেও সুপ্রিম কোর্ট চিহ্নিত 'অযোগ্য'দের সম্পর্কে সোমবার কড়া নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য জানিয়ে দিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যেই নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। অযোগ্যদের সমর্থনে সোমবার আদালতে শেষপর্যন্ত সওয়াল করেছে রাজ্য সরকার ও স্কুল সার্ভিস কমিশন।

এসএসসি'র আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতে দাবি করেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী চিহ্নিত অযোগ্যরা বয়সজনিত ছাড় পাবেন না। কিন্তু নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না বলে স্পষ্ট উল্লেখ করা নেই। তাতে বিচারপতি বিস্ময়প্রকাশ করে বলেন, 'শীর্ষ আদালত এঁদের বেতন ফেরত দেওয়ার কথা বলেছে, তারপরেও আপনারা এটা বলছেন?'

এখনও তদন্ত শেষ হয়নি দাবি করে এসএসসি যুক্তি দেয় যে, ওঁরা অযোগ্য এখনও প্রমাণ করা যায়নি। কল্যাণ বলেন, 'তাই কোন এক্তিয়ার বলে এঁদের আটকানো যাবে? এঁরা অংশ না নিলে ২০১৬ সালের প্রক্রিয়ায় যাঁরা অসফল হয়েছিলেন, তাঁরাও অংশ নিতে পারবেন না।' বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'কীভাবে অযোগ্যদের পরীক্ষায় বসার সুযোগ দিচ্ছে এসএসসি? এরা তো প্রতারণায় অভিযুক্ত।' এসএসসি নিয়োগের পরীক্ষায় যোগ্য শিক্ষকদের মতো ১০ শতাংশ নম্বরের সুবিধা দিয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

এসএসসি বিভ্রাট
- সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নতুন করে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল এসএসসি
- 'অযোগ্য'দের পরীক্ষায় বসার অনুমতি
- আপত্তি জানিয়ে মামলা হাইকোর্টে
- সেই মামলায় আদালত জানাল, কিছুতেই পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না 'অযোগ্য'দের

অনাবৃষ্টিতে আমন চাষে সংকট

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ৭ জুলাই : ভরা বর্ষার মরশুমে দেখা নেই বৃষ্টির। জেলাজুড়ে ব্যাপক হারে মার খাচ্ছে আমন ধান চাষ। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, যেখানে প্রতিবছর এই সময়ে প্রায় অর্ধেকের বেশি জমিতে ধানের চারা রোপণ শেষ হয়ে যায়, সেখানে এবছর কেবলমাত্র এক থেকে দুই শতাংশ জমিতে ধানের চারা রোপণ করতে পেরেছেন কৃষকরা। পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসনের তরফে দু'একবার বৈঠক সেরে ফেলা হয়েছে। কিন্তু আপাতত বৃষ্টির দিকেই তাকিয়ে প্রশাসনের পাশাপাশি গোটা জেলার কয়েক লক্ষ কৃষক। সপ্তাহখানেকের মধ্যে বৃষ্টি না হলে, সমস্যা মোকাবিলায় ময়দানে নামবে প্রশাসন বলে সূত্রের খবর।

জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ মমতাবালা বৈদ্য বলেন, 'পরিস্থিতির কথা আঁচ করতে পেরে ইতিমধ্যেই প্রশাসনের তরফে একাধিক বৈঠক করা হয়েছে। গোটা পরিস্থিতির ওপর নজর রয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় সেচের জন্য সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বৃষ্টি না হলে পরিস্থিতি মোকাবিলায় উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

আল্লা মেঘ দে, পানি দে...

বৃষ্টির আশায় আকাশের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্মীরহাটের এক কৃষক।

প্রতিবছর জুন মাসের শেষে থেকে জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে জেলাজুড়ে ভারী বৃষ্টি হয়। যার জেরে বেশিরভাগ জমিতে জল জমে যায়। ফলে বর্ষার এই মরশুমে আমন চাষে কোনও রূপ সমস্যায় পড়েন না জেলার কৃষকরা। তবে চলতি বছর বৃষ্টির পরিমাণ অনেকটাই কম। জলপাইগুড়ি জেলায় এক লক্ষ হেক্টর জমিতে আমন ধানের চাষ হয়। তবে চলতি বছর এখনও পর্যন্ত কেবলমাত্র ১ থেকে ২০০০ হেক্টর জমিতেই আমন ধানের চারা রোপণ করতে পেরেছেন কৃষকরা। শুধুমাত্র বৃষ্টির অভাবে এই চারা রোপণ করতে পারেননি কৃষকরা। অনেক জায়গায় জলের অভাবে লাগানো ধানের চারা যেমন মরতে বসেছে তেমনি অনেক জায়গায় লাগানোর আগেই মরে যেতে বসেছে চারা। যে সমস্ত কৃষক প্রতিবছর শুধুমাত্র বৃষ্টির জলে চাষাবাদ করে থাকেন এবার অতিরিক্ত খরচ করে জলসেচের ব্যবহার করে চারা বাঁচাতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁরা। লাটাগুড়ি উত্তর ঝাড় মাটিয়ালির কৃষক চন্দ্রমোহন রায়,

এরপর দশের পাতায়

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

নং. কমার্শিয়াল/টেন্ডার/এসটিএটি/মালদা/২০২৩, তারিখ : ০৪.০৭.২০২৫
মালদা ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে মেডিকেল স্টোর স্থাপন ও পরিচালনার জন্য সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (অকশন পরিচালনা আধিকারিক) মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পি.ও.- ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) কর্তৃক প্রকাশিত ই-অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-এ ই-অকশনের জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। অকশন ক্যাটালগ নং.: মেডিকেল স্টোর্স-৮; অকশন শুরুর তারিখ : ১৯.০৭.২০২৫ তারিখ বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটে। এসইকিউ নং., লট নং./ক্যাটাগরি এবং স্টেশন যথাক্রমেঃ- ৪৪/১; এমএসএস-এমএলডিটি-বিইউপি-মেডএসটিএন-২২-২৫-২; বারিয়ারপুর; ৪৪/২; এমএসএস-এমএলডিটি-এইচএসডিএইচ-মেডএসটিএন-১৭-২৫-২; হাঁসডিহা; ৪৪/৩; এমএসএস-এমএলডিটি-এসজিজি-মেডএসটিএন-২০-২৫-২; সুলতানগঞ্জ; ৪৪/৪; এমএসএস-এমএলডিটি-এনআইএলই-মেডএসটিএন-১৮-২৫-২; নিমতিতা; সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিশদ বিবরণের জন্য আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-108/2025-26

Tender Notice is also available at websites : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय बेंगडुबी
PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA BENGDUBI

Post-Bengdubi, Dist- Darjeeling (W.B.) Pin-734424
पत्राचार सेकंत – बेंगडुबी, जिला–दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) पिन–734424
Email: kvbengdubi123@gmail.com , Phone- 0353-2480070

संविदा शिक्षक/शिक्षिकाओं के लिए साक्षात्कार 2025–26
Interview for Contractual Teachers (2025-26)

निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार सत्र 2025–26 हेतु संविदा शिक्षकों का पैनल तैयार करने के लिए पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बेंगडुबी में चल साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा:
A Walk-in-Interview will be conducted at PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA BENGDUBI, to prepare panel of contractual teachers for the session 2025-26 as per the following schedule:

क्र.सं. / SN.	दिनांक सहित साक्षात्कार समय / Date of Interview and Reporting time	विषय / SUBJECTS
1.	11/07/2025 (Friday) TIME: 8:30 AM	1. प्रशिक्षित स्नातोकोत्तर अध्यापक– रसायन शास्त्र। 2. प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक– गणित। 3. विविध – शैक्षणिक परामर्शक, विशेष अध्यापक। 1. PGTs - Chemistry 2. TGTs - Math 3. Miscellaneous - Educational Counsellor, Special Educator.

साक्षात्कार से संबंधित अन्य विवरण जैसे योग्यता इत्यादि के लिए विद्यालय वेबसाइट देखें।
For other details related to interview like eligibility etc. visit the school website: https://bengdubi.ac.in

प्राचार्य
पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय बेंगडुबी

আজ টিভিতে

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ জোর যার মুলুক তার, দুপুর ১.০০ যুদ্ধ, বিকেল ৪.০০ রিফিউজি, সন্ধে ৭.০০ বন্ধু, রাত ১০.০০ আমার মা, ১.০০ প্রাণ সজনী
জি বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ তুমি যে আমার, দুপুর ১২.০০ সুন্দর বউ, দুপুর ২.৩০ আশ্রয়, বিকেল ৫.০০ মায়া মমতা, রাত ১০.৩০ শতরূপা, ১.০০ প্রেম আমার-টু
জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ পাগলু-টু, বিকেল ৩.৪৫ দাদা, সন্ধে ৭.০০ পাগলু, রাত ১০.২০ হামি
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আঘাত
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ তুমি কতো সুন্দর
কালার্স সিনেপ্লেক্স এইচডি : সকাল ৯.০০ হাউসফুল-থ্রি, দুপুর ১২.০০ ছলাং, বিকেল ৩.০০ ভিভেগম, ৫.০০ যুগ যুগ জিও, রাত ৮.০০ সত্যভামা, ১০.৩০ গ্যাহেরিয়াঁ
জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ১.১৯ আরআরআর, সন্ধে ৭.৫৫ গদর-টু, রাত ১১.২৩ বাচ্চন পাণ্ডে
অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.০৩ কে থ্রি- কালী কা করিশমা, ২.৪৮ কার্তিকেয়-টু, রাত ৮.০০ পরদেশ, ১১.৪১ হ্যাকড
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.৫১ থপ্পড়, বিকেল ৩.১৫ শর্মাজি নমকিন, ৫.১৭ শুভ মঙ্গল সাবধান, সন্ধে ৭.০১ ছত্রিওয়ালি, রাত ৯.০০ তুম্বড়, ১০.৪৪ রশমি রকেট
এমএনএক্স : দুপুর ১২.৫৮ স্ট্রিট ডান্স-টু, ২.২৩ নন স্টপ, বিকেল ৫.৫৯ দ্য স্টার্ভিং গেমস, সন্ধে ৭.১৩ নাইট অ্যান্ড ডে, রাত ৯.০০ সুপারফাস্ট, ১০.৩৬ কুং ফু যোগা

আর্থ ফ্রম স্পেস বিকেল ৪.২০ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

রিফিউজি বিকেল ৪.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

তুম্বড় রাত ৯.০০ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

সরকারি সাহায্য ছাড়াই নজির কামিনীর ঘাটে

বড়ি শিল্পে স্বনির্ভর গ্রাম

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

মাঠে শুকাচ্ছে বড়ি। সোমবার। -সংবাদচিত্র

কোচবিহার, ৭ জুলাই : টাকাগাছ সেতু ছাড়িয়ে কিছুদূর এগোলেই কামিনীর ঘাট। আর সেখানেই রয়েছে আস্ত একটা বড়ি গ্রাম। ওই এলাকায় প্রায় সব বাড়িতেই বড়ি দেওয়া হয়। সেই বড়ি বিক্রি করেই চলে তাঁদের সংসার। পাইকারের হাত ধরে পাশের রাজ্য অসম, মেঘালয় এমনকি ভুটানেও যায় এই কামিনীর ঘাটের বড়ি। অনেকে আবার লন্ডন, আমেরিকাতেও এখান থেকে বড়ি নিয়ে যান।

'সিজন টাইমে' চাহিদা অনুযায়ী বড়ির জোগান দিয়ে উঠতে হিমসিম খেতে হয় জয়শ্রী, প্রভাদের। ফলে এখানকার বড়ি বিক্রি করা নিয়ে এঁদের কোনওরকম চিন্তাই করতে হয় না। কিন্তু আক্ষেপ অন্যখানে। কোনওরকম সরকারি সাহায্য ছাড়াই স্থানীয়রা এই পেশা চালিয়ে যাচ্ছেন। ডাল ফেটাতে যে পরিমাণ শারীরিক পরিশ্রম করতে হয়, তাতে মহিলাদের ডানদিকের অংশ অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্থানীয় বাসিন্দা জয়শ্রী সরকার বললেন, 'শুধুমাত্র ডাল গুঁড়ো করা এবং ফেটানোর জন্য ভোর সাড়ে তিনটে-চারটের থেকে কাজ শুরু করতে হয়। বছরের পর বছর হাত দিয়ে ডাল ফেটাতে গিয়ে প্রত্যেকেরই হাতের কমবেশি ক্ষতি হয়েছে।' প্রভা সরকার, সরমা সরকাররা জানালেন, প্রত্যেকে মেশিন কেনার জন্য সরকারি সাহায্য পেলে সময় এবং কষ্ট, দুটোই লাঘব হত। পাশাপাশি উৎপাদনও অনেকটাই বেড়ে যেত।

প্রায় সাত মাস আগে তিনটি বাড়িতে ডাল ভাঙানো এবং ফেটানোর মেশিন আনা হয়েছে। ব্যবসা থেকে টাকা জমিয়ে কলকাতা থেকে ওই মেশিন আনিয়েছিলেন তাঁরা। এর ফলে পাঁচ কেজি ডালের বড়ির জায়গায় ১০ কেজি ডালের বরি দেওয়া খুব সহজ হয়ে গিয়েছে বলে জানালেন ঝুমা ভদ্র। ঝুমা এবং তাঁর স্বামী দুলাল দুজনে মিলে এই বড়ির ব্যবসা করে একমাত্র ছেলেকে বাইরে রেখে পড়াচ্ছেন।

গ্রামে ঢুকলেই দেখা যাবে, প্রত্যেকের বাড়ির উঠোনে কিংবা মাঠে চৌকোনা টিনের ওপরে বড়ি শুকোতে দেওয়া রয়েছে। সেই বড়িগুলো আবার গুছিয়ে তোলাও একটা বড় কাজ। এরপর ওই টিনগুলোকে এক এক করে মুছে পরেরদিনের জন্য আবার তৈরি করে রাখা হয়। এই কাজ করতেই সারাটা দিন কেটে যায়, জানালেন প্রভা। তাঁর কথায়, 'কাঁচামাল কিনতেই অনেকটা টাকা চলে যায়। তাই আর মেশিন কেনা সম্ভব হয়নি। আমরা অনেক জায়গায় বলেছি, কিন্তু লাভ হয়নি।'

আক্ষেপ যেখানে
- ডাল ফেটাতে এবং গুঁড়ো করতে অনেক সময় লাগে
- সময়ের পাশাপাশি শারীরিক কষ্টও বেশি হয়
- সরকারি সাহায্য পেলে কামিনীর ঘাটের বড়ির কারিগররা মেশিন কিনতেন
- তাতে তাঁদের সময়ও বাঁচত, কষ্টও কমত

আমার একলা আকাশ থমকে গেছে... বালুরঘাট শালগ্রামে অভিজিৎ সরকারের ক্যামেরায়।

টলিউডে প্লে-ব্যাক কামাখ্যাগুড়ির হিল্লোলের

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ৭ জুলাই : টলিউডে প্লে-ব্যাক সিংগার হিসেবে অভিষেক ঘটছে কামাখ্যাগুড়ির হিল্লোল আচার্যের। এর আগে কামাখ্যাগুড়ি থেকে কেউ এই কৃতিত্ব অর্জন করেননি। সম্প্রতি নবাগত পরিচালক প্রীতম দত্তের নির্দেশনায় মুক্তি পেয়েছে 'দ্য ফেরোসাস উগ্র'। এই ছবিতে মোট তিনটি গানের মধ্যে দুটো গান হিল্লোলের নিজের লেখা এবং সুর করা। যার মধ্যে একটি গান তিনি নিজে গেয়েওছেন। অপর গানটি গেয়েছেন শিল্পী অরিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

হিল্লোল ছোটবেলা থেকেই গানের পরিবেশেই বড় হয়েছেন। বাবা ও মার কাছে প্রাথমিক গানের তালিম বাড়ি থেকেই শুরু হয়। তবে মাসি ক্ষমা শর্মার কাছে তাঁর হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান শেখা। এরপর পিসি দীপ্তি আচার্যর কাছে তিনি নজরুলগীতি শিখেছেন। পরবর্তীতে নিয়মিত ক্ল্যাসিকাল শেখা

হিল্লোল আচার্য

শুরু করেন সপ্তম শ্রেণি থেকে গুরু শ্রী নগেন্দ্র মুনিদাস মহাশয়ের কাছে।

২০০৯ সালে কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে কেমিস্ট্রি অনার্স পড়তে এসে গানের জন্য কলেজে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। এরপর তিনি সেরামিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বিটেক করেন রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ থেকে। এরপর তিনি এমটেক করেন ওই একই কলেজ থেকে। সদ্য তিনি সেন্ট্রাল গ্লাস অ্যান্ড সেরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট কলকাতাতে পিএইচডির থিসিস জমা করেছেন।

দু'বার ভিনরাজ্যে চাকরি পেয়েও চাকরি করতে যাননি শুধুমাত্র গান গাওয়ার জন্য। কলেজ জীবনে তিনি ৩০টি গান লিখে সেই গানে সুর দিয়ে নিজেই গেয়েছেন। ইতিমধ্যে ২০১৪-২০১৫ সালের মধ্যে বেশকিছু বিজ্ঞাপনে জিংগল গেয়েছেন তিনি। ২০১৬ সালে প্রথম বাংলাদেশের বিটিভি চ্যানেলের একটি নাটকে প্লে-ব্যাক সিংগার হিসেবেও কাজ করেছেন। ২০২২ সালে একটি ওয়েবসিরিজে মিউজিক ডিরেকশনের মাধ্যমে টলিউডে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছেন। তখনই প্রথম মিউজিক ডিরেক্টর হিসেবে তকমা পান। হিল্লোল জানালেন, স্ট্রাগলের পথে তাঁর স্ত্রী শিখা সাহা মণ্ডল সবসময় আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছেন। পরিবারের সকলকেই তাঁর পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। ছোটবেলা থেকেই অসম্ভব ভালো গাইতেন বলে জানিয়েছেন হিল্লোলের এক বন্ধু বিশ্বনাথ সরকার।

যেখানে সম্মান নেই... দিলীপকে বার্তা বারলার

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৭ জুলাই : 'একুশে জুলাই অনেক চমক হবে', মন্তব্য করেছেন দিলীপ ঘোষ। ২১শে জুলাই উত্তরকন্যা অভিযানের ডাক দিয়েছে বিজেপি যুব মোর্চা। কিন্তু একুশে জুলাই বলতে রাজ্যবাসী তৃণমূলের ধর্মতলার মঞ্চকেই বোঝেন। ফলে তাঁর দলত্যাগ নিয়ে শুরু হয়ে গিয়েছে নানান জল্পনা। সতর্কতার সঙ্গে জল মাপা শুরু করে দিয়েছে বিজেপি নেতৃত্বও। এরই মাঝে দিলীপকে তৃণমূলে স্বাগত জানালেন আরও এক বিজেপি ত্যাগী প্রাক্তন সাংসদ জন বারলা। তাঁর কৌশলী বার্তা, 'যেখানে সম্মান নেই, সেখানে থেকে লাভ কী?' হাতের পদ্মফুল ফেলে কিছুদিন আগে জোড়াফুলের জার্সি গায়ে চাপিয়েছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বারলা। তাঁর বক্তব্য, 'দিলীপবাবু এরাজ্যে বিজেপিকে দাঁড় করিয়েও প্রাপ্য সম্মান পাননি। যোগ্যদের প্রকৃত সম্মান দিতে জানেন একমাত্র দিদি।' তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে তাঁকে সম্মান দিয়েছেন, তাও দাবি করলেন।

বঙ্গ রাজনীতিতে দিলীপ ঘোষ এবং চমক প্রায় সমার্থক শব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর যে কোনও মন্তব্য নানান কৌতূহলের সৃষ্টি করে। একুশে

জুলাই নিয়েও শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা। এই জল্পনার মাঝেই সোমবার বারলা বলেন, 'উত্তরবঙ্গে বিজেপির পালে হাওয়া জুগিয়েছিলাম আমি ও আমার সঙ্গীরা। দক্ষিণবঙ্গে কাজটি করেছিলেন দিলীপ ঘোষ। যদিও বিজেপিতে এখন যাঁরা নেতা আছেন, তাঁরা স্রেফ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে দিলীপ ঘোষকে ব্রাত্য করে রেখেছেন। ওঁরা আর কাউকে নেতা হতে দিতে রাজি নন। ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, ওঁর আর বিজেপিতে থাকা উচিত নয়।'

বারলার এহেন বক্তব্যকে অবশ্য গুরুত্ব দিচ্ছে না বিজেপি। আলিপুরদুয়ারের বর্তমান সাংসদ বিজেপি নেতা মনোজ টিগ্গা বলেন, 'যাঁকে কেউ চিনত না তাঁকে সর্বভারতীয় পরিচিতি দিয়েছিল বিজেপি। সেই জন বারলা নিজের স্বার্থসিদ্ধি না হওয়ায় তৃণমূলে গিয়ে এখন বড় বড় কথা বলছেন। দিলীপবাবু একজন বিচক্ষণ নেতা। বারলা ওঁর নখেরও যোগ্য নন। বারলার পরামর্শের কোনও দরকার দিলীপবাবুর আছে বলে মনে করি না।'

এদিকে, তৃণমূলের একুশে জুলাইয়ের কর্মসূচির প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন বারলা। জলপাইগুড়ি জেলার নানা জায়গায় উপস্থিত থেকে বক্তব্যও রাখছেন।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বালুরঘাট ● ফাঁসিদেওয়া ● দিনহাটা ● সিতাই ● বানারহাট এলাকায় সংবাদদাতা চাই

এলাকার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা চাই। শিক্ষা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে আগ্রহ এবং প্রশাসনিক মহলে পরিচিতি থাকতে হবে। যে কোনও বিষয়ে নির্ভুল বাংলায় চটজলদি লেখার এবং বলার দক্ষতা থাকতে হবে। পূর্ব অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয় হলেও আবশ্যিক নয়।

আবেদনপত্র মেল করুন এই ঠিকানায়
ubs.torchbearer@gmail.com
আবেদনের শেষ তারিখ ১১ জুলাই, ২০২৫

স্মারকলিপি

ইসলামপুর, ৭ জুলাই : শেরশাবাদিয়া ইউনাইটেড মুভমেন্টের পক্ষ থেকে সোমবার ইসলামপুরের মহকুমা শাসকের দপ্তরে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। সংগঠনের পদাধিকারী সহ সদস্যরা এদিন শেরশাবাদিয়া গোষ্ঠীকে ওবিসি-এ ক্যাটিগোরি থেকে বি ক্যাটিগোরিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য সরকারি সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেছেন। সংগঠনের যুগ্ম আহ্বায়ক আনোয়ারুল হকের কথায়, 'সরকারি এই সিদ্ধান্তের ফলে আমাদের সমাজ বঞ্চিত হবে। ফলে আমাদের ওবিসি সংরক্ষণে আগের অবস্থানে ফিরিয়ে আনার দাবিতে স্মারকলিপি দিয়েছি।' সরকার কোনও পদক্ষেপ না করলে আন্দোলন করা ছাড়া পথ থাকবে না বলেও জানিয়েছেন তিনি।

কর্মখালি

কুচবিহার, শিলিগুড়িবাসীরা বাড়ি থেকে US Co-তে পার্ট/ফুলটাইম পরামর্শমূলক কাজে আর্থিক সচ্ছলতা বাড়ান। M/F (20-65 বৎঃ) চাই। 9830364767. (K)

●

A renowned Electronic Company requires Delivery Boy. Ph. : 7980288246. (K)

SITUATION VACANT

SARADA VIDYA MANDIR, CBSE (English Medium), Sudarshanpur Raiganj, U/D, Pin 733134 invites applications for recruitment of Asst. Teachers for following subjects. POL. Sc(PGT), English(TGT), Social Science(PRT) preferable from HIST. Background Qualification: For PGT & TGT, M.A/B.A with B.Ed. for PRT, Candidates must have D.L.Ed. Candidates should be efficient to teach in English. Eligible candidates are requested to submit their Boi-data/CV by 12th July, 2025. Candidates may submit their Boi-data/CV through E-mail: saradavidyamandir12@gmail.com. Mob: 9474730044.

বিক্রয়

1000 sq.ft & 800 sq.ft suitable for গোডাউন, টিউশন, অফিস space বিক্রয় হবে। ফুলেশ্বরী ইন্ডোর স্টেডিয়াম, মহমায়া কালী মন্দিরের নিকটে, দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি। ফোন : 9650750552/ 9641671146.(C/116890)

D.El.Ed ভর্তি

জলপাইগুড়ি জেলার স্বনামধন্য কলেজ Rabindranath Thakur Teachers Training Institute-এ 2025-2027 শিক্ষাবর্ষে D.El.Ed কোর্সে স্বল্প খরচে ভর্তি চলছে। যোগাযোগ- 9832632235. (C/116651)

ভর্তি

শিক্ষাবর্ষে 2025-27 D.EL-ED কোর্সে স্বল্প খরচে ভর্তি চলছে। Mob : 9851070787/8944884979. Mekliganj Netaji P.T.T.I., Cooch Behar, Pin- 735304. President. (S/C)

অ্যাফিডেভিট

আমার আধার কার্ডে ভুলবশত Md. Firoj Alam লেখা হইয়াছে। আমার সঠিক নাম Md. Firoj Aktar যাহা ভোটার কার্ডে উল্লেখিত। আমি অদ্য ইং 07.06. 2025 তারিখে শিলিগুড়ি আদালত হইতে নোটারি বলে অ্যাফিডেবিট করিয়া উক্ত বিষয়ে সংশোধন করিয়াছি। (C/117313)

●

আমার ভোটার ID কার্ড নং UHI 0881334 নাম ভুল থাকায় গত 03-07-2025, নোটারী পাবলিক, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে আমি Bina Das এবং Lalita Das (Barman) এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। টাকাগাছ, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার, পঃবঃ, পিন- 736180. (C/115997)

সংশোধনী - ০১ ও ০২

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : সিপিএম-জিএসইউ-এমএলজি-আরওবি-২০২৫-০৭, তারিখ: ৩০-০৬-২০২৫ কাজের জন্য- কাটিহার ডিভিশনের অধীনে এলসি নং ওএস-৩, লামডিং ডিভিশনের অধীনে ২ এলকে এবং ৩ এলকে নির্মূলের জন্য আরওবি নির্মাণ।
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : সিপিএম-জিএসইউ-এমএলজি-আরওবি-২০২৫-০৭, তারিখ: ৩০-০৬-২০২৫ এর সংশোধনী ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।
সিপিএম/জিএস/মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

অ্যাফিডেভিট

নিজ ভোটার কার্ডে (নং KDC 2345270) Md. Delbar Miya এবং ছেলে মেহেদি মিয়াঁর WBBSE-র অ্যাডমিটে (রোল 803891N নং 0007) নিজ নাম Delowar Miah থাকায় দিনহাটা EM কোর্টে (23.5.25) অ্যাফিডেভিট বলে Delbar Miya হলাম। সাং- বালাপুকুরি, চামটা। (S/M)

কর্মখালি

রেস্টুরেন্টে কুক এবং বাসন ধোয়া-মাজার জন্য ছেলে চাই। থাকা-খাওয়া ফ্রি। ঠিকানা- শিলিগুড়ি। M. No. 9832543559. (C/116888)

●

B.Tech/ Diploma in Civil, Site Supervisor (Experienced, Fresher) Computer Operator with Tallly. E mail :- sankar54168@gmail.com (C/117320)

e-Tender Notice
Office of the BDO & EO, Banarhat Block, Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. e-NIT NO: BANARHAT/BDO/NIT-002/2025-26(4th Call) Last date of online bid submission 15/07/2025 Hrs 06:00 PM. For further details you may visit https://wbtenders.gov.in

Sd/-
BDO & EO, Banarhat Block

LAW ADMISSION ONLY FOR EWS AND OBC CANDIDATES SESSION:-2025-2026

Balurghat Law College is inviting online application for admission in 5 years B.A. LL.B integrated Course. Forms will be available from the College website (www.balurghatlawcollege.ac.in) on and from 08/07/2025 to 16/07/2025. Interested EWS and OBC candidates may also contact on Mobile No: 9382097598/ 9832790510.

Sd/-
Dr. Santosh Kumar Tiwary
Teacher-in-Charge
Balurghat Law College

Office of the Principal
Maharaja Jitendra Narayan Medical College & Hospital

e-Tender Notice

Tender is invited for "Providing Security Personnel" at MJNMCH vide Memo No. MJNMC/PRIN/1570/2025, Dated 05/07/2025. Details are available from the following sites: www.wbtender.gov.in, www.coochbehar.gov.in, www.mjnmch.ac.in

Sd/-
Principal, MJNMC&H
Cooch Behar

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭০০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৫০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯২৬৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৭৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৭৮০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র খুব সাবধানে রাখুন। মাত্রাতিরিক্ত কথার জেরে অশান্তি হতে পারে। **বৃষ :** কোনও ধর্মীয় সভায় যোগ দিয়ে আনন্দ। আর্থিক দিক থেকে সারাদিন ভালো কাটবে। **মিথুন :** উচ্চশিক্ষায় বিদেশযাত্রার যোগ। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ফল খুব ভালো হবে। **কর্কট :** প্রেমে সামান্য অশান্তি থাকলেও বিকেলের পর তা মিটে যাবে। কাজকর্মে গতির অভাব। **সিংহ :** বেহিসেবি খরচে মানসিক চাপ বাড়বে। শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই। **কন্যা :** সামাজিক কোনও কাজে অংশ নিয়ে প্রশংসিত হবেন এবং দায়িত্ব বাড়বে। দাম্পত্যে সমস্যা মিটবে। **তুলা :** রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের দায়িত্ব আরও বাড়বে। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা দূর হবে। **বৃশ্চিক :** ব্যবসায় সামান্য মন্দা থাকবে। বাড়িতে পুজোর আয়োজনে নিজেকে শামিল করুন। **ধনু :** পুরোনো রোগের বৃদ্ধিতে ভোগান্তি বাড়বে। কোনও হওয়া কাজ পণ্ড হতে পারে। **মকর :** খুব প্রিয়জন কেউ বাড়িতে আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে প্রশংশিত হবেন। **কুম্ভ :** অতিরিক্ত লোভের কারণে প্রচুর অর্থনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। **মীন :** বাইরের খাবারদাবার থেকে খুব সাবধানে থাকুন। দম্পত্যে মতবিরোধ কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৩ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ১৭ আষাঢ়, ৮ জুলাই, ২০২৫, ২৩ আহার, সংবৎ ১৩ আষাঢ় সুদি, ১২ মহরম। সূঃ উঃ ৫।২, অঃ ৬।২৩। মঙ্গলবার, ত্রয়োদশী রাত্রি ১২।১০। জ্যেষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ৩।৪০। শুক্রযোগ রাত্রি ১১।২৭। কৌলবকরণ দিবা ১১।২৩ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ১২।১০ গতে গরকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, রাত্রি ৩।৪০ গতে ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে, রাত্রি ১২।১০ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি- ৬।৪২ গতে ৮।২২ মধ্যে ও ১।২৩ গতে ৩।৩ মধ্যে। কালরাত্রি- ৭।৪৩ গত ৯।৩ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পূর্ব্বে ও উত্তরে নিষেধ, রাত্রি ৭।৪৩ গতে যাত্রা নাই, রাত্রি ৯।৩ গতে পুনঃযাত্রা শুভ পূর্ব্বে উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ১২।১০ গতে পুনঃযাত্রা নাই। শুভকর্ম্ম- নাই। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪৪ গতে ৯।২৯ গতে ১২।৯ মধ্যে ও ৩।৪২ গতে ৪।৩৫ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ২।৫৫ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ২।৪৯ গতে ৩।৪২ মধ্যে ও ৪।৩৫ গতে ৫।২৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৩০ গতে ৯।৫৫ মধ্যে।

দু'মাস আগে চা সুন্দরী প্রকল্পের উদ্বোধন হয়েছে

চুরি যাচ্ছে বাড়ির সামগ্রী

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৭ জুলাই : উদ্বোধন হয়েছে প্রায় দু'মাস আগে। অথচ কেউ এখনও ঢোকেননি ঘরে। এর মাঝে লোপাট হচ্ছে নাগরাকাটার ধরণীপুর চা বাগানের চা সুন্দরী প্রকল্পের বাড়ির ভেতরের সামগ্রী। বর্তমানে কোনওটির দরজা নেই। কোথাও আবার শৌচালয়ের প্যান থেকে শুরু করে হাত ধোয়ার বেসিন সবকিছুই উধাও হয়ে গিয়েছে। একাধিক বাড়িতে ভেঙে ফেলা হয়েছে জানলা, জল সরবরাহ ব্যবস্থার সরঞ্জাম। সোমবার ওই প্রকল্প লাগোয়া একটি জঙ্গল থেকে একসঙ্গে ২২টি স্টিলের বেসিন উদ্ধার করেন স্থানীয়রা। সেগুলিও চুরি করে পরে সুযোগ বুঝে অন্যত্র সরিয়ে ফেলার পরিকল্পনা করা হয়েছিল বলে শ্রমিকদের ধারণা। কারা এই দুষ্কর্ম করছে তা বুঝতে পারছেন না কেউ। তবে একাজ যে স্থানীয়দের একাংশেরই তা নিয়ে সন্দেহ নেই কারও।

রান্নাঘরের বেসিন ঝোপে পড়ে রয়েছে। - সংবাদচিত্র

নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর বলেন, 'ঘরগুলিতে উপভোক্তারা এসে কেন থাকছেন না বোধগম্য হচ্ছে না। সবাইকে অনুরোধ করা হয়েছে দ্রুত বাড়ির দখল নিয়ে নেওয়ার জন্য। এরপর যদি কারও কোনও অসুবিধে হয় তবে প্রশাসন অবশ্যই তা দেখবে। ফাঁকা থাকার কারণেই এমন নিন্দনীয় ঘটনাগুলি ঘটছে। দ্রুত পদক্ষেপ করা হচ্ছে।'

সংশ্লিষ্ট দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, আবাসন দপ্তরের তরফে থেকে ধরণীপুরের পানিঘাটা লাইনের ফাঁকা জমিতে ওই চা সুন্দরী প্রকল্পের বাড়িগুলি তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। গত ১৩ মে উদ্বোধন হয়। সেখানে মোট ২৮২টি বাড়ি রয়েছে। এলাকার মেচপাড়ার বাসিন্দা বুধনী মুন্ডা বলেন, 'ঘরগুলির যা অবস্থা হয়েছে তাতে মেরামত না করে দেওয়া হলে কীভাবে থাকব?' বাগানের তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের ইউনিট কমিটির সভাপতি ধনীরাম কর্মকার বলেন, 'দ্রুত ঘরগুলিতে যাতে সবাই থাকা শুরু করেন তা নিশ্চিত করা বর্তমানে অত্যন্ত প্রয়োজন। নয়তো এমন ঘটনা অব্যাহত থাকবে।'

রাজ বড়াইক নামে পানিঘাটার এক তরুণের কথায়, 'আমি এখানকার পিএইচই-র জলপ্রকল্পে কাজ করি। পাম্পহাউসের দরজাও কেউ বা কারা ভেঙে ফেলেছে।'

কী পরিস্থিতি

- কোনওটির দরজা নেই। কোথাও আবার শৌচালয়ের প্যান থেকে শুরু করে হাত ধোয়ার বেসিন সবকিছুই উধাও হয়ে গিয়েছে
- একাধিক বাড়িতে ভেঙে ফেলা হয়েছে জানলা, জল সরবরাহ ব্যবস্থার সরঞ্জাম
- জঙ্গল থেকে একসঙ্গে ২২টি স্টিলের বেসিন উদ্ধার করেন স্থানীয়রা
- ধরণীপুর চা বাগানে মোট ২৮২টি বাড়ি রয়েছে

পড়ুয়াদের সচেতন করতে শিবির

চালসা, ৭ জুলাই : প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও আপৎকালীন পরিস্থিতিতে নিজেকে ও অন্যকে কীভাবে রক্ষা করতে হবে, সেই বিষয়ে সোমবার পড়ুয়াদের নিয়ে একটি সচেতনতা শিবির করা হল। মাল দমকল বিভাগ, সিভিল ডিফেন্স ও মেটেলি থানার উদ্যোগে পূর্ব বাতাবাড়ি সিএম হাইস্কুলে ওই শিবির হয়। শিবিরে স্কুলের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়ারা অংশগ্রহণ করে। বন্যা পরিস্থিতি, ঝড়-বৃষ্টিতে নিজেকে রক্ষা করা, হঠাৎ কেউ অসুস্থ বা দুর্ঘটনাগ্রস্ত হলে কীভাবে তাকে রক্ষা করতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে পড়ুয়াদের হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারে আগুন লাগলে কীভাবে নেভাতে হয়, তাও এদিন দেখানো হয়। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বিরাজ রায় বলেন, 'পড়ুয়ারা অনেক অজানা বিষয় জানল। আগামীতে তাদের কাজে লাগবে।'

গ্যাস সিলিন্ডারের আগুন নেভানো দেখানো হচ্ছে পড়ুয়াদের। সোমবার পূর্ব বাতাবাড়ি সিএম হাইস্কুলে।

'বরযাত্রী' গজরাজ

শালকুমারহাট, ৭ জুলাই : ছাঁদনাতলায় বিয়ে চলছে। প্যান্ডেলের ভেতরে তখন বরযাত্রীরা খাচ্ছিলেন। হঠাৎ সেই বিয়েবাড়িতে যেন বরযাত্রী হিসেবে এসে হাজির গজরাজ! রবিবার রাতে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমার-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সুরিপাড়া গ্রামের ঘটনা। জলদাপাড়ার জঙ্গল থেকে বেরিয়ে সেখানকার এক বিয়েবাড়িতে চলে আসে একটি নয়, জোড়া হাতি। একটি হাতি তো একেবারে বিয়েবাড়ির প্যান্ডেলের সামনে চলে এসেছিল। আরেকটি হাতি জঙ্গল ও গ্রামের সীমানায় দাঁড়িয়ে যেন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিল।

বিয়েবাড়িজুড়ে হুলুস্থুল পড়ে যায়। পরে অবশ্য গ্রামবাসী ও বনকর্মীদের চেষ্টায় হাতি দুটিকে জঙ্গলে ঢোকানো সম্ভব হয়। তারপর হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন বরযাত্রী ও কনের বাড়ির লোকজন। কিন্তু সোমবারও এলাকাবাসীর মধ্যে আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট। বিয়েবাড়িতে ভিড় উপচে পড়ে। ছাঁদনাতলায় বিয়ে চলতে থাকে। রাত তখন পৌনে দুটা। হঠাৎ চিৎকার, বিয়েবাড়ির দিকে তেড়ে আসে হাতি।

ঠিকাদারের সঙ্গে বৈঠক পুলিশকর্তার

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ৭ জুলাই : কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের পরেও বকেয়া মেটানো নিয়ে মাল পুরসভার কোনও উচ্চবাচ্য নেই। উপরন্তু, বিল মেটালে কাটমানি দিতে হবে বলে দাবি করা হয়েছে। ঠিকাদার শিবরতন আগরওয়াল এমনই অভিযোগ তুলেছেন। মাল পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি ও অর্থ আধিকারিক মিঠুন দাসের দিকে তাঁর অভিযোগ। শিবরতন গোটা বিষয়টি আগেই জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপারকে জানিয়েছিলেন। এই সূত্রেই মালের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রোশন প্রদীপ দেশমুখ সোমবার দুপুরে শিবরতনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তাঁর সমস্ত নথি খতিয়ে দেখা হয়।

এসডিপিও বলেন, 'ওই ঠিকাদারকে ডাকা হয়েছিল। তাঁর কাছ থেকে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এরপর পুরসভার চেয়ারম্যানকে ডেকেও বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।' শিবরতন বললেন, 'মাল পুরসভা আমার কাজের বিল নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। সাত বছর আগে কাউন্সিলাররা কি ঘুমিয়ে ছিলেন? কাজে অনিয়ম হয়ে থাকলে তাঁরা সেই সময় কেন প্রতিবাদ করলেন না। হাইকোর্টে হাজির হয়ে তাঁদের জবাব দিতে হবে।' চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি এদিন এসডিপিও'র সঙ্গে দেখা করতে পারেননি। তাঁর কথায়, 'বিশেষ কারণে এদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। মঙ্গলবার অবশ্যই তাঁর সঙ্গে দেখা করব।'

মামলাকারীকে পুরসভায় ডেকে আলোচনা করতে হবে ও সেই আলোচনার বিষয় আদালতকে জানাতে হবে বলে এ সংক্রান্ত দ্বিতীয় শুনানির পর সার্কিট বেঞ্চের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু নির্দেশ দেন। ১৭ জুন শিবরতনকে পুরসভায় ডাকা হয়। সেদিন পুরসভায় তিনি চেয়ারম্যানের সঙ্গে প্রায় এক ঘণ্টা বৈঠক করেন। ২৫ জুনের মধ্যে বাকি ৫ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা শিবরতনকে মিটিয়ে দেওয়া হয় বলে সেখানে সিদ্ধান্ত হয়। সাদা কাগজে দু'পক্ষের একটি লিখিত চুক্তি হয়। কিন্তু শিবরতন এখনও সেই টাকা পাননি। উলটে বৈঠকের পর পুরসভার ভিতরেই চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি ও অর্থ আধিকারিক কাটমানি দাবি করেন বলে শিবরতনের অভিযোগ। সেই দাবিকে পুরোপুরি ভিত্তিহীন বলে মাল পুরসভার চেয়ারম্যান জানিয়েছেন। শিবরতনের আইনজীবী সুমন শিকদার বলেন, 'বকেয়া বিল না পেলে পুরসভার সমস্ত বেআইনি কাজকর্ম হাইকোর্টের নজরে আনা হবে।'

মাল পুরসভা

মায়ের কাছেই কুমারী মা

জলপাইগুড়ি, ৭ জুলাই : সিডব্লিউসি'র নির্দেশে অভিভাবকের কাছেই আপাতত সন্তান সহ থাকবে কুমারী মা। সুস্থ হওয়ার পর সোমবার জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের প্রসূতি বিভাগ থেকে সিডব্লিউসি'র কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল কুমারী মা এবং তার সন্তানকে। এরপরেই সিডব্লিউসি শর্তসাপেক্ষে নির্দেশ দিয়েছে সন্তান সহ কুমারী মা তার অভিভাবকের বাড়িতেই থাকবে।

সিডব্লিউসি'র চেয়ারপার্সন মান্না মুখোপাধ্যায় বলেন, 'এদিন জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ থেকে পুলিশের মাধ্যমে কুমারী মা আমাদের কাছে আসে। তাকে শর্তসাপেক্ষে সন্তান সহ বাবা-মায়ের কাছে থাকতে বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে ঘটনার তদন্ত চলবে।'

গত মাসের ৩০ তারিখ জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের জরুরি বিভাগে পেটের যন্ত্রণা নিয়ে এসেছিল এক নবম শ্রেণির ছাত্রী। জরুরি বিভাগের পাশের এক শৌচালয়ে ওই নাবালিকা ছাত্রী এক পুত্রসন্তানের জন্ম দেয়। পরে তাকে মেডিকেল কলেজের প্রসূতি বিভাগে ভর্তি করা হয়। ছাত্রীর মা জানিয়েছিলেন তাঁর মেয়ের এই ঘটনার জন্য দাদু দায়ী। পরবর্তীতে পকসো ধারায় মামলা রুজু করে পুলিশ। এই ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয় নাবালিকার দাদুকে।

পিএফ সমস্যা মেটাতে উদ্যোগ

জলপাইগুড়ি, ৭ জুলাই : পিএফ নিয়ে চা বাগানগুলির মালিকদের বিরুদ্ধে বাগানের শ্রমিকদের অভিযোগের শেষ নেই। বহু ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের থেকে টাকা নেওয়ার পরেও সেই টাকা জমা পড়ে না পিএফ দপ্তরে। ফলে সমস্যায় পড়তে হয় শ্রমিকদের। চা বাগান সংক্রান্ত এই সমস্যা মেটাতে উদ্যোগী হল ইপিএফের সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ট্রাস্টি। সোমবার জলপাইগুড়ি আঞ্চলিক পিএফ দপ্তরে এসেছিলেন বোর্ডের সদস্য শিবপ্রসাদ তেওয়ারি। তিনি সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানিয়েছেন, চা বাগানের পিএফ সংক্রান্ত সমস্যা মেটাতে তিনি শ্রম দপ্তরের সঙ্গে কথা বলবেন। রাজ্য সরকার রাজি থাকলে সেক্ষেত্রে তিনি মালিকপক্ষ, পিএফ দপ্তর, শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে বৈঠক করবেন। সেইসঙ্গে তিনি এদিন আধিকারিকদের নির্দেশ দেন যাতে সাধারণ মানুষ কোনও অবস্থাতেই দপ্তরে এসে পরিষেবা পেতে হয়রানির শিকার না হন। মানুষ যাতে সহজেই তাঁদের অভিযোগ জানাতে পারেন তারজন্য প্রকাশ্যে অভিযোগ বক্স রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন।

ডুয়ার্সের বেশ কিছু চা বাগানের শ্রমিকদের লক্ষ লক্ষ টাকা পিএফ খাতে বকেয়া। শ্রমিকদের থেকে টাকা কেটে নেওয়ার পরেও চা বাগানের মালিকদের পক্ষ থেকে তা পিএফ দপ্তরে জমা দেওয়া হয়নি। এই অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে বেশ কিছু চা বাগানের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করেছে পিএফ দপ্তর। কিন্তু এই সমস্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে বলে অভিযোগ।

জয়েন্ট ফোরামের সভা

বানারহাট, ৭ জুলাই : কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম কোড ও শ্রমিকবিরোধী নিয়মের বিরোধিতায় ডাকা ৯ জুলাইয়ের সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে সোমবার বিকালে জয়েন্ট ফোরামের পক্ষ থেকে মিছিল ও পথসভা করা হয়। এদিন মিছিলে জয়েন্ট ফোরামের সমস্ত সংগঠন উপস্থিত ছিল। বানারহাট তরুণ সংঘ থেকে মিছিলটি শুরু হয়। এরপর বানারহাট বাজারে এসে একটি পথসভা করে মিছিলটি তরুণ সংঘে শেষ হয়।

'ভূতুড়ে ভোটার' খোঁজায় এগিয়ে সিপিএম

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৭ জুলাই : জলপাইগুড়ি জেলায় সচিত্র ভোটার তালিকা থেকে ভুয়ো নাম চিহ্নিতকরণে তৃণমূল ও বিজেপির থেকে এগিয়ে সিপিএম। ৯৬ হাজারের বেশি ভুয়ো ভোটারের নাম কাটা যায়নি বলে জেলা সিপিএম থেকে জেলা নির্বাচন দপ্তরের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে। এদিকে, জেলায় ভুয়ো ভোটারের অস্তিত্বের দাবি স্বীকার করে নিলেও তার সংখ্যা জানাতে পারেনি তৃণমূল। আর বিজেপি জানিয়েছে, তাদের তরফে বুথভিত্তিক ভুয়ো ভোটার চিহ্নিত করার কাজ এখনও চলছে। আর জেলা নির্বাচন দপ্তর জানিয়েছে, ইতিমধ্যে ২৬ হাজার মৃত ভোটারের নাম কাটা হয়েছে।

জলপাইগুড়ি জেলার সচিত্র ভোটার তালিকায় ১৮ লক্ষের বেশি নাম আছে। ভোটারের সংখ্যা বেড়েছে বেশ কয়েক হাজার। কিন্তু প্রতি বুথে ৪০ থেকে ৫০টি করে নাম কাটা যায়নি বলে জেলা সিপিএমের দাবি। সিপিএমের জেলা সম্পাদক পীযূষ মিশ্রের বক্তব্য, 'আমরা জেলার ১৯২১টি বুথে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভোটার তালিকা নিয়ে সমীক্ষা করেছি। প্রতি বুথে ভুয়ো ভোটারদের অধিকাংশই মৃত। অন্যত্র চলে যাওয়া কয়েকজন ভোটার রয়েছেন। মৃতদের নাম ভোটার তালিকায় থেকে গেলে তার ভিত্তিতে অর্থবরাদ্দ করবে নির্বাচন কমিশন, যা আমরা মেনে নিতে পারি না। স্ক্রিনিংয়ের পর সংশোধিত ভোটার তালিকা প্রকাশ করুক জেলা নির্বাচন দপ্তর।' বিজেপির জেলা সভাপতি শ্যামল রায় বলেন, 'সমীক্ষার কাজ চলাকালীন অনেক ভুয়ো ভোটারের নাম পেয়েছি। পুরো কাজ শেষ হলে জেলা নির্বাচন দপ্তরকে চিহ্নিত নাম বাদ দেওয়ার দাবি জানানো হবে।'

এদিকে, 'দিদির দূত' অ্যাপের সাহায্যে তৃণমূল কর্মীরা প্রতি বুথে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভূতুড়ে ভোটারের নাম চিহ্নিত করে আপলোড করেছেন। জেলা তৃণমূল সভানেত্রী মহুয়া গোপ বলেছেন, 'বুথ স্তরে দলীয় সমীক্ষকরা কয়েক হাজার ভুয়ো ভোটার চিহ্নিত করেছেন। সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান পেতে আরও সময় লাগবে। রাজ্য থেকে যেমন নির্বাচন কমিশনকে ভুয়ো ভোটারের নাম কাটার দাবি জানানো হবে, জেলা স্তরেও আমরা অভিযোগ জানাব।'

অতিরিক্ত জেলা শাসক (নির্বাচন) ধীমান বাড়ুই বলেন, 'এক ভোটারের নাম একাধিক জায়গায় থাকার অভিযোগ পেয়েই বাদ দেওয়া হয়েছে। মৃত ভোটারের নাম কাটা হচ্ছে।'

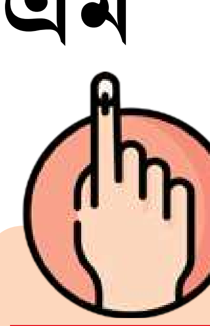

একনজরে

- জলপাইগুড়ি জেলার সচিত্র ভোটার তালিকায় ১৮ লক্ষের বেশি নাম আছে
- ৯৬ হাজারের বেশি ভুয়ো ভোটারের নাম কাটা হয়নি বলে জেলা সিপিএমের দাবি
- স্ক্রিনিংয়ের পর সংশোধিত ভোটার তালিকা প্রকাশের দাবি
- জেলায় ভুয়ো ভোটারের অস্তিত্বের দাবি স্বীকার করে নিলেও তার সংখ্যা জানাতে পারেনি তৃণমূল

"রাজনৈতিক দলগুলিকে নিয়ে বৈঠক হয়েছে। অভিযোগ পাওয়া মাত্র নাম বাদ পড়েছে।"

ধীমান বাড়ুই
অতিরিক্ত জেলা শাসক (নির্বাচন)

বিশেষভাবে সক্ষম তরুণীকে ধর্ষণ, ধৃত ২

শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই : প্রতিবেশী দুই নাবালকের লালসার শিকার বিশেষভাবে সক্ষম এক তরুণী। অভিযোগ, বাড়িতে একা থাকার সুযোগে দিনের পর দিন ওই মেয়েটিকে ধর্ষণ করা হয়েছে। বিষয়টি জানাজানি হয় তরুণী গর্ভবতী হয়ে পড়লে। তরুণীর মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে ওই দুই নাবালককে গ্রেপ্তার করেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ।

সোমবার মেয়েটির শারীরিক পরীক্ষা করানোর জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেও চরম হয়রানির শিকার হতে হয়। পুলিশের অভিযোগ, ওই তরুণীকে রীতিমতো ইচ্ছে করে বসিয়ে রাখেন দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক। মেয়েটি অসুস্থ হয়ে পড়লে পুলিশের তরফে যোগাযোগ করা হয় হাসপাতাল সুপারের সঙ্গে। পরে সুপার অফিসের হস্তক্ষেপেই সমস্যা মেটে। মাটিগাড়া থানার আইসি অরিন্দম ভট্টাচার্য বলছেন, 'চার ঘণ্টা বসে থাকায় মেয়েটি অসুস্থ বোধ করতে শুরু করে। আমার থানার মহিলা পুলিশকর্মী এরপর মেডিকেল সুপারের ঘরে গিয়ে বলার পর কাজ হয়। এরকম চলাটা তো উচিত নয়। এব্যাপারে আরও সহনশীল হতে হবে মেডিকেল কর্তৃপক্ষকে।'

অনেক রাত হয়ে যাওয়ায় এনিয়ে মেডিকেল কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া অবশ্য মেলেনি। যোগাযোগ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি হাসপাতাল সুপারের সঙ্গেও।

পুলিশ সূত্রে খবর, মাটিগাড়া থানা এলাকার বাসিন্দা ওই তরুণীর পরিবার বলতে শুধু তাঁর মা। ওই মহিলা বালি-পাথর তোলার কাজ করায় সারাদিন তরুণী বাড়িতে একাই থাকতেন। তরুণীর মা বলছেন, 'কিছুদিন ধরেই মেয়ের শারীরিক সমস্যা দেখা দিচ্ছিল। রবিবার বমি করতে থাকায় আমি হাসপাতালে নিয়ে যাই। এরপর সেখানে থাকা চিকিৎসক জানান, আমার মেয়ে আড়াই মাসের গর্ভবতী।'

এরপর তরুণীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই তিনি জানান, এলাকার দুই নাবালক প্রায়শই তাঁর একা থাকার সুযোগ নিয়ে ঘরে ঢুকত। একাধিকবার তারা তরুণীকে ধর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ। যদিও তিনি আগে কেন মাকে বিষয়টি জানালেন না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। পুলিশ অবশ্য মনে করছে, তরুণীর মানসিক কিছু সমস্যার দরুনই বিষয়টি জানাতে পারেননি।

জেলার স্থাপত্যে সাজছে দুই স্টেশন

স্টেশন পরিদর্শনে জলপাইগুড়ির সাংসদ

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

৭ জুলাই : অমৃত ভারত প্রকল্পে গুরুত্ব পেল জেলার স্থাপত্য। জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনকে তৈরি করা হবে বৈকুণ্ঠপুর রাজপ্রাসাদের আদলে। শৈবতীর্থ জল্পেশ মন্দিরের রূপ দেওয়া হবে ধূপগুড়ি স্টেশনকে।

সোমবার রেল দপ্তরের আমন্ত্রণে জলপাইগুড়ি রোড, ধূপগুড়ি ও নিউ মাল জংশনে অমৃত ভারত প্রকল্পের কাজ পরিদর্শনে যান জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়। সঙ্গে ছিলেন ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার অনিলকুমার খুসুরায় (আলিপুরদুয়ার) ও চিফ প্রোজেক্ট ম্যানেজার রামমূর্তি মিনা। জলপাইগুড়ি রোড ও ধূপগুড়ি স্টেশনে নকশা টাঙানো হয়েছিল। সেগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখেন সাংসদ ও রেলের আধিকারিকেরা।

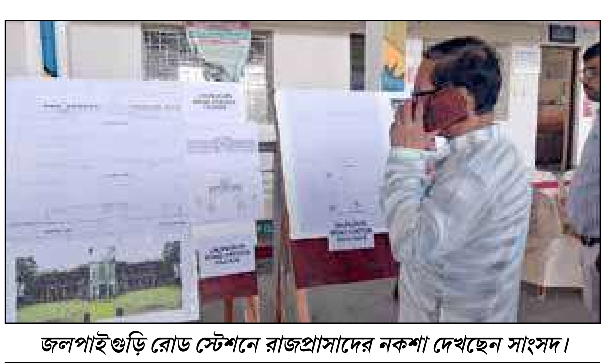

জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে রাজপ্রাসাদের নকশা দেখছেন সাংসদ।

জয়ন্ত বলেন, 'জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনকে রাজপ্রাসাদের আদলে করা হবে। রাজবাড়ির সিংহদুয়ার গেটের মতো করে তৈরি হবে স্টেশনের প্রবেশদ্বার। ধূপগুড়ি স্টেশনকে জল্পেশ মন্দিরের আদলে তৈরি করা হবে। আমরা স্থানীয় সংস্কৃতিকে রেলস্টেশনের পরিকাঠামোয় তুলে ধরতে চাই।'

সাংসদ আরও বলেন, 'জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে পণ্য পরিবহণের জন্য টার্মিনাল করা হবে। জায়গা দেখা হয়েছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।' নিউ মাল জংশনে কাজের অগ্রগতি আশানুরূপভাবে হচ্ছে না বলে ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'কাজ ধীরগতিতে চলছিল বলে অভিযোগ পেয়েছি। তাই খতিয়ে দেখতে এসেছিলাম। দ্রুত কাজ শেষ করতে বলেছি।'

প্রায় দেড় বছর ধরে ওই তিনটি স্টেশনে অমৃত ভারত প্রকল্পের কাজ চলছে। তবে বিল্ডিং তৈরির কাজ এখনও শুরু হয়নি। রাজপ্রাসাদ ও মন্দিরের নকশা নিয়েও সাংসদের সঙ্গে বিস্তারিত কথা বলেন রেল আধিকারিকেরা। কিছু প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে ওই স্টেশনে অমৃত ভারত প্রকল্পের কাজ ধীরগতিতে চলছিল। জেলার স্থাপত্যের আদলে অমৃত ভারত প্রকল্পের কাজ আগামী ডিসেম্বরে শেষ হবে।

অন্যদিকে, ডেঙ্গুয়াঝাড় রেলওয়ে লেভেল ক্রসিংয়ে যানজট এড়াতে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে পিট লাইন করার ডিপিআর রেল বোর্ডে পাঠানো হয়েছে। ওভারব্রিজ তৈরি করার জমির জন্য জেলা প্রশাসনের কাছে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলে জানান অনিলকুমার।

শোকের ছায়া ময়নাগুড়ির বার্নিশে

কীটনাশক খেয়ে মৃত্যু কনের

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ৭ জুলাই : বিয়ের আয়োজন সম্পূর্ণ। চারপাশে যেন উৎসবের মেজাজ। বাচ্চারা দৌড়াদৌড়ি, হৈ-হুল্লোর করছে। আমন্ত্রিতরা ব্যস্ত ভোজনে। কিন্তু সেই আনন্দ যে মুহূর্তের মধ্যে বিষাদে পরিণত হবে, তা কেউ কল্পনাও করতে পারেননি। রবিবার রাতে বিয়েতে বসার কিছুক্ষণ আগে কনে কীটনাশক খেলেন। তড়িঘড়ি তাঁকে পরিবারের লোকেরা নার্সিংহোমে নিয়ে যান। সোমবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃতার নাম বাবলি রায় (১৮)। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ময়নাগুড়ি বার্নিশ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার। জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করেছে। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে দেহটির ময়নাতদন্তর পর পরিবারের লোকেদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

মেয়ের মৃত্যুর খবরে শোকস্তব্ধ পরিবারের লোকেরা। সোমবার।

বাবলি ময়নাগুড়ি ব্লকের বার্নিশ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঁশদহ মোড় মেহেড়িপাড়া এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ময়নাগুড়ি রামশাই এলাকার এক তরুণের বিয়ে ঠিক হয়। রবিবার ছিল বিয়ের দিন। কনেকে সাজানোর তোড়জোড় চলছিল। প্রায় ৫০০ জন আমন্ত্রিত ছিলেন। সন্ধ্যা থেকেই আমন্ত্রিতরা আসতে শুরু করেন। এরমধ্যে হঠাৎ সবার নজর এড়িয়ে বাবলি কীটনাশক খেয়ে নেন। বাড়ির লোকেরা বিষয়টি বুঝতে পেরে বাবলিকে জলপাইগুড়ির একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করান। এদিকে, বিয়ের উদ্দেশ্যে রামশাই থেকে পাত্র রওনা হয়ে যান। কিন্তু মাঝপথে কনের বাড়ির তরফে পাত্রের পরিবারকে জানানো হয়, কনে অসুস্থ থাকায় নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাই বিয়ে হবে না। অগত্যা পাত্রকে ফিরে যেতে হয়। সোমবার সকালে কনের কীটনাশক খাওয়ার ব্যাপারটি জানাজানি হয়। রবিবার রাতে বাবলিকে নার্সিংহোমে ভর্তির পর সোমবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। বাবলির জামাইবাবু রাকেশ দাস বলেন, 'কেন এমন ঘটনা ঘটাল সেটা বোঝা যাচ্ছে না। বিয়েতে বসার কিছুক্ষণ আগে বাবলি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে আমরা তড়িঘড়ি নার্সিংহোমে নিয়ে যাই। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি।'

তবে কী কারণে ওই তরুণী কীটনাশক খেলেন তা স্পষ্ট নয়। বিষয়টির সঙ্গে কোনও প্রণয়ঘটিত ব্যাপার জড়িত কি না তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। সোমবার বাবলির মৃত্যুর খবর পৌঁছাতেই গোটা বাড়ি শোকস্তব্ধ হয়ে পড়ে। পরিবারের লোকেরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। এদিন বাবলির বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, তখনও প্যান্ডেলের বাঁশ বাঁধা। বাড়ির উঠোনে বিয়ের বিভিন্ন সামগ্রী রাখা। এদিন বাবলির বাবা সুশীল রায় কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'মেয়ের বিয়ের জন্য জমি বিক্রি করে টাকা জোগাড় করে সব আয়োজন করেছিলাম। কিন্তু মেয়ে বিয়ের দিন এমন ঘটনা ঘটাবে তা কল্পনা করতে পারিনি। সকলের নজর এড়িয়ে কখন কীটনাশক খেয়েছে আমরা বুঝতে পারিনি।'

ঘটনার পর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পাত্রপক্ষের লোকেরা গোটা ঘটনায় হতবাক। এক প্রতিবেশীর বক্তব্য, 'রবিবার রাতে নিমন্ত্রণ খেয়ে ফেরার সময় আমরা কিছু জানতে পারিনি। শুনেছিলাম কনের শরীর খারাপ। ডাক্তার দেখাতে গিয়েছে, কিছুক্ষণ বাদে ফিরে আসবে। এদিন সকালে শুনলাম বাবলি মারা গিয়েছে। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা।

র‍্যাশনের চাল-আটা আটক গভীর রাতে

কীভাবে পাচার উঠছে প্রশ্ন

সুভাষচন্দ্র বসু

বেলাকোবা, ৭ জুলাই : রাতের অন্ধকারে প্রশাসনের চোখে ধুলো দিয়ে পাচার করা হচ্ছিল বিপুল পরিমাণ অবৈধ র‍্যাশন সামগ্রী। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। পুলিশের জালে ধরা পড়ল চাল ও আটা ভর্তি একটি পিকআপ ভ্যান সহ দুই ব্যক্তি। ধৃতদের নাম মদন দেবনাথ ও সুশান্ত দেবনাথ। দুজনেই রাজগঞ্জের বাসিন্দা। ১৭৭০.৩৫ কেজি চাল ও ৭৮৫.৬৫ কেজি আটা উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানান রাজগঞ্জ থানার আইসি অনুপম মজুমদার।

রবিবার রাতে একটি পিকআপ ভ্যান বটতলার দিক থেকে বাবুপাড়া হয়ে রাজগঞ্জের দিকে যাচ্ছিল। ভ্যানটিকে সন্দেহজনকভাবে ঘুরতে দেখে আটক করে বেলাকোবা ফাঁড়ির পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদ করলে মদন ও সুশান্তের কথায় অসংগতি পান পুলিশ আধিকারিকরা। এরপর গাড়ির ডালা খুলতেই ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে র‍্যাশনের চাল ও আটা।

বৈধ কাগজপত্র না থাকায় হাতেনাতে গাড়ি সহ ওই দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সোমবার মদনকে আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। ওই কারবারের সঙ্গে আর কারা জড়িত রয়েছে, তা জানতে ধৃতদের জেরা করছে পুলিশ। বেলাকোবা ফাঁড়ির ওসি অরিজিৎ কুণ্ডু বলেন, 'ওজন ও হিসাব মেলাতে ছয়

বেলাকোবায় র‍্যাশন সামগ্রী বাজেয়াপ্তর পর। - সংবাদচিত্র

ঘণ্টা সময় লেগেছে। তদন্ত চলছে।' জেলার খাদ্য ও খাদ্য সরবরাহ দপ্তরের আধিকারিক শুভাশিস বায়েন বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে এখনও আমার কাছে রিপোর্ট জমা হয়নি। সংশ্লিষ্ট সার্কেল ইনস্পেকটরের সঙ্গে যোগাযোগ করে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুর অঞ্চলে মোট ছয়টি র‍্যাশন দোকান রয়েছে। ওই এলাকায় এক র‍্যাশন বিক্রেতার সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, বেশকিছু গ্রাহক আতপ চাল নিতে চান না। তাঁরা ২০ টাকা কেজি দরে চাল স্থানীয় ফড়েদের কাছে বিক্রি করে দেন। একইভাবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত আটার প্যাকেট ৯-১০ টাকায় বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। ছোট পরিসরে ফড়েরা ওই চাল ও আটা সাইকেল বা টোটোয় করে সরিয়ে নেন। কিন্তু এক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ র‍্যাশন সামগ্রী থাকায় তা ভ্যানে করে পাচার করা হচ্ছিল। স্থানীয়দের ধারণা, পাচারের সঙ্গে একাধিক র‍্যাশন দোকান জড়িত থাকতে পারে।

এমনও অভিযোগ রয়েছে, গ্রামে-গঞ্জে নজরদারির অভাব থাকায় দুয়ারে র‍্যাশন বণ্টনের ক্ষেত্রে ডিলারের প্রতিনিধিরা গ্রাহকদের কাছ থেকে টাকার বিনিময়ে র‍্যাশন সামগ্রী ক্রয় করেন। রাজগঞ্জ সার্কেল ইনস্পেকটর পূর্বা শেরপা বলেন, 'ঘটনাটি শুনেছি। এখন দেখতে হবে এই র‍্যাশন সামগ্রী প্রকৃত ডিলারদের দোকান থেকে পাচার হয়েছে নাকি গ্রাহকরা নিজেরাই বিক্রি করেছেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।'

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের দাবিপত্র

চালসা, ৭ জুলাই : ১০ দফা দাবির ভিত্তিতে সিডিপিও (চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট অফিসার)-কে দাবিপত্র দেওয়া হল। সোমবার পশ্চিমবঙ্গ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা কল্যাণ সমিতির মেটেলি ব্লক কমিটির তরফে সিডিপিওকে ওই দাবিপত্র দেওয়া হয়। মেটেলির ভারপ্রাপ্ত সিডিপিও সায়ক দাস দাবির বিষয়গুলি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর আশ্বাস দেন। এদিন মেটেলি ব্লকের বিভিন্ন এলাকার অঙ্গনওয়ারী কর্মী ও সহায়িকারা সিডিপিও অফিস চত্বরে জমায়েত করেন। এরপর একটি প্রতিনিধিদল গিয়ে সিডিপিওকে দাবিপত্র দেয়। সংগঠনের মেটেলি ব্লক সভানেত্রী সিজু মিঝার বলেন, 'পোষণের কাজে নতুন নিয়ম পদ্ধতি ই-কেওয়াইসি কাজ শুরুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই কাজের জন্য সকলকে ফাইভজি মোবাইল দিতে হবে, গ্রামীণ এলাকায় এই কাজের জন্য কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, সময়মতো ডিম, সবজির বিলের টাকা ও সাম্মানিক দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। সিডিপিও দাবির বিষয়গুলি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর আশ্বাস দিয়েছেন।'

স্কুলে চুরি গ্যাস সিলিন্ডার

মালবাজার, ৭ জুলাই : বিদ্যালয়ের রান্নাঘরের গ্যাস সিলিন্ডার ও ওভেন চুরি হল। রবিবার রাতে মাল ব্লকের রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের রূপালি চা বাগান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সোমবার সকালে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও মিড-ডে মিলের কর্মীরা স্কুলে গিয়ে রান্নাঘরের দরজা ভাঙা দেখতে পান। ভেতরে প্রবেশ করেই চোখে পড়ে গ্যাস সিলিন্ডার উধাও। ওভেন পড়ে থাকলেও সেটি ভেঙে দুষ্কৃতীরা লোহার অংশগুলি নিয়ে গিয়েছে। প্রতিনিয়ত এমন চুরির ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ায় শহর থেকে শুরু করে চা বাগানের বাসিন্দারা চিন্তিত। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিশ্বজিৎপ্রসাদ শাহ ঘটনার সমস্ত বিবরণ লিখিতভাবে মালবাজার থানায় জানিয়েছেন। সেইসঙ্গে মালের শিক্ষা বিভাগের সার্কেল ইনস্পেকটর ও সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিককেও বিষয়টি জানিয়েছেন। মালবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

বাজার পরিক্রমা

রাজগঞ্জ, ৭ জুলাই : শ্রম কোড বাতিলের দাবিতে ৯ জুলাই ধর্মঘটের সমর্থনে সোমবার বামফ্রন্টের তরফে একটি মিছিল রাজগঞ্জ বাজার পরিক্রমা করে। মিছিল শেষে পোস্ট অফিস মোড়ে পথসভা করা হয়। এছাড়া ফাটাপুকুরে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে অপর একটি পথসভার আয়োজন করা হয়। রাজগঞ্জের পথসভায় বক্তব্য রাখেন সিপিএমের রাজগঞ্জ আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক রতনকুমার রায়। ফাটাপুকুরের জনসভায় বক্তব্য রাখেন কৃষক নেতা খরেন রায়।

রক্তদান শিবির

ধূপগুড়ি, ৭ জুলাই : খুট্টিমারি বাজার সংলগ্ন চলন্তিকা ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে গ্রীষ্মকালীন রক্তসংকট মেটাতে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হল। সোমবার ফাউন্ডেশনের কার্যালয়ে শিবিরটি হয়। মোট ২১ জন রক্তদান করেন। সংগঠনের সম্পাদক জয়প্রকাশ রায় বলেন, 'সংগৃহীত রক্ত জলপাইগুড়ি ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়েছে।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com
সবে মিলে দেখি ফোন।।
ইসলামপুরে ছবিটি তুলেছেন আরিফ আলম।

ক্ষোভ প্রদর্শন প্রাক্তনী ও অভিভাবকদের

সুনাম হারাচ্ছে মেটেলি উচ্চবিদ্যালয়

রহিদুল ইসলাম

মেটেলি, ৭ জুলাই : মেটেলির ঐতিহ্যবাহী মেটেলি উচ্চবিদ্যালয়ের সুনাম নষ্ট হচ্ছে। পড়াশোনা ও খেলাধুলোর ক্ষেত্রে এই বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা পিছিয়ে পড়ছে। বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর কোনও উন্নয়ন হচ্ছে না। এসব অভিযোগকে কেন্দ্র করে এবার মেটেলি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাক্তনী, অভিভাবক সহ স্থানীয় জনগণ সরব হলেন। সোমবার যাবতীয় অভিযোগ জানাতে তাঁরা বিদ্যালয়ে যান। প্রধান শিক্ষিকাকে ঘিরে তাঁরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। পরিস্থিতি সামাল দিতে মেটেলি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মিশা ঘোষাল বলেন, 'স্কুলে পর্যাপ্ত শিক্ষক ও শিক্ষিকা সহ পরিকাঠামোগত নানান সমস্যা রয়েছে। যাবতীয় বিষয় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। বিদ্যালয়ের তরফে সাধ্যমতো সমাধানের চেষ্টা করা হবে।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, শিক্ষক ও শিক্ষিকারা বিদ্যালয়ে সময়মতো আসেন না। বিদ্যালয়ের সামনে গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য সড়ক রয়েছে। সীমানা প্রাচীর ভেঙে যাওয়ায় পড়ুয়ারা বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে রাস্তায় চলে আসছে। ফলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকছে। স্কুলে রাজ্য সরকারের তরফে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হলেও, সেটি বন্ধ করে রাখা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা বাধ্য হয়ে বিদ্যালয়ের বাইরে রাস্তার ধারে থাকা বিভিন্ন দোকান, নয়তো কারও বাড়ি গিয়ে পানীয় জল সংগ্রহ করছে। এছাড়াও শ্রেণিকক্ষে পর্যাপ্ত ফ্যানের ব্যবস্থা নেই। এজন্য গরমে পড়ুয়াদের সমস্যা হচ্ছে। বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র কৃষ মহন্তর কথায়, 'এসব সমস্যার কথা বারংবার প্রধান শিক্ষিকাকে জানানো হলেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। প্রধান শিক্ষিকা বেশিরভাগ দিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকেন না।'

বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী সঞ্জয় গুহ ও দেবাশিস দেবরা জানান, এক সময় এই বিদ্যালয়ের অনেক সুনাম ছিল। এখন মাঝেমধ্যেই দেখা যায় পড়ুয়ারা স্কুল ফাঁকি দিয়ে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শিক্ষক ও শিক্ষিকারা বেশিরভাগ দিন সময়মতো বিদ্যালয়ে আসেন না। প্রাক্তনী হিসাবে এসব দেখে চুপ থাকতে পারিনি। স্কুলের ভিতরে গিয়ে পরিকাঠামোর দুর্দশা দেখে আমরা হতবাক। এদিন প্রধান শিক্ষিকাকে সরাসরি বিষয়গুলি জানানো হয়েছে। দ্রুত পদক্ষেপ না নেওয়া হলে আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হব।

এদিন ঘটনার খবর পেয়ে তৃণমূল নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক জোসেফ মুন্ডা বিদ্যালয়ে যান। তাঁর বক্তব্য, 'বিদ্যালয়ের সুনাম ফিরিয়ে আনতে শিক্ষক ও শিক্ষিকা সহ পরিচালন সমিতির সকলকে উদ্যোগী হওয়া উচিত।' বিডিও-র মধ্যস্থতায় সকলকে নিয়ে স্কুলের উন্নয়নের জন্য সভা করা দরকার বলে তিনি জানান।

সমস্যা যেখানে

- শিক্ষক ও শিক্ষিকারা বিদ্যালয়ে সময়মতো আসেন না
- বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর ভেঙে গিয়েছে
- এর জেরে পড়ুয়ারা বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে ব্যস্ত রাজ্য সড়কে চলে আসছে
- ফলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে

বাতাবাড়িতে ধর্মঘটের সমর্থনে মিছিল

চালসা, ৭ জুলাই : ৯ জুলাই ডাকা দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে সোমবার বাতাবাড়িতে মিছিল ও পথসভা করা হয়। এদিন বিকালে সারা ভারত কৃষকসভার মেটেলি থানা কমিটির উদ্যোগে ওই মিছিল ও পথসভা হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিল সিটু, খেতমজদুর সংগঠন, চা বাগান মজদুর ইউনিয়ন ও অন্যান্য সংগঠন।

ফার্ম বাজারের সিপিএমের পার্টি অফিস থেকে ওই মিছিলটি বের হয়। এরপর পথসভা হয়। পথসভায় বক্তব্য রাখেন সারা ভারত কৃষকসভার মেটেলি থানা কমিটির সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান। পাশাপাশি, মাটিয়ালি ব্লকের বিভিন্ন বামপন্থী সংগঠনের বহু নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ

চালসা, ৭ জুলাই : পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে সোমবার মেটেলি থানা ও মেটেলি ট্রাফিক গার্ডের যৌথ উদ্যোগে স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে সচেতনতামূলক র‍্যালি ও শিবির করা হয়। র‍্যালিতে চালসা গয়ানাথ বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা অংশ নেয়। পথ নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য ছাত্রছাত্রীরা একাধিক স্লোগান দেয়। র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন মাল মহকুমার এসডিপিও রোশনপ্রদীপ দেশমুখ, মেটেলি থানার আইসি মিংমা লেপচা, হাইওয়ে ট্রাফিক ইনস্পেকটর সন্দীপ সুব্বা, মেটেলি ট্রাফিক গার্ডের ওসি হুমেশ্বর পাল প্রমুখ।

স্মারকলিপি

মানিকগঞ্জ, ৭ জুলাই : কালীগঞ্জে তামান্না হত্যা, কসবার আইন কলেজে ছাত্রীকে ধর্ষণ কাণ্ডে অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে সোমবার রাতে সারা ভারত যুব লিগের জেলা কমিটির মানিকগঞ্জ পুলিশ আউটপোস্টে বিক্ষোভ দেখানোর পরে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। ওসির সঙ্গে দেখা করে দুই দফা দাবিপত্র জমা করা হয়েছে। কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন জেলা কমিটির সম্পাদক সঞ্জীব রায়।

সংগঠন বদল চা বাগান শ্রমিকদের

চালসা, ৭ জুলাই : তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন ছেড়ে বাগান শ্রমিকদের একাংশ অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদে যোগদান করলেন। তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের নেতারা এতে অস্বস্তিতে পড়েছেন। মাটিয়ালি ব্লকের কিলকোট চা বাগানের ঘটনা।

সোমবার কিলকোট চা বাগানের ফুটবল ময়দানে অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের একটি সভা হয়। বাগানের কাজ বন্ধ করে শ্রমিকরা সেই সভায় যোগদান করেন। উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যনির্বাহী সভাপতি তেজকুমার টোপ্পো, বাবলু মাঝি, অমরদান বাক্সলা। আদিবাসী বিকাশ পরিষদের নেতাদের দাবি, তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের নেতারা চা বাগানের শ্রমিকদের উন্নয়নে কাজ করছে না। শ্রমিকদের পিএফ-এর টাকা জমা হচ্ছে না। শাসকদলের নেতাদের সঙ্গে বাগান মালিক কর্তৃপক্ষের যোগসাজশে এইসব হচ্ছে। শ্রমিকরা আর তাঁদের ভরসা করতে পারছেন না। রাজ্যের শাসকদল চা বাগান শ্রমিকদের ভোটব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ তোলা হয়। এক নেতা বলেন, 'শ্রমিকদের দাবি নিয়ে আগামীদিনে লাগাতার আন্দোলন হবে।' প্রয়োজনে ভোট বয়কট করা হতে পারে বলে এদিন নেতারা হুমকি দেন। অন্যদিকে তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জোশেফ মুন্ডা বলেন, 'বাগানের শ্রমিকদের পিএফ-এর টাকা দপ্তরে জমা করা হচ্ছে না। এরজন্য একাধিকবার পিএফ অফিস ঘেরাও কর্মসূচি করা হয়েছে।'

জমা জল চিন্তা বাড়াচ্ছে প্রশাসনের

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৭ জুলাই : এক শ্রেণির বাসিন্দাদের চূড়ান্ত অসচেতনতা নাগরাকাটায় ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তরের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বারবার বলা সত্ত্বেও অনেকের বাড়িতে জমা জল থাকছে বলে পালস ক্লিনিংয়ের কাজে নামা কর্মীরা জানিয়েছেন। বাড়ির ফুলের টবের নীচের প্লেট, চা খাওয়ার কাগজের কাপ, ফেলে দেওয়া জুতো, বাঁশের বেড়ার কাটা মুখের অংশ, বাতিল টায়ার, টিউব ও রেফ্রিজারেটারের পেছনের অংশে জমে থাকা জলের সমস্যা সবেচেয়ে বেশি। বিডিও পঙ্কজ কোনার বলেন, 'অল্প জল থাকলে সেখানে ডেঙ্গির মশা ডিম পাড়ে। বিষয়টি সবাইকে বোঝানো হচ্ছে। আমাদের তরফে যা করার তা করা হচ্ছে। একজোট হয়ে সবাই কয়েকটি নিয়মনীতি মেনে চললে সমস্যা হওয়ার কথা নয়।'

নাগরাকাটায় চার্চ লাইন থেকে ডেঙ্গি প্রথম শুরু হয়। বর্তমানে পুরোনো বাজার এলাকায় রোগটি থাবা বসাতে শুরু করেছে বলে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রের খবর। ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ মোল্লা ইরফান হোসেনের কথায়, 'স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা করছেন। রোগ নিয়ন্ত্রণে সমস্ত রকম পদক্ষেপ করা হচ্ছে। কোনও অবস্থায় বাড়িতে জল জমিয়ে না রাখার অনুরোধ করা হচ্ছে।'

> অল্প জল থাকলে সেখানে ডেঙ্গির মশা ডিম পাড়ে। বিষয়টি সবাইকে বোঝানো হচ্ছে। আমাদের তরফে যা করার তা করা হচ্ছে। একজোট হয়ে সবাই কয়েকটি নিয়মনীতি মেনে চললে সমস্যা হওয়ার কথা নয়।
>
> **পঙ্কজ কোনার** বিডিও

এদিকে প্রশাসনের তরফে ভেক্টর বর্ন ডিজিজেস কন্ট্রোল টিম, ভেক্টর সার্ভে টিম সহ আরও অন্য কর্মীদের পালস ক্লিনিং, মশার লার্ভানাশক স্প্রে ও ফগিংয়ের কাজে নামানো হয়েছে। সোমবার একযোগে ৪০ সদস্যের একটি দল কাজ করেন। সবমিলিয়ে গত এক মাসে নাগরাকাটা থেকে ৩০ জন ডেঙ্গি আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে।

খানাখন্দে ভরা কালুয়া সেতুতে ঝুঁকির যাতায়াত।

বেহাল কালুয়া সেতু, দুর্ভোগ

আব্দুল লতিফ

গয়েরকাটা, ৭ জুলাই : বাম আমলের একদম শেষদিকে তৈরি আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা ব্লকের ধনীরামপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং জলপাইগুড়ির বানারহাট ব্লকের সাঁকোয়াঝোরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সংযোগস্থলে কালুয়া নদীর উপর ভিম হাট এলাকায় কালুয়া নদীর সেতুর দিকে নজর নেই প্রশাসনের। সেতুজুড়ে অসংখ্য গর্তে পড়ে নিত্যদিন ঘটছে দুর্ঘটনা। পরিস্থিতির বদল চেয়ে স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত সেতুটির সংস্কার হোক।

বছর পনেরো আগে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অর্থানুকূল্যে কয়েক কোটি টাকা খরচে তৈরি হয়েছিল সেতুটি। অভিযোগ, সরকার বদলের তালেগোলে উদ্বোধন না হওয়ায় বসেনি সেতুর নামফলক। নির্মাণের কয়েক বছর পর থেকেই ঢালাইয়ের আস্তরণ উঠতে শুরু করে, যা এখন ভয়ংকর আকার নিয়েছে। সেতুর ওপর গর্তে জমা জলকাদা পেরিয়ে, ঝুঁকি নিয়ে পারাপার করতে বাধ্য হচ্ছেন পথচারী থেকে সাধারণ মানুষ। দুই জেলার দুই ব্লকের মানুষের নদী পারাপারের একমাত্র ভরসা সেতুটির সংস্কারে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক সহ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের সহযোগিতা চাইছেন কালুয়া নদীর দুই পাড়ের বাসিন্দারা। এলাকার বাসিন্দা ফণি রায় বলেন, 'দুই জেলার টানাপোড়েনে ঝুলে রয়েছে সেতুর সংস্কার। আমরা চাই দ্রুত সংস্কার হোক সেতুর।' আরেক স্থানীয় বাসিন্দা দিলীপ রায় জানান, বারবার দরবার করেও লাভ হয়নি। সেতুটির সংস্কার না হলে বর্ষায় ভীষণ অসুবিধায় পড়তে হবে। প্রশাসন এদিকে নজর দিক। এ প্রসঙ্গে জলপাইগুড়িজেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি সীমা চৌধুরী জলপাইগুড়ির জেলা শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরকে জানানোর আশ্বাস দিয়েছেন।

রমরমিয়ে সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইলের কারবার

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ৭ জুলাই : পুলিশের সচেতনতামূলক বার্তা থাকা সত্ত্বেও নথি ছাড়াই সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইলের কারবার চলছে ময়নাগুড়িতে। জেলা পুলিশের সাইবার সেল প্রচার চালিয়েও এই প্রবণতা রুখে দিতে পারছে না। ক্রেতা বা বিক্রেতা কেউই জানেন না, যে মোবাইলটি কেনা বা বিক্রি করা হচ্ছে, তা নিয়ে অপরাধমূলক কাজ হয়েছে কি না।

প্রায় আড়াই বছর আগে সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইল নিয়ে ময়নাগুড়িতে পুলিশ অভিযান চালিয়েছিল। ময়নাগুড়ির ফার্ম শহিদগড়পাড়া এলাকায় ফেরিওয়ালার পরিচয় দিয়ে বসবাস করা কয়েকজনের কাছ থেকে প্রচুর সংখ্যায় মোবাইল পাওয়া যায়। তার মধ্যে চোরাই মোবাইলও ছিল। সেসময় প্রচুর সংখ্যক মোবাইল বাজেয়াপ্ত এবং গ্রেপ্তারির ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের নতুন করে সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইলের কারবার শুরু হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। অনেকেই অল্প দামে পুরোনো মোবাইল ফেরিওয়ালাদের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছেন। মোবাইল টেকনিসিয়ানের হাতে পড়ে ওই মোবাইল অল্প দামে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। কিছু ক্রেতা অল্প দামে সেটা কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। এভাবেই জাল ক্রমশ ছড়াচ্ছে। এক ক্রেতা বলেন, 'নথি চাইলে দোকানদাররা স্পষ্ট বলে দিচ্ছেন, কেনার হলে কিনবেন, তবে নথি দিতে পারব না। এই ঘটনা প্রায় সর্বত্রই নজরে আসছে।'

তবে পুলিশ অবশ্য চুপ করে বসে নেই। জেলা পুলিশ জানিয়েছে, কারও মোবাইল চুরি হয়ে গেলে তা রিপোর্ট করলে আইএমইআই নম্বর অনুযায়ী ব্লক করে দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে আর কেউ মোবাইল চুরি করে অন

করলেও কাজে লাগাতে পারবে না। তবে অনেক সময় মোবাইল নানা অপরাধমূলক কাজে ব্যবহার করা হতে পারে। পরবর্তীকালে তা খোলা বাজারে চলে এলে সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইল হিসেবে কম দামে বিক্রিও হতে পারে। সেই মোবাইল যদি কেউ কেনেন, তাহলে অতীতে যেসব কুকর্ম হয়েছে, তার দায় চাপবে তাঁর ওপরই। তাই নথি ছাড়া বা তথ্য যাচাই না করে কেউই যাতে সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইল না কেনেন, তা নিয়ে প্রচার চালানো হচ্ছে। জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'পুলিশ প্রচার চালাচ্ছে। তবে মানুষকে সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।'

যা ঘটছে

- অনেকেই অল্প দামে পুরোনো মোবাইল ফেরিওয়ালাদের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছেন
- মোবাইল টেকনিসিয়ানের হাতে পড়ে ওই মোবাইল অল্প দামে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে
- কিছু ক্রেতা অল্প দামে সেটা কিনে নিয়ে যাচ্ছেন
- এভাবেই জাল ক্রমশ ছড়াচ্ছে

বৈঠকে ববি

কলকাতা শহরে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে সোমবার কলকাতা পুরসভায় বৈঠকে বসল টাস্ক ফোর্স। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, সুজিত বসু, অরূপ বিশ্বাস প্রমুখ।

ক্ষমতা কমল

রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তরের এডিজি পদে থাকা জ্ঞানবন্ত সিংয়ের ক্ষমতা খর্ব করা হল। তাঁকে এই পদ থেকে সরিয়ে ট্রাফিক অ্যান্ড রোড সেফটি বিভাগের এডিজি পদে পাঠানো হয়েছে।

বাধ্যতামূলক

৯ জুলাই সর্বভারতীয় শ্রমিক ধর্মঘটের দিন নবান্ন সহ রাজ্যের সমস্ত সরকারি দপ্তরে কর্মীদের হাজিরা বাধ্যতামূলক করল রাজ্য সরকার। সোমবারই এই নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে নবান্ন।

বায়োশিল্ড

রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের উদ্যোগে ঝাড়গ্রামে সাত কিলোমিটার এলাকাজুড়ে বায়ো শিল্ড গড়ার কাজ শুরু হল। বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূম জেলাতেও এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে।

ঘোষণা একুশে

ভোটের লক্ষ্যে জেলায় দায়িত্ব

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ জুলাই : নিয়োগ দুর্নীতি, ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল সহ একাধিক ইস্যুতে চরম বিব্রত রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। তাই আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনে দলের জয় অব্যাহত রাখতে এখন থেকেই জেলাভিত্তিক কমিটি গঠন করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল ঘাসফুল শিবির।

একুশে জুলাইয়ের সমাবেশ থেকেই জেলাভিত্তিক ওই কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের নাম ঘোষণা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকেই বিধানসভা নির্বাচনের জন্য এখন থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়তে নির্দেশ দেবেন তৃণমূলনেত্রী।

রবিবারই তৃণমূলনেত্রীর সঙ্গে একপ্রস্থ বৈঠক করেছেন অভিষেক। ওই বৈঠকেই জেলার কোন কোন নেতার নেতৃত্বে দল লড়াই করবে, তার তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনে এবার তৃণমূলের পাখির চোখ উত্তরবঙ্গ ও মতুয়া অধ্যুষিত এলাকা। সেই কারণে সেখানে দলের নেতৃত্ব বাছাইয়ের ক্ষেত্রে চরম সতর্কতা নিয়েছেন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব।

তৃণমূল সূত্রে খবর, কোচবিহারে রাজ্যের মন্ত্রী উদয়ন গুহকে সামনে রেখেই লড়াইয়ে নামবে দল। তবে তাঁকে সহযোগিতা করার জন্য দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে নাগ ও কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়ার সঙ্গে উদয়নের সম্পর্ক ভালো। তাই তাঁকে উদয়নকে সঙ্গ দিতে বলা হয়েছে। আলিপুরদুয়ারে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে জেলা সভাপতি প্রকাশ চিক বরাইককে। তাঁকে সহযোগিতা করবেন গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, সুমন কাঞ্জিলাল।

উল্লেখযোগ্যভাবে চরম কোণঠাসা করা হচ্ছে প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তীকে। জলপাইগুড়িতে দায়িত্বে থাকছেন জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ। রাজ্যের মন্ত্রী বুলুচিক বরাইক তাঁকে সহযোগিতা করবেন। দার্জিলিং সমতলে গৌতম দেবের ওপরই ভরসা রাখছে দল।

উত্তর দিনাজপুর জেলায় কানাইলাল আগরওয়ালকে সামনে রেখে লড়াইয়ে নামতে চাইছে তৃণমূল। দক্ষিণ দিনাজপুরে বিপ্লব মিত্রকে সামনে রাখতে চাইছে দল। আবার মতুয়া অধ্যুষিত বনগাঁয় জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস ও রানাঘাটে শান্তিপুরের বিধায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামীর ওপর ভরসা রাখছে দল। এই দুই নেতাই মতুয়া সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

একুশে জুলাইয়ের শহিদ সমাবেশ থেকে ওই নেতাদের নাম ঘোষণা করতে পারেন তৃণমূল সুপ্রিমো। এখন থেকেই যে বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু হবে, সেই বার্তা দেবেন তৃণমূলনেত্রী।

সম্ভাব্য নাম

- কোচবিহার- উদয়ন গুহ
- আলিপুরদুয়ার- প্রকাশ চিক বড়াইক
- জলপাইগুড়ি- মহুয়া গোপ
- দার্জিলিং সমতল- গৌতম দেব
- উত্তর দিনাজপুর- কানাইয়ালাল আগরওয়াল
- দক্ষিণ দিনাজপুর- বিপ্লব মিত্র

আকাশ ঘিরে মেঘ করেছে... সোমবার বীরভূমের সিউড়িতে তথাগত চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

ভাইস প্রিন্সিপালের উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন

বহিরাগত আটকাতে নজর, ভীত অভিভাবকরা

রিমি শীল

কলকাতা, ৭ জুলাই : সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজে গণধর্ষণের সময় ভাইস প্রিন্সিপাল নয়না চট্টোপাধ্যায় কি ক্যাম্পাসেই ছিলেন? কলেজের হাজিরা খাতায় সই দেখে সেই প্রশ্ন উঠেছে। ওই দিন কলেজের রেজিস্টারে তিনি ৯টা ৫০ মিনিটে এসেছিলেন বলে উল্লেখ আছে। কিন্তু ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে তাঁর কলেজ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সেই ৯টা ৫০ মিনিটই থাকায়। যদিও সেই সময় এএম না পিএম, তা স্পষ্ট করা নেই।

ফলে মনোজিৎ মিশ্রের দুষ্কর্মের সময় ভাইস প্রিন্সিপালের উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। তাঁর কলেজে আসার এবং বেরোনোর সময় কীভাবে একই হল, তার জবাব মেলেনি। এব্যাপারে মন্তব্য করতে রাজি হননি নয়না চট্টোপাধ্যায়।

তিনি কলেজ থেকে বেরোনোর সময় সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে ভিড় ঠেলে চলে যান ভাইস প্রিন্সিপাল। ঘটনার দিন সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত ছাত্রীর ওপর মনোজিতের নিগ্রহ চলে বলে অভিযোগ।

কলেজের রেজিস্টারের নথি উত্তরবঙ্গ সংবাদের হাতে রয়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে, জুন মাসের ১ তারিখ থেকে ২৫ তারিখ পর্যন্ত রেজিস্টারে এএম, পিএমের উল্লেখ ছিল না। তবে বিস্ময়কর হল ২৬ জুন তা উল্লেখ করেন নয়না। ইনটাইমে সকাল সাড়ে ৯টা লেখা হয়েছে। পরে তা কেটে ১০টা ১৫ মিনিট করা হয়েছে। আউটটাইম লেখা ছিল ৮টা ৩০মিনিট। পরে তা কেটে হাফ ডে ছুটি নেওয়ার কথা লেখা হয়। এতেও সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

সোমবার অবশ্য কসবার ওই কলেজ খুলেছে। পঠনপাঠন শুরু না হলেও ফর্ম ফিলাপ চলছে। ঠিক হয়েছে এখন থেকে কলকাতা পুলিশের জয়েন্ট কমিশনারের অনুমতি নিয়ে সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত খোলা থাকবে কলেজ।

শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের জন্য একই সময় নির্ধারিত। কলেজ শেষ হলে স্থায়ী নিরাপত্তাকর্মী সমগ্র কলেজ পরিদর্শন করে মেন গেট বন্ধ করে দেবে। সকলকে পরিচয়পত্র দেখিয়ে ক্যাম্পাসে ঢুকতে হবে। বহিরাগত আটকাতে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। অনুমতি ছাড়া কোনও অফিসিয়াল নথিপত্র নষ্ট করা যাবে না। কলেজের বাইরে পুলিশ প্রহরা থাকছে।

তবে ভীতি কাটেনি অভিভাবকদের। কসবার ঘটনায় এদিন উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। জানা গিয়েছে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্যের সঙ্গে ঘটনাবলি সম্পর্কে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা কলেজগুলির প্রশাসন যাতে নিয়মকানুন মেনে কঠোরভাবে তা পালন করে সেই বিষয়ে বলা হয়েছে।

সোমবার খোলার পর কড়া পুলিশি প্রহরায় চলছে কলেজে ঢোকা এবং বেরোনো। শুধু ফর্ম ফিলাপের কাজ হয়েছে। ছবি-আবির চৌধুরী।

প্রশ্ন যেখানে

- জুনের ১-২৫ পর্যন্ত রেজিস্টারে এএম, পিএমের উল্লেখ ছিল না
- ২৬ জুন তা উল্লেখ করেন নয়না
- ইন টাইম প্রথমে লেখা হয় সকাল সাড়ে ৯টা
- পরে তা কেটে হয় ১০টা ১৫ মিনিট
- আউট টাইম ছিল সাড়ে ৮টা
- পরে তা কেটে হাফ ডে ছুটির কথা লেখা হয়

হঠাৎ সুর বদল শুভেন্দুর

'আমি অন্যদের ভোট চাই না তা নয়, পাই না- এটাই বাস্তব'

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৭ জুলাই : নন্দীগ্রামে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় দাঁড়িয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বললেন, তিনি 'অন্যদের'ও ভোট চান। সোমবার বিজেপির কন্যা সুরক্ষা যাত্রায় নন্দীগ্রামের তেরপেখিয়া বাসস্ট্যান্ড থেকে বয়াল দে রোড পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তা মিছিল করেন শুভেন্দু। মিছিলের শেষে সভায় শুভেন্দু বলেন, 'আমি যে অন্যদের ভোট চাই না তা নয়, পাই না। এটাই কঠিন বাস্তব।'

রাজ্যে বিজেপির হিন্দুত্বের পোস্টারবয় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ২৬-এর বিধানসভা ভোটে হিন্দু ভোট একজোট করে রাজ্যে বিজেপির সরকার গড়াকেই পাখির চোখ করেছেন শুভেন্দু। সেই লক্ষ্যেই নিয়ম করে প্রতিটি সভা-সমিতিতে উগ্র হিন্দুত্বের বার্তা দিয়ে চলেছেন তিনি। সাম্প্রতিককালে একাধিকবার শুভেন্দু দাবি করেছেন, বিজেপির ভোট মানেই হিন্দু ভোট। সংখ্যালঘুরা বিজেপিকে ভোট দেয় না। বিজেপি মুসলিম ভোট প্রত্যাশাও করে না। কিন্তু সম্প্রতি নতুন রাজ্য সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পরই শমীক ভট্টাচার্য সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে ভিন্ন সুরে বার্তা দিয়েছেন। বলেছেন, রাজ্যকে বাঁচাতে আমরা সংখ্যালঘুদেরও সমর্থন চাই। সংখ্যালঘু মুসলিমরা বিজেপির শত্রু নয়। বরং তৃণমূলের আমলেই রাজ্যে সংখ্যালঘুদের দুর্গতি বেড়েছে। ভোট রাজনীতির স্বার্থে তাদের ব্যবহার করতে গিয়ে মুসলিমদের একাংশকে অন্য অংশের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিচ্ছে তৃণমূল। শমীকের কথায়, মারছে মুসলমান, মরছে মুসলমান। মুসলিমদের বিষয়ে রাজ্য বিজেপির অবস্থানের এই পরিবর্তনের আবহে এদিন শুভেন্দুর এই মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

এদিন নন্দীগ্রামের যে এলাকা দিয়ে মিছিল করেছেন শুভেন্দু, সেটি কার্যত মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা। নন্দীগ্রাম বিধানসভার ভোটে এই বুথের ৮০০ ভোটের মধ্যে ৭৯০টি পেয়েছিল তৃণমূল। সিপিএম ৮, শুভেন্দু পেয়েছিলেন ২টি ভোট। সেই ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'এলাকা দিয়ে আসার সময় ওদেরকে বললাম আজকের যে মিছিল তা যেমন আরজি করের অভয়ার জন্য, কসবা ল কলেজের নিগৃহীতা বোনটির জন্য, তেমনই আপনাদের বোমায় উড়ে যাওয়া তামান্নার জন্যও।'

বিজেপিতে যোগ দেওয়ার জন্যই মুসলিমরা যে তাঁকে ভোট দেয় না তা নিয়ে মনে ক্ষোভ রয়েছে শুভেন্দুরও। তারই প্রতিফলন এদিন শুভেন্দুর মুখে, 'আমি যে অন্যদের ভোট চাই না তা নয়, পাই না। এটাই কঠিন বাস্তব।'

তবে পর্যবেক্ষকদের মতে কিছুদিন আগেও শুভেন্দুর মুখে এমন কথা শোনা যায়নি। মুসলিমদের ভোট না দেওয়াকে কার্যত উপেক্ষাই করেছেন তিনি। সেই জায়গা থেকে শুভেন্দুর এই ভাবান্তর যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

পদ্মে রদবদল খুব শীঘ্র

কলকাতা, ৭ জুলাই : রাজ্য বিজেপির নতুন সভাপতি হিসেবে শমীক ভট্টাচার্য নির্বাচিত হওয়ার পরেই সভাপতির ক্যাবিনেটে রদবদল আসন্ন হয়ে পড়েছে। এমনটাই মনে করছে বিজেপির একাংশ। সূত্রের খবর, ৫ সদস্যের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক পদে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরিবর্তন হতে পারে। ইতিমধ্যেই তা নিয়ে রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক সংগঠন অমিতাভ চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা বলেছেন শমীক। বিজেপির নিয়ম অনুযায়ী পুরোনো কমিটির ৫০ শতাংশ বহাল রেখে নতুন কমিটি করতে হবে। সেক্ষেত্রে ৫ সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে ২ জনের পরিবর্তন করতে পারেন শমীক।

প্রাথমিকের মামলা

পার্শ্বশিক্ষকদের অবস্থান নিয়ে সংশয়

কলকাতা, ৭ জুলাই : ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক সংক্রান্ত মামলায় পার্শ্বশিক্ষকদের অবস্থান নিয়ে সংশয় তৈরি হল। একক বেঞ্চের রায়ে তাঁরা প্রভাবিত হয়েছে কি না তা নিয়ে আদালতে প্রশ্ন উঠল। তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলে পার্শ্বশিক্ষকদের একাংশের আইনজীবী দাবি করেন, এঁদের মধ্যে যাঁরা প্রাথমিক শিক্ষক, তাঁদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগও দেওয়া হয়নি। ডিভিশন বেঞ্চের প্রশ্ন, 'আপনাদের বিরুদ্ধে তো অভিযোগ নেই, তাহলে আপনারা ভীত কেন?'

পার্শ্বশিক্ষকদের একাংশের আইনজীবীর দাবি, মোট শূন্য পদ ৪২৯৪৯ থেকে পার্শ্বশিক্ষকদের জন্য ১০ শতাংশ আসন সংরক্ষণ করা হয়েছিল। অর্থাৎ ৪২৯৫ আসনের মধ্যে ৩২০৫টি আসনে নিয়োগ হয়। এর মধ্যে ২৩৯ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও ২৯৬৬ জন কর্মসীমার মধ্যেই পর্ষদের নির্দেশ অনুযায়ী প্রশিক্ষণ নেন। পার্শ্বশিক্ষকদের নিয়মের বিধি আলাদা। তাই এদের আলাদা করে চাকরিতে বহাল থাকার নির্দেশ দিক। তাঁরা আদালতের কাছে বিচারপ্রার্থী। 'ল্যান্ড লুজার' ক্যাটেগোরির আইনজীবী দাবি করেন, এই বিভাগে নিয়োগে দুর্নীতির সম্ভাবনা নেই। তবে সংরক্ষিত আসনগুলির ক্ষেত্রে মোট আসনের তুলনায় কম প্রার্থী নিয়োগ পেয়েছেন। নিয়োগ প্রক্রিয়ার শেষে শূন্য পদ রয়ে গিয়েছে। এই সংরক্ষিত বিভাগে মোট আসনের চেয়ে প্রার্থী যেহেতু কম তাই কোনও দুর্নীতি না করেও তাঁরা চাকরি হারিয়েছেন।

কালীগঞ্জে কমিশন

কলকাতা, ৭ জুলাই : কালীগঞ্জে বোমার আঘাতে নিহত নাবালিকার বাড়িতে গেলেন জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্যরা। নাবালিকার মায়ের সঙ্গে দেখা করেন তাঁরা। তাঁদের দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন মৃতার মা।

তুমি না আমি... সোমবার কলকাতায় আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

সরকারি কর্তাকে হুমায়ুনের লাথির ভিডিও ভাইরাল

কলকাতা, ৭ জুলাই : রাজ্যের স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিস্ট্রারকে ঘরে ঢুকে লাথি ও ঘুসি মারলেন ডেবরার তৃণমূল বিধায়ক প্রাক্তন আইপিএস অফিসার হুমায়ুন কবীর। ৩ জুলাইয়ের এই ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ এদিন নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেই ভিডিওতে দেখা গিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিস্ট্রারের ঘরে ঢুকে তাঁকে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করছেন হুমায়ুন। যদিও ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'।

সহকারী রেজিস্ট্রার, প্রিন্সিপাল থেকে অধ্যাপক কাউকেই রেয়াত করছে না তৃণমূল। জগ ছুড়ে মারা থেকে শুরু হয়েছিল। কিছুদিন আগে সরকারি কলেজের এক প্রিন্সিপালকে থাপ্পড় মারা হয়েছে। এখানে লাথি মারা হয়েছে। প্রতিটি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়কে লুম্পেনদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করেছে তৃণমূল।

সুকান্ত মজুমদার

অভিযোগ অস্বীকার করেছেন হুমায়ুন।

শুভেন্দুর পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, রাজ্য স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিস্ট্রার প্রলয় চক্রবর্তীর ঘরের চেয়ারে বসে আছেন হুমায়ুন। ঘরে ঢুকে নিজের চেয়ারে বসার পরই প্রলয়ের দিকে আঙুল উঁচিয়ে কিছু বলতে দেখা যায় হুমায়ুনকে। এরপরই চেয়ার ছেড়ে উঠে প্রলয়কে সপাটে লাথি মারেন তিনি। ঘটনার আকস্মিকতায় খানিকটা ঘাবড়ে গিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হওয়ায় তাঁর দিকে তেড়ে গিয়ে ঘুসি মারতে থাকেন হুমায়ুন।

এই ভিডিও পোস্ট করেই শুভেন্দু রাজ্যের সরকারি দপ্তরে আইনশৃঙ্খলা ও সুশাসন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। মুখ্যমন্ত্রী ও প্রশাসনের উদ্দেশে শুভেন্দু বলেছেন, 'সরকারি দপ্তরে কর্তব্যরত একজন আধিকারিকের ওপর এই ঘটনার পরও মুখ্যমন্ত্রী ও প্রশাসন নীরব কেন?' কিছুদিন আগে অনুব্রত মণ্ডলও এক আইসিকে অশালীনভাবে গালিগালাজ করে হুমকি দিয়েছিলেন। তারপরও সেই ঘটনা নিয়ে বিশেষ তৎপরতা দেখায়নি প্রশাসন। শুভেন্দুর প্রশ্ন, বারবার এধরনের ঔদ্ধত্য দেখানোর পরও কি গোটা বিষয়টিকে চেপে দেওয়ার চেষ্টা করছে রাজ্য প্রশাসন।

পালটা আইনি পদক্ষেপের হুমকি

এদিনই সীতাইয়ের সভায় মন্ত্রী উদয়ন গুহ ও সাংসদ জগদীশ বাসুনিয়ার উপস্থিতিতে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে উদয়ন বলেন, 'নির্বাচনে বিরোধীরা যাতে এজেন্ট দেওয়ার কথা ভাবতেও না পারেন সেই পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে।' হুমায়ুন, উদয়নদের সমালোচনায় সরব হয়েছেন সুকান্ত থেকে শুভেন্দু। শুভেন্দু-সুকান্তর মতে, এসবই হল তৃণমূলের সীমাহীন ঔদ্ধত্যের নমুনা। সহকারী রেজিস্ট্রারকে নিগ্রহ করার নিন্দা করে সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'সহকারী রেজিস্ট্রার, প্রিন্সিপাল থেকে অধ্যাপক কাউকেই রেয়াত করছে না তৃণমূল। জগ ছুড়ে মারা থেকে শুরু হয়েছিল। কিছুদিন আগে সরকারি কলেজের এক প্রিন্সিপালকে থাপ্পড় মারা হয়েছে। এখানে লাথি মারা হয়েছে। প্রতিটি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়কে লুম্পেনদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করেছে তৃণমূল।'

নিগ্রহের শিকার হওয়া প্রলয় চক্রবর্তীর কাছে শুভেন্দুর আর্জি, ভয় না পেয়ে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ্যে আনুন। প্রয়োজনে আইনের শরণাপন্ন হন। যদিও গোটা বিষয়টি মিথ্যা বলে দাবি করে হুমায়ুন বলেন, 'দলকে সবটা জানিয়েছি। এই মিথ্যাচার ও সম্মানহানির জন্য আমি ওঁর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেব।'

অভিযোগ রাজন্যার বাবার দিকেও

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৭ জুলাই : হাওড়ার নরসিংহ দত্ত কলেজের ইউনিয়ন রুমে দীর্ঘ সময় ধরে নবাগত পড়ুয়াদের র‍্যাগিংয়ের অভিযোগের ভিত্তিতে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সহ সভাপতি শৌভিক রায়কে শোকজ নোটিশ পাঠাল তৃণমূল। তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন শৌভিক। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেত্রী রাজন্যা হালদারের বাবা ঋত্বিক হালদারের বিরুদ্ধেও সোমবার নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব তৃণমূল নেতাই। আশুতোষ কলেজে 'হেড ক্লার্ক' পদে কর্মরত দক্ষিণ কলকাতার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি সার্থক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মনোজিৎ মিশ্রের ছবি ভাইরাল হওয়ায় বিতর্ক উসকেছিল ২৫ জুনের পরেই। ছবি সহ সার্থকের সম্পত্তির দীর্ঘ তালিকা তুলে ধরে বিজেপি এদিন সমাজমাধ্যমে দাবি করেছে, কলেজের প্রিন্সিপালের পরোক্ষ সমর্থনেই সার্থকের মতো 'নেতা'দের বাড়বাড়ন্ত।

রাজ্যজুড়ে 'মনোজিৎ মডেল'-এর ছায়া বাড়ায় যথেষ্ট দুশ্চিন্তায় তৃণমূল। নরসিংহ দত্ত কলেজের ঘটনায় সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআই ২০২৩ সালে অভিযোগ জানিয়েছিল, পড়ুয়াদের ওপর দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাতেন শৌভিক। র‍্যাগিংয়ের নামে চলত যৌন নিপীড়নও। 'জিরো টলারেন্সে' বিশ্বাসী তৃণমূল এই ঘটনায় এবার শৌভিককে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দিল। তাঁর যুক্তি, 'কলেজে ঢুকতে বারণ করা হয়নি আমাকে। এর আগে যখন অভিযোগকারিণী আমার নামে অভিযোগ জানিয়েছিলেন, তখন দলকে সব উত্তরই দিয়েছিলাম। ২০২৩ সালের পর থেকেই আমার কলেজে যাতায়াত বন্ধ। দলের শোকজের উত্তর শীঘ্রই লিখিতভাবে দেব।' কলেজের অধ্যক্ষ সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'এর আগে পড়ুয়ারা যখন থানায় শৌভিকের বিষয়ে অভিযোগ করেন, তখনই পরিচালন সমিতি সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁর প্রবেশ বন্ধ করে দেয়।'

শোকজ শৌভিককে

নিয়োগ দুর্নীতির তালিকায় নতুনভাবে নাম জুড়ল রাজন্যার বাবা ঋত্বিকের। তৃণমূল নেতা মৃত্যুঞ্জয় পাল দাবি করেন, বাম আমলে পরীক্ষা ছাড়াই জয়পুরিয়া কলেজে নিযুক্ত হয়েছিলেন ঋত্বিক।

হাইকোর্টের রায়ে স্বস্তিতে শান্তনু

কলকাতা, ৭ জুলাই : কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে অবশেষে স্বস্তি পেলেন তৃণমূলের বহিষ্কৃত নেতা শান্তনু সেন। রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের নির্দেশে দু'বছরের জন্য তাঁর রেজিস্ট্রেশন বাতিল হয়ে যায়। তার বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। সোমবার বিচারপতি অমৃতা সিনহা কাউন্সিলের নির্দেশ খারিজ করে মন্তব্য করেন, 'এটি একটি নন স্পিকিং ক্রিপটিক অর্ডার।' বিচারপতি নির্দেশ দেন, মেডিকেল কাউন্সিল এই বিষয়ে তদন্তের সমস্ত রিপোর্ট শান্তনু সেনকে পাঠাবে। তাঁর বক্তব্যও শুনতে হবে কাউন্সিলকে। ফলে শান্তনু আগের মতোই ডাক্তারি করতে পারবেন। আদালতের এই নির্দেশের পরে শান্তনু জানান, 'ইয়ে

ডর মুঝে আচ্ছা লাগা। আদালত যোগ্য জবাব দিয়েছে। আমি রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের সভাপতি হলে এখনই পদ ছেড়ে বাড়ি চলে যেতাম।'

শান্তনুর আইনজীবী বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য অভিযোগ করেন, ২০ বছর ধরে শান্তনু প্র্যাকটিস করছেন। হঠাৎ কেন এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। সভাপতি সাংবাদিক বৈঠক করে এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'কেন আবেদনকারীর রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হচ্ছে তা জানানোর প্রয়োজন ছিল। কারোর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে হলে সমস্ত নিয়ম মেনে কারণ জানানো উচিত ছিল।' মেডিকেলকে আগে শান্তনুর বক্তব্য শুনতে হবে, তার পরে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

বেবি কোলেকে বহিষ্কার তৃণমূলের

কলকাতা, ৭ জুলাই : খড়্গপুরে বামনেতা অনিল দাসকে প্রকাশ্যে জুতোপেটার ঘটনায় তৃণমূল 'নেত্রী' বেবি কোলেকে বহিষ্কার করল দল। শাসকদলের শোকজ নোটিশের উত্তর বেবি দেওয়ার পরেই এই সিদ্ধান্ত নিলেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। জেলা সভাপতি সুজয় হাজরাকে এই মর্মে চিঠি দিয়েছেন তিনি। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় 'জিরো টলারেন্স' অবস্থানে বিশ্বাসী হওয়ায় কোনও অসামাজিক বা অশালীন কার্যকলাপ দল মেনে নেবে না বলেই জানিয়েছেন তৃণমূলের রাজ্য সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার।

জয়প্রকাশের কথায়, 'দুর্ভাগ্যজনকভাবে বেবি কোলে আমাদের কর্মী বলে পরিচিত। বয়স্ক বামপন্থী নেতাকে অশালীন ও অসামাজিক ব্যবহার করার কারণে তাঁকে শোকজ করা হয়েছিল। আমাদের দলের অনুশাসন খুবই কঠোর।' কটাক্ষ করেন সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীও। তাঁর মত, 'এটা কোনও ব্যবস্থাই নয়। ঘটনার পর ১৫ দিন পেরিয়ে গেলেও পুলিশ গ্রেপ্তার করল না কেন? খড়্গপুরের মানুষের প্রতিক্রিয়ার জন্যই তাঁকে কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলল তৃণমূল।' সোমবার মেদিনীপুরে ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি বৈঠকে যোগদান করে এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন জয়প্রকাশ। বেবি এই ঘটনায় কোনওরকম অনুতাপ প্রকাশ না করায় দল এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য হয়েছে। অনিল বলেন, 'খড়্গপুরের বাসিন্দাদের প্রতিবাদে ও সমাজের অন্যান্য স্তর সরব হওয়ার জন্যই দল দেরিতে হলেও এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমি খুশি।'

সম্পাদকীয়

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৫১ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৩ আষাঢ় ১৪৩২

অস্থিরতাও কৌশল

আমেরিকা এখন এক নতুন রাজনীতির সাক্ষী। যাকে নীতি বা নির্দিষ্ট ভাবনা বলে সংজ্ঞায়িত করা মুশকিল। আপাতদৃষ্টিতে খামখেয়ালি, একরোখা ও উদ্ভট চিন্তা বা কার্যকলাপ পৃথিবীর অন্যতম শক্তিধর দেশকে পরিচালিত করছে। যাকে ট্রাম্প 'সিনড্রোম' বলা যেতে পারে। যেখানে কোনও কিছু আগাম আঁচ করা কঠিন। আবার কোনও অবস্থানের স্থিরতাও তেমন নেই। এই রাজনীতির ধরনের নির্দিষ্ট নামকরণ করা কঠিন। যদিও কেউ কেউ একে দক্ষিণপন্থী জনপ্রিয়তাবাদ বলছেন।

এই জনপ্রিয়তাবাদে দেখানো হচ্ছে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিজের মেজাজ-মর্জিমতো যা খুশি তাই করছেন। যেমন ইরানের বিরুদ্ধে আমেরিকার যুদ্ধ সম্ভাবনা নিয়ে প্রথমে তাঁর মন্তব্য ছিল হেঁয়ালিতে ভরা। তিনি বলেছিলেন, 'কেউ জানে না আমি কী করব। আমি এটা করতেও পারি, নাও করতে পারি।' এটা বলতে তিনি যুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন মনে হয়। তারপর দু'সপ্তাহ চিন্তাভাবনা করবেন বলেও শেষে ইরানকে আক্রমণ করে বসলেন।

বিভিন্ন দেশের সঙ্গে শুল্ক-সংঘাত নিয়ে তাঁর মন্তব্য ও পদক্ষেপ এমনই অসংগতিতে ভরা, যাকে কোনও পরিস্থিতিতে নির্ভর করা মুশকিল। ডোনাল্ড ট্রাম্পের কথা, নীতি বা ঘোষণা ইত্যাদি কোনও কিছুর ধারাবাহিকতা নেই। তাই আগে থেকে কোনও কিছু অনুমান করা কঠিন। খামখেয়ালিপনাকে তিনি কার্যত নীতি বানিয়ে ফেলেছেন। যে নীতি শুধু তাঁর দেশ নয়, বিশ্বকে প্রভাবিত করে চলেছে।

মনে করার কারণ নেই যে, এইসব নিছক পাগলামো কথা বা অস্থিরমতি পদক্ষেপ। এর পিছনে আছে দেশের ভেতরে বা বাইরে প্রতিপক্ষকে চাপ দিয়ে হোক, ভয় পাইয়ে হোক বশে রাখার কৌশল। এমনকি, আমেরিকার বন্ধু দেশগুলির সম্পর্ক ট্রাম্প একইভাবে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছেন। যেমন হঠাৎ মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলে বসলেন কানাডার তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য হওয়া উচিত। কিংবা প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরপরই তাঁর গ্রিনল্যান্ড দখল করার লক্ষ্যে সামরিক শক্তি ব্যবহারের মন্তব্যটি স্মরণ করা যেতে পারে।

এ ধরনের মন্তব্য অনেকটা কর্তৃত্ববাদের লক্ষণ। কোনও জাতির আত্মপরিচয়ের সমস্যা কিংবা কোনও দেশে অর্থনীতির সংকট দেখা দিলে বা রাজনৈতিক-সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে অনেক সময় কর্তৃত্ববাদকে মানুষ মেনে নেয়। ডোনাল্ড ট্রাম্প সেই তত্ত্ব অনুযায়ী চলছেন। আপাতদৃষ্টিতে অগণতান্ত্রিক, অমানবিক ইত্যাদি মনে হলেও এই ধরনের কর্তৃত্ববাদ কখনো-কখনো মানুষ গ্রহণ করে।

ট্রাম্পের 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতি প্রকৃতপক্ষে উগ্র জাতীয়তাবাদী চেতনার বীজ বুনে দেওয়ার কৌশল। এতে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের অবক্ষয় ঘটলেও মানুষ মেনে নেয়। ডোনাল্ডের মতো শাসকরা সেই সুযোগ গ্রহণ করেন ভোটে জিততে ও ক্ষমতায় টিঁকে থাকতে। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু সেই একই কারণে দেশবাসীর একাংশের বিরোধিতা সত্ত্বেও দেশের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছেন শুধু নয়, অহেতুক যুদ্ধ চালিয়ে যেতে অনড়।

বিশ্বে একটা যুদ্ধং দেহি পরিস্থিতি জিইয়ে রাখা ট্রাম্পের অন্যতম লক্ষ্য। এতে অস্ত্র ব্যবসা বাড়বে, প্রযুক্তির কেনাবেচা হবে। রিয়েল এস্টেটের কারবারি ট্রাম্প অনেক হিসেব কষে বিশ্বজুড়ে অস্থিরতার পরিবেশ বজায় রাখতে মরিয়া। বরের ঘরের মাসি, কনের ঘরের পিসির মতো তিনি কখনও একতরফা যুদ্ধবিরতির নিদান দিচ্ছেন আবার কখনও যুদ্ধে প্ররোচনা জোগাচ্ছেন। ইজরায়েল, ইরান যুদ্ধ বন্ধ করলেও গাজায় হামলা বন্ধ করতে কিন্তু তিনি তেল আভিভকে বাধ্য করছেন না।

আপাতদৃষ্টিতে যাকে ট্রাম্পের অনিশ্চয়তার নীতি মনে হয়, সেটাই আসলে তাঁর 'ট্রাম্প কার্ড।' এভাবে তিনি দেশের মানুষকে ও বাইরের প্রতিপক্ষকে বিভ্রান্ত করে রাখতে চান। এই কৌশলে তিনি নিজেকে আমেরিকাবাসীর স্বার্থ সুরক্ষার পাহারাদার হিসেবে দেখাতে চান, অন্যদিকে ভিন্নমতাবলম্বীদের স্বার্থপর বলে দেগে দেন। বর্তমান বিশ্বে ট্রাম্প কৌশল এক নতুন প্রবণতা, যা শাসকের নিজের সুরক্ষার অন্যতম অস্ত্র হয়ে উঠবে দিনে দিনে।

অমৃতধারা

একাগ্রতা সাধনে প্রথম করণীয় কাজ হল চঞ্চল মনকে সর্বদা শিক্ষা দেওয়া যেন সে কোনও একটিমাত্র প্রসঙ্গ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট মননের একটি মাত্র ধারা স্থির ও অচঞ্চলভাবে অনুসরণ করায় অভ্যস্ত হয়, আর এ তার করা চাইই এমনভাবে, যাতে তার মনোযোগ বিচ্যুত করার সকল প্রলোভন ও প্রতিকূল আহ্বান অগ্রাহ্য করে অবিক্ষিপ্ত থাকে। আমাদের সাধারণ জীবনে এরকম একাগ্রতা প্রায়ই আসে, কিন্তু মনকে নিযুক্ত রাখার জন্য যখন কোনও বাহ্য বস্তু বা ক্রিয়া থাকে না তখন আন্তরভাবে এই একাগ্রতা সাধন আরও দুরূহ হয়ে ওঠে, অথচ এই আন্তর একাগ্রতাই জ্ঞানসাধকের অবশ্য সাধ্য। যার একমাত্র উদ্দেশ্য হল অবধারণ করা ও প্রত্যয়গুলোকে বুদ্ধিগতভাবে যুক্ত করা।

– শ্রীঅরবিন্দ

নিজস্ব ছটায় শেষ দিন পর্যন্ত স্বতন্ত্র

জন্মদিনে আজ জ্যোতি বসুকে ফিরে দেখা। জ্যোতিহীন সিপিএমকে টেনে তুলতে পারেন এমন নেতা কই?

আশিস ঘোষ

কমরেড স্তালিন কি হাসেন? সোভিয়েত জমানায় চালু রসিকতা ছিল, রুশ নেতাকে কেউ নাকি কখনও হাসতে দেখেননি। মোটা গোঁফের আড়াল ভেদ করে হাসি আর সর্বসমক্ষে আসত না। জ্যোতি বসুকে নিয়ে এমনই ঠাট্টা চালু ছিল সাংবাদিক মহলে। তিনি গম্ভীর, আর পাঁচজনের মতো নন। তাঁকে প্রকাশ্যে আড্ডা মারতে কিংবা হো হো করে হাসতে কেউ দেখেছেন বলে শুনিনি। তবে নিজস্ব বন্ধুদের বৃত্তে তিনি যে বেশ জমিয়ে আড্ডা মারতেন শুনেছি সে কথাও।

তিনি আলাদা। তিনি স্বতন্ত্র। অন্য নেতারা দাদা হলেও একমাত্র বাবু ছিলেন জ্যোতিবাবু। তাঁকে হাতেগোনা জনাদুয়েক সাংবাদিক ছাড়া কেউ জ্যোতিদা বলে ডেকেছেন এমনটা শুনিনি কখনও। একটা কমিউনিস্ট পার্টির নেতা হয়েও তাঁর উপর সর্বদা ছিল আলো। তিরুবনন্তপুরম পার্টি কংগ্রেসে দেখেছি, মঞ্চে তাঁর জন্য আলাদা চেয়ার। বাকি তাবড় সব নেতা বেশ কিছুটা তফাতে। অন্য কেউ হলে বলাবলি হত। জ্যোতিবাবু বলেই কেউ উচ্চবাচ্য করেনি। তাঁকে ওই তফাতে থাকাটাই মানাত।

সাদা পাটভাঙা ধুতি, পাঞ্জাবি, ঝকঝকে জুতোয় বরাবর তিনি ফিটফাট। পাঞ্জাবিতে সামান্য ভাঁজও কেউ কখনও দেখেনি। তিনি তবুও শ্রমিক, কৃষকদের পার্টির অবিসংবাদিত নেতা। তার উপর তিনি ছিলেন বিলেত ফেরত ব্যারিস্টার। এই আভিজাত্য ছিল না আর কারও। তাঁকে সমীহ করত সবাই। সেই সময় থেকে তাঁর ঘনিষ্ঠ বৃত্তে ভূপেশ গুপ্ত, স্নেহাংশু আচার্যের মতো বিলেত ফেরতরা। আরেক ব্যারিস্টার সিদ্ধার্থশংকর রায় তাঁকে বিধানসভার মধ্যেই তাঁর ডাকনাম 'গদা' বলে ডাকতেন। তা নিয়ে আপত্তি জানাতেন দলের অন্য বিধায়করা। দেশে ফিরে লেগে গেলেন পার্টির কাজে। ব্যারিস্টার হয়েও কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করেননি তিনি। তখন থেকেই পার্টির হোলটাইমার। প্রথমে কলকাতা বন্দর, তারপর রেল ইউনিয়নের কাজ। সেখানেই হুমায়ুন কবিরকে হারিয়ে রেল কেন্দ্র থেকে জিতে আইনসভায়। আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। সকলের নজরে পড়েন তখন থেকেই। বিরোধী কমিউনিস্টদের মধ্যে তিনি ছাড়া রতনলাল ব্রাহ্মণ আর রূপনারায়ণ রায় ছিলেন। জ্যোতিবাবুর পাশে তাঁরা নিতান্তই সাদামাঠা। তখন থেকে একটানা বিধানসভা তাঁর কর্মক্ষেত্র। একমাত্র বাহাত্তর সালে বরানগরে হারা ছাড়া টানা তিনি বিধায়ক। দু'বার উপমুখ্যমন্ত্রী, তারপর রেকর্ড ভাঙা মুখ্যমন্ত্রিত্ব '৭৭ সাল থেকে।

বিরোধী নেতা থাকার সময় কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়ের অঢেল স্নেহ পেয়েছিলেন। তাঁকে আলাদা নজরে দেখত সবাই। বিধান রায়ের বাড়ি গিয়ে বিধানসভায় কী বলবেন, কীভাবে বলবেন তা নিয়ে আলোচনা পরামর্শ করতেন। একবার গ্রেপ্তারি এড়াতে বিধানবাবুর প্রশ্রয়ে থেকে গিয়েছিলেন বিধানসভার মধ্যেই। কমরেডদের কাছেও তিনি অনেক দূরের মানুষ। তাঁকে ব্রিগেডের মঞ্চে দেখতে ছুটে আসতেন লাখ লাখ মানুষ। খুব যে ভালো বক্তা ছিলেন তা নয়। সোমনাথ লাহিড়ী, হরেকৃষ্ণ কোঙারদের মতো আগুনখোর বক্তা ছিলেন না। কথাও বলতেন অনেকটা খাপছাড়া, বাক্য সম্পূর্ণ না করে। কী বলতে চাইছেন তা বুঝে নিতে হত। তবু তিনিই ছিলেন যে কোনও জনসভার সেরা আকর্ষণ। তাঁর ভাষণ শেষ হতেই ফাঁকা হতে শুরু করত ময়দান। কোনও দিন তাঁর মুখে তত্ত্বকথা বা মার্ক্সীয় লব্জ বিশেষ শুনিনি। তিনি বরাবরই প্র্যাকটিকাল, পার্টির সাতরকম দলিল দস্তাবেজের তোয়াক্কা করেননি। আর ছিল অসাধারণ কাণ্ডজ্ঞান। তবু তিনি জননেতা, কমিউনিস্ট পার্টিতে তিনি ব্যতিক্রম। তাঁর থেকে অনেক বেশি মার্কসবাদ চর্চা করা অন্য নেতারা জনপ্রিয়তায় তাঁর ধারেকাছে আসেননি।

এই আকর্ষণ অটুট ছিল শেষপর্যন্ত। কমিউনিস্ট পার্টিতে দলের উপরে কোনও ব্যক্তি নয়, মানা হয়েছে কড়াভাবে। ব্যক্তিপুজো নিষিদ্ধ। ব্যতিক্রম কাকাবাবু মুজফফর আহমেদ। একমাত্র তাঁর জন্মদিন পালন করা হয়। আর ব্যতিক্রম জ্যোতিবাবু। দলের মধ্যে কোন অঙ্কে কে জানে, দলে অবহেলিত সুভাষ চক্রবর্তী ঘটা করে পালন করতেন জ্যোতিবাবুর জন্মদিন। সকাল থেকে তাঁর স্ত্রী রমলার অরাজনৈতিক সংগঠনের আড়ালে সল্টলেকের বাড়িতে ফুল হাতে হাজির হতেন বহু মানুষ। তার আগে এই সুভাষবাবুই 'নব বাংলার নব রূপকার' স্লোগান দিয়ে জ্যোতিবাবুর মুখ দিয়ে বড় বড় পোস্টার ছাপিয়ে দেওয়াল ভরিয়ে দিয়েছিলেন। এমনকি ভাবশিষ্য সুভাষের আয়োজনে হোপ ৮৬ জলসায় হিমের রাতে মাথায় বাঁদুরে টুপি পরে বসেছিলেন বহুক্ষণ। কেউ কোনও প্রশ্ন তোলেনি। কারণ তিনি জ্যোতি বসু। অথচ এসব অপসংস্কৃতি বলে দাগিয়ে দেওয়া দলের একাংশ থেকে।

প্রকাশ্যে সংবাদপত্রে তাঁকে প্রধানমন্ত্রী না করার পার্টির সিদ্ধান্তকে 'হিমালয়ান ব্লান্ডার' বলে জানিয়েছিলেন। তাঁর জায়গায় অন্য যে কেউ বললে নিশ্চিত তাঁর গর্দান যেত। কিন্তু তাঁর কিছু হয়নি। প্রকাশ কারাতদের হিম্মত হয়নি শোকজ করার। কারণ তিনি জ্যোতি বসু।

১৯৬৪ সালে পার্টি দু'ভাগ হওয়ার পর থেকে তিনি সিপিএমে একমেবাদ্বিতীয়ম। দলের রাজ্য সম্পাদক হিসেবে একমাত্র প্রমোদ দাশগুপ্ত ছিলেন ওজনদার। শোনা যায়, মতবিরোধে একসময় কিছুদিন কথা বন্ধ ছিল দুজনের। অন্যরা উচ্চতায় ধারেকাছে ছিলেন না কেউই। সরোজ মুখোপাধ্যায় থেকে অনিল বিশ্বাস তুলনায় অনেক কমজোরি। কেউই তাঁর মুখের ওপর কোনও কথা বলতেন না। এমনকি, শরিক দলের প্রবীণ নেতাদেরও ধমকে চুপ করিয়ে দিতেন। কেউ কিছু বেয়াড়া কিছু বললে বলতেন, পারবেন ফ্রন্ট ছেড়ে দিয়ে একা লড়ে জিততে আসতে? পারবেন লালবাতি আর পুলিশের স্যালুট ছেড়ে দিতে?

তাঁর আমলে লোডশেডিং ছিল ধরাবাঁধা। এক হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল আর বক্রেশ্বরের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ছাড়া আর কী কী হয়েছে হাতড়ে বেড়াতে হয়। তবু শিল্প আনতে নিয়ম করে তিনি বিলেতে ছুটি কাটাতে যেতেন ফি বছর। কেউ প্রশ্ন করেনি তিনি কত লগ্নি এনেছেন তা নিয়ে। বরং পশ্চিমবঙ্গে নয়া শিল্পনীতি তৈরি হয়েছিল তাঁরই উদ্যোগে। শিল্পপতিদের লগ্নিতে উৎসাহিত করতে বেশ কিছু ছাড় দেওয়া হয়েছিল সেই নয়া নীতিতে। পার্টির ভিতরে নানা লবির আপত্তি থাকলেও তা ধোপে টেকেনি। তাঁর ছেলে চন্দন যে কোম্পানিতে কাজ করতেন সেই কোম্পানি কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়লে যিনি ফাইল আটকে দিয়েছিলেন সেই মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তীকেই উলটে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। কারণ তিনি জ্যোতিবাবু।

একবার শোনা যায় সুভাষ চক্রবর্তীর উদ্যোগে সিপিএম ছেড়ে অন্য দল গড়ার চেষ্টায় জড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি। একেবারে শেষমুহূর্তে পিছিয়ে আসেন তিনি। অনেক ব্যাপারে শেষদিকে পার্টির কাজে খানিকটা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। বিশেষ করে কারাত কোম্পানির উপর। সিপিএমের সবথেকে প্রাচীন এই নেতা দিল্লিতে শিকড়হীন কেতাবি নেতাদের দাপাদাপি পছন্দ করতেন না। হরকিষেন সিং সুরজিৎ আর তিনি দিল্লিতে বহুবার বিরোধী জোটের বিপদ সামলেছেন। পরের দিকে সে ভূমিকায় আর তেমন সক্রিয় হতে দেখা যায়নি তাঁকে। এখানে সিঙ্গুর আন্দোলনের সময় দলের সরকারের কাজকর্মে অসন্তুষ্ট ছিলেন জ্যোতিবাবু। বামফ্রন্টের বৈঠকে ধমক দিতেন তিনি। তাঁর অভিজ্ঞতায় বুঝেছিলেন, যা হচ্ছে ঠিক হচ্ছে না।

আসলে এত দীর্ঘ এক রাজনৈতিক জীবনে তাঁকে নিয়ে বিতর্ক থাকবে এটা স্বাভাবিক। নানা লোকে নানা কথা বলবে। দুর্নীতির যেটুকু অভিযোগ উঠেছে তা তাঁর ছেলেকে নিয়ে। তা যতটা দুর্নীতির ততটাই স্বজনপোষণের। তবে এ কথা ঠিক, তাঁর মাপের বাঙালি নেতা দিল্লিতে আর কেউ নেই। অন্য সবাই তাঁর কথা শুনবে, মানবে এমন হেভিওয়েট নেতা কোনও দলেই আর নেই। প্রণব মুখোপাধায়ের পর বিরোধী জোটের ঝামেলা মেটাতে বাংলা থেকে দিল্লিতে আর কেউ কি ডাক পাবেন? জনপ্রিয়তায় জ্যোতি বসুকে টক্কর দিতে পেরেছেন একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে একসময় চুলের মুঠি ধরে রাইটার্স থেকে বের করে দিয়েছিল জ্যোতিবাবুর পুলিশ। মানুষ তার বদলা নিয়েছে ৩৪ বছরের বাম শাসন শেষ করে। সিপিএম ক্ষইতে ক্ষইতে এখন শূন্য। এখন জ্যোতিহীন সিপিএমকে টেনে তুলতে পারে এমন নেতা কই?

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

২০০১

আজকের দিনে প্রয়াত হন কথাসাহিত্যিক অমিয়ভূষণ মজুমদার।

১৯৭২

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন ক্রিকেটার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

আলোচিত

পরিষ্কার করে ইউনূস সরকারকে বলতে চাই, অন্য দলকে বলতে চাই, নির্বাচন যত দেরি হবে, বাংলাদেশ তত পিছিয়ে যাবে। বিনিয়োগ আসবে না। আমার মায়েরা, মেয়েরা নিরাপত্তা হারাবে। মবোক্রেসি বাড়বে, বিচার ব্যবস্থা ও আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়বে।

– মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর (বিএনপি নেতা)

ভাইরাল/১

বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের প্রার্থনার মধ্যে একটি ছোট্ট কুকুর দুষ্টুমি শুরু করে। একজন সন্ন্যাসীর কাছে গেলে তিনি কুকুরটিকে সরিয়ে দেন। সেটি তখন এক খুদে সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে তার পোশাক ধরে টানতে থাকে। ভাইরাল ভিডিও।

ভাইরাল/২

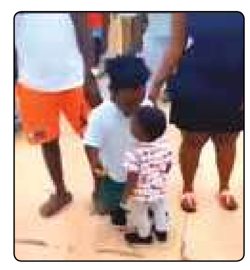

শপিং মলে খেলছিল বাচ্চাটি। তার মতো উচ্চতার এক ব্যক্তিকে দেখে সমবয়সি বন্ধু ভেবে খেলতে চায় সে। তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন তিনি। শিশুর বাবা-মা তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। কিছু না বুঝে তাকিয়ে থাকে অবোধ শিশুটি।

জনমন জনমত

ধুবড়ি-তুফানগঞ্জ-কলকাতা সুপারফাস্ট ট্রেন চাই

উত্তরবঙ্গের দীর্ঘদিনের দাবি তুফানগঞ্জ থেকে সরাসরি কলকাতা যাওয়ার একটি ট্রেনের। এই ট্রেনের দাবিতে সংবাদপত্রে যেমন অনেক লেখালেখি হয়েছে, তেমনই তুফানগঞ্জ রেলস্টেশনে অনেকবার গণস্বাক্ষর সংবলিত আবেদন ও স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। এমনকি এই নিয়ে তুফানগঞ্জ নাগরিক মঞ্চ একাধিকবার আলিপুরদুয়ার ডিআরএম অফিসে বৈঠকও সেরেছে। কিন্তু লাভ কিছুই হয়নি।

অসমের ধুবড়ি জেলা ও তুফানগঞ্জে রেললাইন ও রেলস্টেশন থাকলেও এখান থেকে কলকাতা যাওয়ার সরাসরি কোনও ট্রেন নেই। এখানকার যাত্রীদের হয় নিউ কোচবিহার, না হয় নিউ আলিপুরদুয়ার গিয়ে কলকাতা যাওয়ার ট্রেন ধরতে হয়। বেশিরভাগ ট্রেনের সব ধরনের টিকিট প্রায় এক মাস আগেই বিক্রি হয়ে যায়। তাই যাত্রীদের চাহিদা মেটাতে ধুবড়ি থেকে কলকাতা যাওয়ার আরও একটি ট্রেনের বিশেষ প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আধিকারিক এবং সাংসদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

রত্না চক্রবর্তী, তুফানগঞ্জ।

রাস্তায় কফ-থুতু, জরিমানা হোক

শিলিগুড়ির বিভিন্ন রাস্তায় হাঁটতে গেলে বড় ঘেন্নার উদ্রেক হয়। রবীন্দ্রনগর, সুভাষপল্লি, কোর্ট মোড়, বিধান রোড সহ বিভিন্ন রাস্তার মাঝখানে কফ, থুতু, পানের পিক ফেলেন কিছু বিশৃঙ্খল মানুষ। তাঁদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে এতটুকু জ্ঞান নেই ভাবলে অবাক লাগে। কিছু রুচিহীন মানুষ ভাবেন এটা তাঁদের নৈতিক অধিকার। আর তাই টোটো থেকে, রিকশা থেকে বা হেঁটে চলার সময় অনায়াসে রাস্তার মাঝখানে থুতু ফেলেন।

সবচেয়ে অবাক লাগে, শিলিগুড়ি পুরনিগম এব্যাপারে একদম চুপচাপ। রাস্তা পরিষ্কার রাখা নিয়ে কোনও বিজ্ঞপ্তি বা নির্দেশ নেই। মেয়রের কাছে অনুরোধ, এই বিষয়ে একটু নজর দিন। শহরজুড়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করুন। যারা শহর নোংরা করছে তাদের জরিমানা করুন। নোংরা থেকে শহরবাসীকে মুক্তি দিন।

তাপসকুমার দত্ত, ১ নম্বর ডাবগ্রাম, শিলিগুড়ি।

স্টপ চাই

উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস যা শিয়ালদা থেকে যাত্রা শুরু করে সুদূর প্রান্তিক স্টেশন বামনহাট পর্যন্ত যাতায়াত করে। ট্রেনটি কোচবিহার স্টেশন হয়ে যাতায়াত করলেও এই স্টেশনে ন্যূনতম দু'মিনিট দাঁড়াতেও অপারগ। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ উদাসীন। এই অবস্থায় আমার অনুরোধ, উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস যাতে কোচবিহার স্টেশনে অন্তত দু'মিনিট দাঁড়ায় সেই ব্যবস্থা করা হোক। এতে সকলেই উপকৃত হবেন।

তাপসকুমার মৈত্র
হাজরাপাড়া, কোচবিহার।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

পর্যটন ছাড়াও উত্তরবঙ্গের ভাঁড়ার সমৃদ্ধ

ভাওয়াইয়া গান, কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি, ভৌগোলিক অবস্থান। অথচ পর্যটন ছাড়া সেসব নিয়ে সেভাবে কথা হয় না।

তিতীর্ষা জোয়ারদার

গরম বা শীতের ছুটি মানেই, ভ্রমণের হাতছানি। সেক্ষেত্রে পছন্দের ট্রাভেল স্পট হিসেবে বহু মানুষের কাছেই উত্তরবঙ্গ হট ফেভারিট। ডুয়ার্সের ওয়াইল্ডলাইফ সাফারি হোক বা দার্জিলিংয়ে ম্যাল, পর্যটনে উত্তরবঙ্গ অনেকটা এগিয়ে। কমন ডেস্টিনেশন ছাড়াও অফবিট জায়গাগুলি ইদানীং পর্যটকের নজর কাড়ছে বেশি।

বলাবাহুল্য, পাহাড়, নদী এবং জঙ্গল দিয়ে ঘেরা উত্তরের এই পর্যটন, এর বাইরেও তার কিছু পরিচয় আছে। পশ্চিমবাংলার প্রধান পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি কিংবা পর্যটনশিল্পে এ অঞ্চলের মাহাত্ম্যকে বাদ দিলেও, ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিক, দুইদিক থেকেই এর গুরুত্ব আছে। শিলিগুড়ি করিডর বা চিকেনস নেক প্রসঙ্গটা মাঝে মাঝেই খবরের শিরোনামে আসে। সাম্প্রতিককালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের আবহেও চিকেনস নেক নিয়ে আলোচনা ছিল খবরের শিরোনামে। পাশাপাশি উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে ব্যবসা, আমদানি-রপ্তানির কারণে শিলিগুড়ির ব্যবসায়িক গুরুত্ব অনেকটাই। নেপাল, চিন এবং বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমারেখার কাছাকাছি আছি আমরা। তাই আমার ধারণা, যখনই প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে যুদ্ধের টেনশন তৈরি হবে, শিলিগুড়ির নাম আলোচনায় চলে আসবে বারবার।

শিলিগুড়িকে অনেকে ব্যবসার শহর বলেন। ব্যবসার কারণে দেশের কিংবা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু মানুষ এখানে আসেন, ফলে লক্ষ করলে বোঝা যাবে শিলিগুড়িতে হোটেল ব্যবসার রমরমা আছে। এছাড়া চা এবং কাঠের ব্যবসায় একটা বৃহৎ অংশে উত্তরবঙ্গের অবদান তো সুবিদিত। তবে চা বলতেই অনেকে ভাবেন দার্জিলিং-এর কথা, দার্জিলিং ছাড়াও, পাহাড়ের ও তরাইয়ের বহু চা বাগানের যথেষ্ট সুনাম আছে।

নতুন আঙ্গিকে।। কোচবিহারে ভাওয়াইয়া পরিবেশন।

লিখতে গিয়ে আমার মনের খুব কাছের জেলা মালদার কথা চলেই আসবে। মালদা জেলার আমের ব্যবসার কথা সকলেই জানেন, প্রসিদ্ধির কারণে ওখানকার আম চলে যায় দেশ এবং বিদেশের বহু প্রান্তে। তবে আমের বাইরেও মালদা সংলগ্ন গৌড়, আদিনার অবস্থানের আলাদা গুরুত্ব আছে। ফলে মালদা জেলা ঐতিহাসিক দিক থেকে এক বিশেষ জায়গা পেয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরেই।

তবে উত্তরবঙ্গের বাকি অংশে পর্যটনশিল্প বেড়ে উঠলেও, সমৃদ্ধ এই মালদা শহরে এই শিল্প তুলনামূলকভাবে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের যে নদীগুলিকে দেখে আমরা বড় হলাম, তিস্তা, মহানন্দা, তোর্ষা, জলঢাকা, রায়ডাক, সংকোশ, কালজানি, মেচি কিংবা আরও বহু নদী, ভালো করে লক্ষ করলে দেখা যাবে উত্তরবঙ্গের সমাজ ও লোকসংস্কৃতির অনেকখানি ভিত দাঁড়িয়ে আছে এদের ওপর। প্রথমবার তিস্তা নদী কেউ দেখলে, তার মধ্যে অন্যরকম একটা অনুভূতি জন্মায়, তিস্তা নদীকে কেন এই অঞ্চলের জীবনরেখা বলা হয়, সেটা বোঝা যায়। নদী ছাড়াও পাহাড় উত্তরবঙ্গের জলবায়ুর ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। ভুলে গেলে চলবে না, পাহাড়ের ঠান্ডা আবহাওয়ার কারণেই কিন্তু ইংরেজদের নজর কেড়েছিল উত্তরবঙ্গ।

বিভিন্ন ভাষা এবং উপভাষার অবস্থান রয়েছে উত্তরবঙ্গে। বহু জাতি এবং সংস্কৃতির পীঠস্থান উত্তরবঙ্গ। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ভাষার ইতিহাস এবং গুরুত্বও অনস্বীকার্য। কোচবিহারের ভাওয়াইয়া গান হোক বা মালদার গম্ভীরার কথা ভাবলেই তা মনে আনন্দ দেয়। উত্তরবঙ্গকে ঘিরে এত কিছুর প্রসঙ্গ আমার এই লেখায় আনলাম কেন? তার কারণ আমার মনে হয়, উত্তরবঙ্গ যতখানি গুরুত্ব পায় তার থেকে আরও বেশি গুরুত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা রাখে। শুধু পর্যটন নয়, উত্তরবঙ্গের বহু অনালোচিত দিক নিয়েও কথা হোক, ভাবা হোক, এইটুকুই চাওয়ার।

(লেখক গবেষণা করছেন। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৮৬

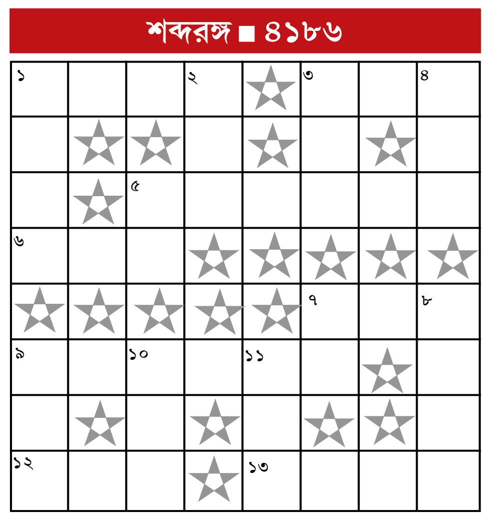

পাশাপাশি : ১। ঘুষ ৩। মর্তমানজাতীয় কলাবিশেষ ৫। আনন্দের ঢেউ, বাদ্যযন্ত্র ৬। সরস্বতী, বীণা ৭। একশত, বহু সংখ্যক ৯। কৃত্রিমহীন, মৌলিক, অপরিবর্তিত, অবিকৃত ১২। মোটা তসর বস্ত্রবিশেষ, কাঁচাঘরের চালের শীর্ষদেশ, কপট নিদ্রা ১৩। শনিগ্রহ, ধীরতা, ধীরগতি।

উপর-নীচ : ১। উত্তর দিক, জবাবের আশা ২। আহরণ করা, সংগ্রহ ৩। চত্বর, পাথর বা সিমেন্টে বাঁধানো খোলা জায়গা, উঠান ৪। অনুমোদন, অনুমতি ৫। মশলা হিসাবে ব্যবহৃত ঝাঁঝালো কন্দবিশেষ ৭। শান্তি, চিত্তের স্থিরতা বা সংযম, বাসনায় নিবৃত্তি ৮। অস্পষ্ট শব্দ, উচ্চস্বর, তারস্বর ৯। প্রথম, অতি প্রাচীন ১০। ধনদেবতা কুবেরের পুরী ১১। ৩০ সংখ্যক বা ৩০ সংখ্যার পূরক।

সমাধান ■ ৪১৮৫

পাশাপাশি : ১। নিশুতি ৪। তিজেল ৫। রাকা ৭। কন্দর ৮। বধূজন ৯। ভগ্নদূত ১১। বয়ান ১৩। নং ১৪। তাগড়া ১৫। ইন্ধন।

উপর-নীচ : ১। নির্মোক ২। তিতির ৩। বলদেব ৬। কানন ৯। ভজন ১০। তরতাজা ১১। বড়াই ১২। নন্দন।

বিন্দুবিসর্গ

ব্রিকস বাড়তি শুল্কের ট্রাম্প-হুমকি

রিও ডি জেনেইরো ও ওয়াশিংটন, ৭ জুলাই : ক্ষমতায় এসেই বিশ্ব রাজনীতির চেনা ছকের বাইরে হাঁটছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। শত্রু-মিত্র সবাইকে চাপে ফেলার হাতিয়ার হিসাবে শুল্ককে ব্যবহার করছেন। এবার ট্রাম্পের কোপে পড়েছে ব্রিকস। জোটের সদস্য দেশগুলির ওপর বাড়তি ১০ শতাংশ হারে শুল্ক চাপানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ট্রাম্প। ট্রুথ সোশ্যালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট লিখেছেন, 'ব্রিকসের আমেরিকা বিরোধী নীতিকে যেসব দেশ সমর্থন করবে, তাদের ওপর ১০ শতাংশ হারে বাড়তি শুল্ক চাপানো হবে। আমরা কোনও অবস্থায় এই নীতি থেকে সরে আসব না। কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।' তবে আমেরিকার বিরুদ্ধে ব্রিকস গোষ্ঠীগতভাবে কী করেছে, তা খোলসা করে বলেননি ট্রাম্প।

যদিও সোমবারই প্রথমে দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপান থেকে আমদানির ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক ধার্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তার কয়েক ঘণ্টা পর আরও পাঁচটি দেশ- মায়ানমার, লাওস, দক্ষিণ আফ্রিকা, কাজাখস্তান ও মালয়েশিয়ার ওপরেও শুল্কের বোঝা চাপিয়েছেন তিনি।

কূটনৈতিক মহলের মতে, ইরানের বিরুদ্ধে হামলা এবং আমেরিকার নয়া শুল্কনীতির সমালোচনা করা হয়েছে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেইরোতে আয়োজিত ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে। সেখানে বলা হয়েছে, 'ইরানের ওপর সাম্প্রতিক হামলা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। এর ফলে বিস্তীর্ণ এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই ধরনের হামলার তীব্র নিন্দা করে ব্রিকস।' ঘোষণাপত্রে ইউক্রেনে রাশিয়ার সেনা অভিযান নিয়ে কোনও মন্তব্য করা না হলেও রাশিয়ার ওপর ইউক্রেনের সাম্প্রতিক হামলার নিন্দা করা হয়েছে। শুল্কযুদ্ধের কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হতে পারে বলেও ব্রিকসের তরফে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। ঘোষণাপত্রের কোথাও আমেরিকার নাম করা হয়নি। তবে জোটের সেই বক্তব্যকেই আমেরিকার বিরোধিতা বলে ধরে নিয়েছেন ট্রাম্প। তাঁর হুঁশিয়ারির জেরে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নতুন টানাপোড়েনের সূত্রপাত হতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

মার্কিন হুঁশিয়ারির বিরুদ্ধে পালটা চিনের বিদেশমন্ত্রক বিবৃতিতে বলেছে, 'এই ধরনের পদক্ষেপে কারও ভালো হবে না।' চিনা বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র মাও নিংয়ের কথায়, 'শুল্ককে অত্যাচারের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।' ব্রিকস এমন এক রাষ্ট্রজোট যেখানে চিন, রাশিয়া, ইরানের মতো আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলির পাশাপাশি ভারত, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, ব্রাজিল, মিশরের মতো দেশও রয়েছে। যারা মোটের ওপর আমেরিকার সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে চলে। কিন্তু ট্রাম্প সব দেশকেই এক সারিতে দাঁড় করাতে চাইছেন।

ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার ঠিক আগে ট্রাম্পের শুল্ক-হুঁশিয়ারি পরিস্থিতিকে জটিল করেছে। যদিও সূত্রের দাবি, দীর্ঘ আলোচনার পর মতবিরোধের পরিসর কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। কৃষি, দুগ্ধজাত দ্রব্য, জিনগত পরিবর্তিত ফসল, ইস্পাত, গাড়ি ও অ্যালুমিনিয়ামকে বাদ রেখে চলতি সপ্তাহেই দু'দেশের অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হতে পারে।

বাণিজ্য চুক্তি না হলে ৯ জুলাই থেকে ভারতীয় পণ্যের ওপর আমেরিকায় ২৬ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হওয়ার কথা। ওই সময়ের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর না হলে ট্রাম্পের নয়া ঘোষণা অনুযায়ী এদেশ থেকে রপ্তানি হওয়া পণ্যে বাড়তি ১০ শতাংশ শুল্ক যোগ হয়ে ৩৬ শতাংশ হারে শুল্ক ধার্য হতে পারে। আবার বাণিজ্য চুক্তি হলেও ভারতের ওপর ১০ শতাংশ বাড়তি শুল্কের খাঁড়া রয়ে যাবে। ব্রিকসকে সামনে রেখে ট্রাম্প যে নতুন জটিলতার সূত্রপাত করেছেন, ভারত-মার্কিন সম্পর্কের ওপর তার গভীর প্রভাব পড়তে রাকে পারে বলে মনে করছে পর্যবেক্ষকমহল।

ব্রিকস সম্মেলনে সদস্য দেশগুলির নেতাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রিও ডি জেনেইরোতে।

ব্রিকসের বক্তব্য

- ইরানের ওপর আক্রমণ একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না
- রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউক্রেনের হামলার নিন্দা
- শুল্কযুদ্ধের কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রতিবন্ধকতা তৈরির আশঙ্কা

ট্রাম্প উবাচ

ব্রিকসের আমেরিকা বিরোধী নীতিকে যেসব দেশ সমর্থন করবে, তাদের ওপর ১০ শতাংশ হারে বাড়তি শুল্ক চাপানো হবে। আমরা কোনও অবস্থায় এই নীতি থেকে সরে আসব না। কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না

চিনের বার্তা

এই ধরনের পদক্ষেপে কারও ভালো হবে না। চিন নিজের অবস্থান থেকে নড়বে না

ভোটার তালিকা নিয়ে শুনানি ১০ জুলাই

বিহারের পর সারা দেশে নজর কমিশনের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই : বিহারে নির্বাচন কমিশনের জারি করা বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন এর নির্দেশের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া একাধিক আবেদনের জরুরি শুনানির দিন ঘোষণা করল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়া এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলাগুলির শুনানি হবে ১০ জুলাই। দ্রুত শুনানির জন্য বেঞ্চের কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলেন আইনজীবী কপিল সিবাল, অভিষেক মনু সিংভি, গোপাল শংকরনারায়ণন এবং শাদান ফরাসাত।

মামলার আবেদনকারী- তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র, আরজেডি সাংসদ মনোজ ঝা, এবং অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস-এর সঙ্গে যুক্ত সমাজকর্মী যোগেন্দ্র যাদব। তাঁদের অভিযোগ, কমিশনের নির্দেশ সংবিধান, ভোটাধিকার এবং নাগরিক অধিকারকে লঙ্ঘন করছে। শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছে, আবেদনকারীরা যেন তাঁদের আবেদনের কপি কেন্দ্রীয় সরকার, ভারতের নির্বাচন কমিশন এবং অন্যান্য বিবাদীপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেন। ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেলকেও মামলার নথি সরবরাহ করার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

এদিকে কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, বিহার দিয়ে শুরু হলেও এই প্রক্রিয়া ধাপে ধাপে সারা দেশে কার্যকর করা হবে। কিছুদিনের মধ্যে পরবর্তী পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গ এবং দিল্লিতে ভোটার তালিকা সংশোধন করা হবে। দুই রাজ্যে শেষবার এধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল যথাক্রমে ২০০২ এবং ২০০৮ সালে। সূত্রটির বক্তব্য, 'যেহেতু বিহারের পর পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোট হবে, তাই আমরা আগে থেকে সেখানকার ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রস্তুতি নিচ্ছি।' অর্থাৎ, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ২০০২-এর পর যাঁদের নাম ভোটার তালিকায় এসেছে তাঁদের সবাইকে তালিকায় নাম বজায় রাখতে হলে কমিশন নির্ধারিত নাগরিকত্ব সংক্রান্ত নথি জমা করতে হতে পারে। তবে এ ব্যাপারে এখনও কমিশনের তরফে সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি।

বিরোধী জোট জানিয়েছে, তারা কমিশনের এই পদক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ করতে আইনি বিকল্প খতিয়ে দেখছে। বিরোধী নেতাদের অভিযোগ, এই সংশোধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিহারের জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ, যারা মূলত পরিযায়ী শ্রমিক, তাঁদের নাম বাদ পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এটা গণতান্ত্রিক অধিকার ও অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে এক ভয়ংকর পদক্ষেপ।

মহুয়া মৈত্র তাঁর আবেদনে উল্লেখ করেছেন, 'এই নির্দেশ ভারতের সংবিধানের ১৪, ১৯(১), ২১, ৩২৫ ও ৩২৬ ধারা, জনপ্রতিনিধিত্ব আইন এবং ভোটার তালিকা সংক্রান্ত বিধিনিষেধের পরিপন্থী। এর ফলে লক্ষ লক্ষ নাগরিক তাঁদের ভোটাধিকার হারানোর ঝুঁকিতে পড়ছেন। এটি গণতন্ত্রের মূলে আঘাত।'

মামলার খুঁটিনাটি

- বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়া এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চে মামলাগুলির শুনানি
- আবেদনকারীদের মধ্যে রয়েছেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র, আরজেডি সাংসদ মনোজ ঝা এবং সমাজকর্মী যোগেন্দ্র যাদব
- সোমবার দ্রুত শুনানির জন্য বেঞ্চের কাছে অনুরোধ জানান আইনজীবী কপিল সিবাল, অভিষেক মনু সিংভি, গোপাল শংকরনারায়ণন এবং শাদান ফরাসাত
- আবেদনের কপি কেন্দ্র, নির্বাচন কমিশন এবং অ্যাটর্নি জেনারেলকে দিতে হবে

সন্ত্রাসবাদ নিয়ে দ্বিচারিতায় না প্রধানমন্ত্রীর

রিও ডি জেনেইরো, ৭ জুলাই : ব্রিকসের মঞ্চে দাঁড়িয়ে সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে সুর চড়ালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার রিও ডি জেনেইরোয় জোটের সদস্য দেশগুলির শীর্ষনেতাদের সামনে দাঁড়িয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের পহলগামে পর্যটকদের ওপর জঙ্গি হামলা নিয়ে সরব হন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'পহলগামে যে হামলা হয়েছে সেটা শুধু ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে আঘাত করার চেষ্টা নয়। এটি মানবতাকে আহত করেছে। স্থান-কাল নির্বিশেষে সন্ত্রাসবাদ মানবতার পক্ষে ক্ষতিকারক।' সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সব দেশকে একজোট হওয়ার আবেদন জানিয়েছেন মোদি। তাঁর কথায়, 'মানবতার পক্ষে সবচেয়ে বড় বিপদ হচ্ছে সন্ত্রাসবাদ। এক্ষেত্রে দ্বিমুখী নীতি নেওয়ার জায়গা নেই। কোনও দেশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করলে তাকেও এর খেসারত দিতে হবে।' পাকিস্তান ও চিনের উদ্দেশেই যে এই বার্তা, তা নিয়ে ধোঁয়াশা নেই।

পহলগাম হামলায় পাকিস্তান থেকে আসা জঙ্গিদের হাত থাকার কথা জানিয়েছেন ভারতীয় গোয়েন্দারা। ইদানীং আফগানিস্তান সীমান্তঘেঁষা খাইবার পাখতুনখোয়া এবং উত্তর ওয়াজিরিস্তানে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান জঙ্গিদের নাশকতার একাধিক ঘটনা সামনে এসেছে। এইসব ঘটনাকে সামনে রেখে পাকিস্তান নিজেদের সন্ত্রাসবাদের শিকার বলে দাবি করছে। অথচ একসময় এই জঙ্গিরা পাক সরকার, সেনা এবং আইএসআইয়ের মদতেই শক্তি সঞ্চয় করেছে। সন্ত্রাসবাদকে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসাবে গ্রহণ করা পাকিস্তানকে ক্রমাগত মদত দিচ্ছে চিন। এই পরিস্থিতিতে ব্রিকসের মঞ্চে সন্ত্রাসবাদ নিয়ে মোদির বার্তা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

সংগঠন, নিরাপত্তায় জোর সংঘের সভায়

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই : দিল্লিতে তিনদিনের প্রান্ত প্রচারকদের বৈঠকে সংগঠন বাড়ানোর ওপর জোর দিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর নেতারা। সেই মর্মে বৈঠকে উঠে এসেছে, সীমান্ত রাজ্যগুলিতে সংঘের নিজস্ব জনসংযোগে ঘাঁটতি থাকার বিষয়টি। আরএসএসের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সহ সীমান্ত রাজ্যগুলিতে নিজস্ব সংগঠন মজবুত করার দিকে বাড়তি নজর দেওয়াকে অগ্রাধিকারের তালিকায় রাখা হয়েছে। বৈঠকে যোগ দিতে আসা সদস্যদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন সংঘ নেতৃত্ব। সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে সংগঠন মজবুত করতে কর্মীরা কীভাবে কাজ করবেন সেই নির্দেশও দেওয়া হয়েছে বলে খবর।

সোমবার দিল্লিতে সংঘের দপ্তরে এক সাংবাদিক বৈঠকে সংগঠনের মুখপাত্র সুনীল আম্বেকর বলেন, 'সংঘ এমন সব এলাকায় নিজেদের উপস্থিতি বাড়ানোর দিকে গুরুত্ব দিচ্ছে যেখানে এখনও পর্যন্ত সংগঠন ততটা শক্তিশালী নয়। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে সংঘের কর্মীরা স্থানীয় মানুষের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন।' এবছর বিজয়া দশমী থেকে সংঘের শতবর্ষ উদযাপন শুরু হবে। যার সূচনা করবেন সরসংঘচালক মোহন ভাগবত। তা চলবে আগামী একবছর।

প্রান্ত প্রচারকদের আলোচনা দিল্লিতে

বৈঠকে মণিপুর পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা হয়েছে। আম্বেকর বলেন, 'যেখানে পরিস্থিতির অবনতি ঘটে, সেখানে রাতারাতি শান্তি ফিরে আসে না। তবে গত বছরের তুলনায় মণিপুরে স্বাভাবিকতা কিছুটা ফিরেছে। আলোচনা চলছে। আশা করা যায়, একটি সমাধানের পথ সামনে আসবে।'

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া সন্ত্রাসবাদী হামলা ও জাতীয় নিরাপত্তা ইস্যুও আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে। 'অপারেশন সিঁদুর' নিয়ে আম্বেকর বলেন, 'সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে এই অপারেশনের প্রতি গভীর উৎসাহ ও সমর্থনের বার্তা এসেছে।' সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'ধর্মনিরপেক্ষ' ও 'সমাজতান্ত্রিক' শব্দ দুটিকে কেন্দ্র করে চলা বিতর্ক নিয়েও প্রতিক্রিয়া জানান আম্বেকর। তিনি বলেন, 'প্রতিটি প্রজন্মের অধিকার রয়েছে সত্য জানার, আলোচনা করার এবং জরুরি অবস্থার সময় যা ঘটেছিল তা জানার।'

শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে বিজয়া দশমী থেকে দেশজুড়ে বছরব্যাপী উৎসব শুরু হবে। এই মর্মে 'ঘর ঘর কি সংযোগ' কর্মসূচির সূচনা করা হবে। যার মাধ্যমে দেশের প্রতিটি গ্রামের প্রত্যেক বাড়িতে পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে আরএসএস।

মায়ানমারের ৪০০০ মানুষ মিজোরামে

আইজল, ৭ জুলাই : মিজোরাম সীমান্তের ওপারে মায়ানমারের চিন প্রদেশে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে আধিপত্য বিস্তার ও ক্ষমতা দখলের লড়াই শুরু হওয়ায় হু হু করে মানুষ পালিয়ে ঢুকে পড়েছেন মিজোরামে। উত্তর-পূর্ব ভারতের এই রাজ্যের চম্পাই জেলায় এপর্যন্ত প্রায় চার হাজার মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁরা মায়ানমারের চিন প্রদেশের বাসিন্দা। সূত্রের খবর, তিয়াউ নদীর সেতু পেরিয়ে তাঁরা ভারতে ঢুকেছেন। আশ্রয় নিয়েছেন জোখাওথর ও ভাপাই গ্রামে। বেশিরভাগ উঠেছেন আত্মীয়দের বাড়িতে। যাঁদের তা নেই তাঁরা স্কুল ও কমিউনিটি হলে রয়েছেন। মায়ানমারের যে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের কারণে চিন প্রদেশ থেকে মায়ানমারবাসীকে পালিয়ে ভারতে চলে আসতে হয়েছে সেই দুই গোষ্ঠী হল চিন ন্যাশনাল ডিফেন্স ফোর্স ও চিনল্যান্ড ডিফেন্স ফোর্স হুয়ালনগোরাম। মায়ানমারের সামরিক জুন্টা সরকারের বিরুদ্ধে একসময় দুই গোষ্ঠী হাত মিলিয়ে লড়াই করছিল। এখন তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছে।

টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হিমাচলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৭৮। সোমবার বন্যাকবলিত মাণ্ডি জেলায় গেলেন স্থানীয় সাংসদ কঙ্গনা রানাওয়াত। উত্তরাখণ্ডেও ভূমিধসের সতর্কতা জারি।

দ্রুত মিলবে জনগণনার তথ্য

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই : আগামী জনগণনা হবে দেশের প্রথম ডিজিটাল জনগণনা। এই সংক্রান্ত তথ্য আগের জনগণনাগুলির চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি প্রকাশিত হবে। সোমবার এক্স হ্যান্ডেলে করা পোস্টে একথা জানিয়েছেন ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেল এবং সেনসাস কমিশনারের দপ্তর (আরজিআই অ্যান্ড সিসিআই)। আরজিআই জানিয়েছে, আসন্ন জনগণনায় নাগরিকরা নিজেরাই নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন। এজন্য চালু হবে বিশেষ ওয়েব পোর্টাল এবং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন। অ্যাপের মাধ্যমে নাম নথিভুক্ত করা যাবে। আবার গণনাকারীরা বাড়ি বাড়ি গিয়েও তথ্য সংগ্রহ করবেন। তাঁদের মাধ্যমেও নথিভুক্ত হওয়া যাবে। আসন্ন জনগণনার জন্য ৩৪ লক্ষ কর্মীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

জনগণনা সংক্রান্ত বিশদ তথ্য পাওয়া যাবে ওয়েব পোর্টালে। আরজিআই আরও জানিয়েছে, ডিজিটাল জনগণনা হল ভারতের আধুনিকীকরণের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই প্রথম সংগৃহীত তথ্য প্রযুক্তিগতভাবে কেন্দ্রীয় সার্ভারে জমা পড়বে। এর ফলে জনগণনার তথ্য অনেক তাড়াতাড়ি প্রকাশ করা সম্ভব হবে। এর আগের জনগণনাগুলিতে প্রাথমিক তথ্য পেতে কমপক্ষে ২-৩ বছর সময় লেগেছে। এবার অনেক আগেই সেই তথ্য বিন্যাস এবং বিশ্লেষণের কাজ শেষ হয়ে যাবে। আরজিআইয়ের পোস্টে বলা হয়েছে, 'ইংরেজি, হিন্দি এবং আঞ্চলিক ভাষাগুলিতে মোবাইল অ্যাপ (অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস) ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। গণনাকারীরা তথ্য সংগ্রহের জন্য তাঁদের নিজস্ব ডিভাইস ব্যবহার করবেন।... একটি ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে স্ব-গণনার বিকল্পও পাবেন নাগরিকরা। এটি জনগণনার দুই স্তরের জন্য উপলব্ধ থাকবে।'

অ্যাপের মাধ্যমে নাম নথিভুক্তির সুযোগ

২৬/১১'র মূলচক্রী রানার স্বীকারোক্তি

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই : মুম্বই হামলার তিনদিন ধরে চলা সন্ত্রাসী হামলার অন্যতম মূলচক্রী তাহাউর হুসেন রানার মুখের আগল ভাঙতে সমর্থ হলেন এনআইএ গোয়েন্দারা। জেরার ধাক্কায় রানা স্বীকার করেছেন, ২০০৮-এর ২৬ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া জঙ্গিহানা চলাকালীন তিনি মুম্বইয়েই ছিলেন। হামলার অপর চক্রী ডেভিড হেডলি ও তিনি লস্করের কাছ থেকেই প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই মুম্বই সন্ত্রাসের সঙ্গে পুরোপুরি যুক্ত।

রানা জেরায় জানিয়েছেন, লস্কর-ই-তৈবা একটি গুপ্তচর নেটওয়ার্ক হিসেবে ভারতে কাজ করে। রানা মুম্বইয়ে একটি ইমিগ্রেশন সেন্টার খোলার পরিকল্পনা করে সেন্টারের মধ্যে দিয়ে আর্থিক ও ব্যবসায়িক লেনদেন চালানোর ছক ছিল তাঁর। মায়ানগরীতে জঙ্গিহানার আগে ছত্রপতি শিবাজি মহারাজা টার্মিনাস সহ মুম্বইয়ের একাধিক জায়গা খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন তিনি। শুধু লস্কর, হরকত উল জিহাদি ইসলামি সংগঠনের সঙ্গেই নয়, পাক সেনার সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

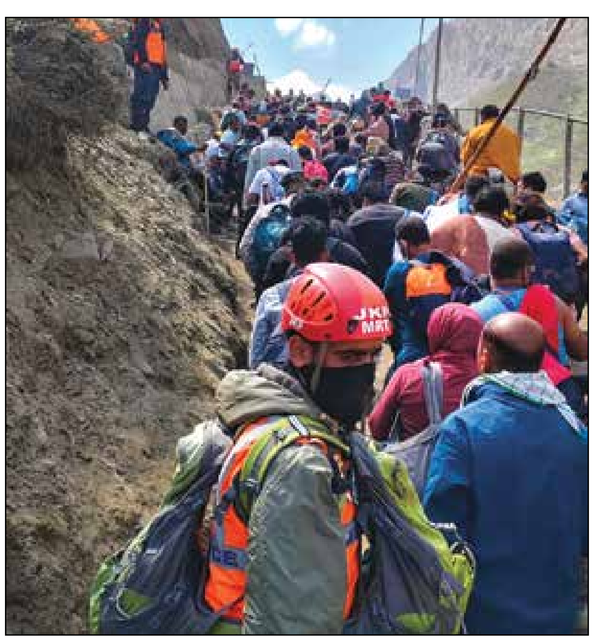

অমরনাথের পথে পুণ্যার্থীরা। সোমবার।

লাইন ডুবে, আটকে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস

ভুবনেশ্বর, ৭ জুলাই : ভারী বৃষ্টির কারণে ডুবেছে রেললাইন। যার জেরে প্রায় ৭ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে রইল বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। রবিবার ওড়িশার কেওনঝড় জেলার গুহালিডিহি স্টেশনের কাছে এই ঘটনাটি ঘটে। ফলে চরম ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা।

রবিবার ভারী বৃষ্টির কারণে ওড়িশার বিভিন্ন এলাকায় রেল পরিষেবা ব্যাহত হয়। টাটানগর থেকে বেরহামপুর যাওয়ার পথে বন্দে ভারত এক্সপ্রস গুহালিডিহি স্টেশনের কাছে দাঁড়িয়ে যায়। তখন রেললাইনের ওপর প্রায় তিন ফুট জল জমে গিয়েছিল। জল না নামায় ট্রেনটিকে কেন্দুঝারগড় স্টেশনে অন্য একটি ইঞ্জিন দিয়ে টেনে আনা হয়। পরে প্রায় সাত ঘণ্টা পর যাত্রা শুরু করে ট্রেনটি। দীর্ঘ সময় আটকে থাকায় রেল কর্তৃপক্ষের ওপর ক্ষুব্ধ যাত্রীরা। যদিও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

টেক্সাসে মৃত্যু ছাড়াল ৮০

টেক্সাস, ৭ জুলাই : টেক্সাসে কয়েকদিনের বৃষ্টি-বন্যার সঙ্গী এবার ভূমিধস। প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃতের সংখ্যা ৮০ ছাড়িয়েছে। মৃতদের মধ্যে রয়েছে ২৮টি শিশু। সবচেয়ে বিপর্যস্ত কেরভিল। সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, বন্যা কবলিত এলাকায় গাছের ডালে ঝুলছে দেহ, নদীতে লেগেছে মাছের মড়ক। টেক্সাসের ইতিহাসে অন্যতম বড় বিপর্যয় বলে ঘোষণা করেছেন। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে শুক্রবার সেখানে যেতে পারেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

প্রকাশ্যে খুন

চণ্ডীগড়, ৭ জুলাই : পঞ্জাবে প্রকাশ্যে খুন হলেন এক ব্যবসায়ী। সোমবার সকালে আবোহার শহরের ঘটনা। মৃত সঞ্জয় ভার্মা পেশায় পোশাক ব্যবসায়ী। দোকানের সামনে গাড়ি থেকে নেমে মাস্ক পরা তিন দুষ্কৃতী সঞ্জয়কে লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি চালায়। তাতেই মৃত্যু হয়। ঘটনার দায় স্বীকার করেছে লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাং।

'রাফাল নিয়ে মিথ্যা প্রচার'

নয়াদিল্লি ও প্যারিস, ৭ জুলাই : অপারেশন সিঁদুরের সময় ভারতকে তিন শত্রুর সঙ্গে লড়তে হয়েছে। পাকিস্তান ছাড়া বাকি দুটি দেশ হল তুরস্ক ও চিন। ওই দুটি দেশ পাকিস্তানকে সব দিক থেকে সহায়তা করেছিল। অতিসম্প্রতি ভারতীয় সেনার ডেপুটি চিফ অফ আর্মি স্টাফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাহুল আর সিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত অনুষ্ঠানে মন্তব্যটি করেছিলেন। এবার পাকিস্তানের 'চির মিত্র' চিনের তরফে রাফাল যুদ্ধবিমানের কর্মক্ষমতা নিয়ে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। এই দাবি করল ফরাসি গোয়েন্দা সংস্থা। তাদের আরও দাবি, চিন এই অপকর্ম কাণ্ডে বিভিন্ন দেশে তাদের দূতাবাসগুলিকে ব্যবহার করছে।

ফ্রান্সের শীর্ষকর্তারা জানিয়েছেন, রাফাল নিয়ে চিনের দাবি ডাহা মিথ্যে। রাফাল প্রস্তুতকারী সংস্থা ড্যাসল্ট অ্যাভিয়েশনের কর্তারা জানিয়েছেন, সিঁদুর অভিযানের পর থেকেই রাফাল যুদ্ধবিমান সম্পর্কে ভুল তথ্য ছড়াচ্ছে চিন, পাকিস্তান। ফরাসি গোয়েন্দা সংস্থার বক্তব্য, আসলে নিজের সমরাস্ত্র বিক্রি করতে ব্যবসায়িক প্রচারে ভারত-পাক সংঘর্ষের প্রসঙ্গ টেনে রাফাল যুদ্ধবিমান কাজের নয় বলে বোঝাচ্ছে চিন। গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, ফ্রান্সের সঙ্গে রাফাল বিক্রি নিয়ে যে সমস্ত দেশের কথাবার্তা এগিয়েছে, সেইসব দেশকে রাফাল না কেনার পরামর্শ দিচ্ছে চিন। তাদের চিনা যুদ্ধবিমান কেনার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। অপারেশন সিঁদুরে রাফায়েল ব্যাবহার করে সাফল্য এসেছে, ভারতীয় সেনা জানিয়েছে। এদিকে নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক ফরাসি সামরিক কর্তার অভিযোগ, রাফালের ব্যর্থতা প্রমাণে ভাঙা যুদ্ধবিমানের ভুয়ো ছবি, ভিডিও দেখানো হচ্ছে।

দাবি ফরাসি গোয়েন্দা সংস্থার

মোদির শুভেচ্ছায় ফের সতর্ক করল চিন

বেজিং, ৭ জুলাই : তিব্বতি আধ্যাত্মিক গুরু দলাই লামার ঘটা করে জন্মদিন পালন এবং তাঁর উত্তরসূরি বাছাই নিয়ে ফের সুর চড়াল চিন। সোমবার তাদের নয়া দাবি, ভারতে 'রাজনৈতিক নির্বাসন'-এ রয়েছেন দলাই লামা। এমন একজন ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে চিন। দলাই লামার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে ভারতীয় মন্ত্রীদের যোগ দেওয়া নিয়ে রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিয়েছে চিনের বিদেশমন্ত্রক।

মন্ত্রকের মুখপাত্র মাও নিং বলেন, 'তিব্বত নিয়ে বেজিংয়ের অবস্থানে কোনও বদল আসেনি। দলাই লামা রাজনৈতিক কারণে নির্বাসিত একজন ব্যক্তি। তিনি ধর্মের আড়ালে জিজাং (তিব্বতের চিনা নাম)-কে চিন থেকে আলাদা করার চেষ্টা করেছিলেন। ভারতের উচিত জিজাং সংক্রান্ত বিষয়গুলির সংবেদনশীলতাকে উপলব্ধি করা। মেনে নেওয়া যে ১৪তম দলাই লামা হলেন একজন বিচ্ছিন্নতাবাদী ব্যক্তিত্ব। জিজাং সম্পর্কে ভারত যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তাদের উচিত সেগুলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।' চিনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের জন্য দিল্লি দলাই লামাকে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেন নিং। দলাই লামার জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে তিব্বতি ধর্মগুরুকে 'প্রেম, করুণা, ধৈর্য এবং নৈতিক শৃঙ্খলার স্থিতিশীল প্রতীক' বলে উল্লেখ করেছিলেন মোদি। জন্মদিনের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন কেন্দ্র ও একাধিক রাজ্যের মন্ত্রী সহ বহু বিশিষ্ট মানুষ।

জন্মদিনে দলাই লামার শুভেচ্ছা কিরেন রিজিজুর। -ফাইলচিত্র

দীপিকার আট ঘণ্টায় বিতর্কের ঝড় দক্ষিণেও

দীপিকা বিতর্কে পরিচালক সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গার পাশেই দাঁরালেন রশ্মিকা মান্দানা। দীপিকা পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, আট ঘণ্টার বেশি তিনি কাজ করবেন না। সেই জন্যই 'স্পিরিট' থেকে বাদ পড়তে হয়েছে তাঁকে। এর পরেই রানা দগগুবতি থেকে প্রিয়াঙ্কা, জ্যাকলিন, অজয় দেবগন, কাজল সকলেই মুখ খুলেছেন। এবার কথা বললেন রশ্মিকা।

অভিনেত্রীর অকপট মন্তব্য, ৮ ঘন্টা কেন সিনেমার স্বার্থে ১২ ঘন্টাও কাজ করতে হবে।

সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে দীপিকার বিষয়ে প্রশ্ন করলে অভিনেত্রী বলেন, 'অবশ্যই এটি তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। চুক্তি সই করার আগে পরিচালকের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে কথা বলে নেওয়া উচিত। তবে আমি অনেক ইন্ডাস্ট্রিতেই কাজ করেছি, সকলের নিয়ম আলাদা হয়।'

অভিনেত্রী বলেন, কন্নড়, তামিল, তেলুগু ছবিতে যেমন আমি ৮ ঘন্টা কাজ করেছি তেমন হিন্দি ছবিতে কাজ করতে হয়েছে ১২ ঘন্টা। তবে একসঙ্গে একটানা ৩৬ ঘন্টাও কাজ করেছি আমি। সবথেকে কষ্টকর পরপর ৩ দিন বাড়ি ফিরতে না পারা, ব্যাপারটা সত্যি ভীষণ কষ্টকর।'

অভিনেত্রী আরও বলেন, 'তবে দিনের শেষে আমার কাজের ক্ষেত্রে যদি ১২ ঘন্টা বা ১৬ ঘন্টা প্রয়োজন হয় তাহলে আমি সেটা দিতে বাধ্য। রশ্মিকার কথা শুনে স্পষ্ট, তিনি দীপিকার সঙ্গে মোটেই একমত নন।'

আইনি বিপাকে মহেশ বাবু, নোটিশ জারি

মহেশ বাবু আবার বিপাকে। যে সংস্থার জমির প্রোজেক্টের অস্তিত্ব নেই, সেই সংস্থার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হয়ে এখন খেসারত দিতে হচ্ছে তাঁকে। একটি আইনি রিপোর্টে বলা হয়েছে, হায়দরাবাদের এক চিকিৎসক অভিযোগ করেছেন, যে প্লটের অস্তিত্ব নেই এমন প্লটের জন্য ৩৪.৮ লক্ষ টাকা দেওয়ার পরে তিনি প্রতারণার শিকার হয়েছেন। সাই সূর্য ডেভেলপার্স সংস্থার প্রচার এবং ক্রেতাদের বিভ্রান্ত করার অভিযোগে তৃতীয় উত্তরদাতা হিসাবে মহেশের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। অভিনেতা এবং তাঁর দল এখনও এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি।

চলতি বছরের এপ্রিলে সাই সূর্য ডেভেলপার্স ও সুরানা গ্রুপের আর্থিক তছরুপের মামলায় মহেশকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট।

সাই সূর্য ডেভেলপার্সের মালিক কাঁচারলা সতীশ চন্দ্র গুপ্তার বিরুদ্ধে গ্রিন মিডোস নামে একটি প্রকল্পের ডেলিভারি গাফিলতির অভিযোগে পুলিশি তদন্তের মুখে পড়েছিলেন। মহেশ বাবু এই প্রকল্পের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর ছিলেন এবং চেক এবং নগদের মাধ্যমে তাঁকে এর জন্য ৫.৯ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল বলে জানা গেছে। সূত্র সংবাদ সংস্থাকে জানিয়েছিল যে অভিনেতাকে অভিযুক্ত হিসাবে তদন্ত করা হচ্ছে না এবং তিনি এই কেলেঙ্কারিতে জড়িত নাও থাকতে পারেন। তাঁরা জানিয়েছিলেন যে তিনি 'অভিযুক্ত জালিয়াতির বিষয়ে না জেনেই অভিযুক্ত সংস্থাগুলির রিয়েলটি প্রকল্পগুলিকে সমর্থন করে থাকতে পারেন। তবে তেলেঙ্গানার রঙ্গা রেড্ডি জেলা উপভোক্তা কমি শন এই টলিউড অভিনেতার নামে নোটিশ জারি করেছে।

রাহুল-শ্রদ্ধার ছবি, রাগলেন রবিনা

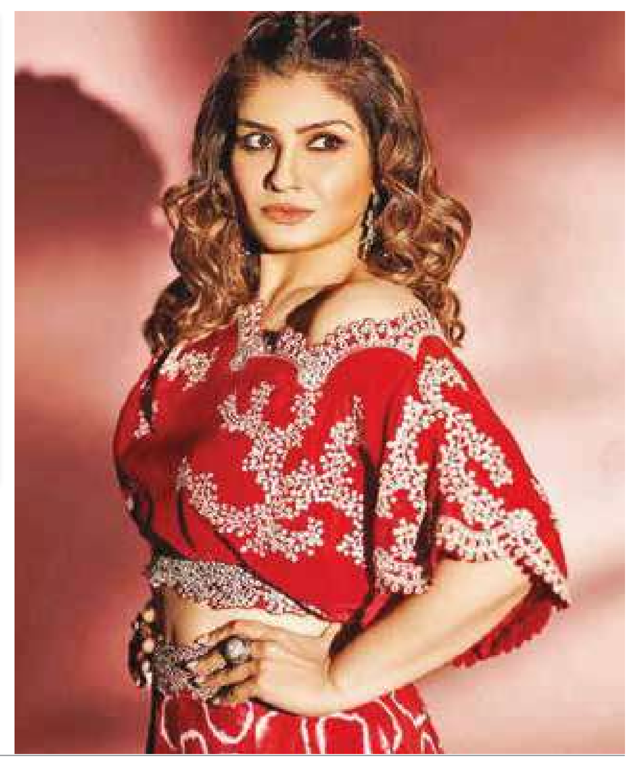

অভিনেত্রী রবিনা ট্যান্ডন বেশ রেগেই সোশ্যাল মিডিয়ায় সকলের 'গোপনীয়তা রক্ষার' বিষয়ে একটি পোস্ট করেছেন। ঘটনা ঘটেছে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে অভিনেত্রী শ্রদ্ধা কাপুর ও লেখক রাহুল মোদীর ভ্রমণের সময়। ওঁরা পাশাপাশি বসেছিলেন। শ্রদ্ধা রাহুলকে নিজের ফোনে কিছু দেখাচ্ছিলেন। বিমানের এক কর্মী সম্মতি না নিয়েই ওঁদের দুজনের একটি ভিডিও করে পোস্ট করে দেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে রবিনা ট্যান্ডন এ ঘটনার সমালোচনা করে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করে লেখেন, 'এটা গোপনীয়তাতে হস্তক্ষপ। ওই কর্মীর এটা জানা উচিত ছিল। ওঁদের সম্মতি নেওয়া উচিত ছিল। একজন ক্রিউ মেম্বারের কাছ থেকে এটা আশা করা যায় না।' নেটমহলে কেউ একে ফ্যান মোমেন্ট বলেছে, আবার কেউ বলেছে গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপই বটে। উল্লেখ্য, রাহুল ও শ্রদ্ধার আলাপ হয় তু ঝুঠি ম্যায় মক্কার ছবির সময়। এ ছবির লেখক রাহুল। তারপর থেকেই ওঁদের বন্ধুত্ব প্রেমের দিকে গড়ায়।

সারার সঙ্গে প্রেম, রণবীর বিতর্কে

ধুরন্ধর-এর টিজার বেরোনোর পর সারা অর্জুন চর্চায়। তিনি ছবির নায়িকা। ছবির নায়ক রণবীর সিং বিতর্ক। রণবীর ৪০ বছর বয়সে ২০ বছরের সারার সঙ্গে প্রেম করছেন পর্দায়—এটা অনেকেই মানতে পারছেন না। বাস্তবিকই দুজনের বয়সের ফারাক বেশ স্পষ্ট। সারা ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়েছেন শিশুশিল্পী হিসেবে। সলমন খানের জয় হো, এক থি ডায়ন-এর মতো ছবি, অজস্র বিজ্ঞাপন ছবি এবং শর্ট ফিলমে তিনি অভিনয় করেছেন। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র চিয়ান বিক্রম অভিনীত দক্ষিণী ছবিতে। এখানে সারা মানসিক রোগী বিক্রমের মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করেন। ক্লাইম্যাক্সে তাঁদের অভিনয় অনেকেরই চোকখে জল এনে দেয়। সেই মেয়ে এখন হিন্দি ছবির নায়িকা। তার ওপর রণবীর সিংয়ের সঙ্গে পর্দায় প্রেম--- আগ্রহ বাড়বেই তো।

ডন ৩ : শাহরুখ ও প্রিয়াংকা একসঙ্গে?

বহু প্রতীক্ষিত ডন ৩-এর নায়ক রণবীর সিং। পরিচালনায় ফারহান আখতার। এবার ছবি নিয়ে নতুন তথ্য, ছবিতে শাহরুখ খান সম্ভবত ক্যামেও করবেন। ফারহান শাহরুখের সঙ্গে দেখা করে ছবির গল্প, শাহরুখের চরিত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন। শাহরুখ এখন কিং ছবির শুটিং নিয়ে ব্যস্ত। তবু তিনি গল্প পছন্দ করেছেন এবং ক্যামেও করবেন বলে সম্মতি দিয়েছেন। এখানেই শেষ নয়। শোনা যাচ্ছে, প্রিয়াংকা চোপড়াকেও ছবিতে নিয়ে আসার চেষ্টা চালাচ্ছেন নির্মাতারা এবং তিনি নাকি ছবিতে থাকবেনও। যদি তাই হয়, ১৫ বছর পর শাহরুখ ও প্রিয়াংকা একসঙ্গে কাজ করবেন। সেক্ষেত্রে আগামী বছর জানুয়ারিতেই শুটিং হবে এবং ছবির মুক্তি হবে ২০২৬-এর ডিসেম্বরে। উল্লেখ্য, শাহরুখ ও প্রিয়াংকা শেষ একসঙ্গে কাজ করছিলেন ডন ২-তে। শাহরুখ হয়েছিলেন ডন এবং প্রিয়াংকা রোমা, এক ইন্টারপোল অফিসার যে তার ভায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে চায়। ২০১১ সালের পর থেকে তাঁদের আর একসঙ্গে দেখা যায়নি। আবার ডন ৩-এর নায়িকা নিয়েও চর্চা হচ্ছে। কিয়ারা আডবানি প্রথমে নায়িকা হতেন, অন্তঃস্বত্তা বলে তিনি ছবি থেকে সরে গিয়েছেন। গত রবিবার রণবীর সিংয়ের ৪০-তম জন্মদিনে কৃতি শ্যানন তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ে পোস্ট করেছেন এবং সবশেষে লিখেছেন, 'তোমার সঙ্গে খুব শিগগির কাজ করব'। এতে করে তিনি রণবীরের সঙ্গে কাজ করার ইঙ্গিত দিয়েছেন এবং ধরে নেওয়া হচ্ছে সে প্রোজেক্টের নাম ডন ৩।

ব্যাডমিন্টন তারকার মেয়ের নামকরণে আমির

সিতারে জমিন পর পর্দা কাঁপাচ্ছে। তার মধ্যেই আমির খান সম্প্রতি তিনি এক বিশেষ অনুষ্ঠানে হাসি কান্না আর গর্বের মুহূর্ত তৈরি করলেন। বিশিষ্ট তামিল অভিনেতা বিষ্ণু বিশাল ও ব্যাডমিন্টন তারকা জোয়ালা গাট্টার মেয়ের নামকরণ করলেন তিনি। এই মেয়ের নামকরণের জন্যই সুপারস্টার মুম্বাই থেকে হায়দেরাবাদে গেলেন। তার নাম রেখেছেন মীরা। অভিভূত বিষ্ণু ও জোয়ালা এই মুহূর্তের ছবি পোস্ট করেছেন। আমিরের কোলে মীরাকে দেখা যাচ্ছে, সঙ্গে বিষ্ণু ও জোয়ালা। জোয়ালা লিখেছেন, আমাদের মীরা। আর কিছুই চাইবার নেই। … আমির, তোমাকে ধন্যবাদ, এই সুন্দর আর ভাবনাপ্রসূত নামের জন্য' । বিষ্ণু আমিরকে ধন্যবাদ দিয়ে লিখেছেন, …মীরা মানে শর্তহীন ভালোবাসা ও শান্তি। সফরের এই পর্বে আমির স্যারের থাকা ম্যাজিকের মতো…' বিষ্ণুকে সম্প্রতি দেখা গিয়েছে লাল সেলাম-এ, পরিচালনায় ঐশ্বর্য রজনীকান্ত।

রামায়ণ নিয়ে সীতার রাগ

নীতিশ তিওয়ারির রামায়ণে রামের বাবা দশরথের চরিত্রে কে আছেন, জানেন? অরুণ গোভিল। সেই অরুণ গোভিল, যিনি রামানন্দ সাগরের ম্যাগনাম অপাস টিভি শো রামায়ণে রামের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।

তবে অরুণ গোভিলকে এখানে দশরথের ভূমিকায় রাখা নিয়ে দীপিকা চিকালিয়া বেশ অসন্তুষ্ট। দীপিকা ওই টিভি শো-তে সীতার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। অরুণ গোভিল নীতিশ তিওয়ারির ছবিতে গেছেন শুনে দীপিকা বলেছেন যে, এই পালাবদলটা ব্যক্তিগত জায়গা থেকে তিনি মানতে পারছেন ন। অবশ্য যেটা যাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার, তা নিয়ে মাথা গলাতে চান না দীপিকা। তববে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন যে, তাঁর কাছে যে যে চরিত্রের সঙ্গে ওতপ্রোত, তার বাইরে তাঁকে ভাবতেও পারেন না। দীপিকার কাছে অরুণ মানেই রাম। সেই ভাবনাটা এবার ধাক্কা খাবে তাঁর কাছে।

ছোট্ট তারা

ময়নাগুড়ি ২ নম্বর বিএফপি স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী রিমি সাহা ২০২৫ সালে জলপাইগুড়ি জেলা ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

করলার আবর্জনা সাফাই করছে পুরসভা

মাটি তুলবে খনিজ নিগম

পূর্ণেন্দু সরকার ও অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৭ জুলাই : তিস্তার পর এবার করলা নদী থেকেও মাটি তুলবে রাজ্যের মিনারেল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন। রাজ্য সেচ দপ্তর থেকে নিগমকে চিঠি দিয়ে করলা নদী থেকে কাদা-মাটি উত্তোলনের আবেদন জানানো হয়েছে। এদিকে তিস্তা নদীর পর ডুয়ার্সের ঘিস নদীতেও বালি উত্তোলনের বরাত দেওয়া হয়েছে তাদের। বর্ষার পরেই তিস্তা ও ঘিস থেকে বালি এবং করলা থেকে মাটি উত্তোলনের কাজ শুরু হবে।

জলপাইগুড়ি শহরের করলা নদীর গভীরতা বাড়ানোর জন্য ড্রেজিংয়ের পরিকল্পনা দীর্ঘদিনের। প্রথমে সেচ দপ্তর নিজেই করলায় ড্রেজিং করে মাটি তুলবে বলে ঠিক হয়েছিল। পরে রাজ্যের সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া জলপাইগুড়ির জেলা প্রশাসনকে করলার বুক থেকে মাটি কাটতে বলেন। কিন্তু জেলা প্রশাসন নিজেরা করতে পারবে না বলে সেচ দপ্তরকে জানিয়ে দেয়। তারপর জলপাইগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়ও সম্প্রতি সেচমন্ত্রী জলপাইগুড়িতে এলে লিখিতভাবে করলা, ধরধরা নদীতে ড্রেজিং করার আবেদন সেচমন্ত্রীকে জানান। সেচমন্ত্রী কলকাতা ফিরে নিগমকে তা করানোর জন্য নির্দেশ দেন।

সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক বলেন, 'আমরা মিনারেল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনকে করলা থেকে মাটি কাটার জন্য বলেছি। তারা রাজি হয়েছে।'

এদিকে, ভারী বৃষ্টি শুরু হলে কোনও নদীতেই ড্রেজিং করা যাবে না বলে নিগম জানিয়েছে। নিগমের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার একে সিং বলেন, 'তিস্তার বালি উত্তোলনের অনুমতি আগেই পেয়েছি। এখন মালবাজারের ঘিস নদীর কিছু অংশের বালি তোলার ড্রেজিংয়ের অনুমতি পেয়েছি। কিন্তু নদীতে জল থাকায় মাপজোখ করা যাচ্ছে না। জলস্তর কমলেই মাপজোখ শুরু হবে।' করলা নদীবক্ষ থেকে মাটি উত্তোলনের প্রস্তাব কলকাতায় রাজ্য নিগমের দপ্তরে অনুমোদনের জন্য গিয়েছে। তবে এই তিনটি নদী থেকে বালি ও মাটি তোলার কাজ বর্ষার বিদায়ের পরই শুরু করা হবে বলে তিনি জানান।

একসময় তিস্তার ড্রেজিং করার জন্য ৩২ কিমি নদীবক্ষজুড়ে সেচ দপ্তর খরচ ধরেছিল ৫৬৫ কোটি টাকা। কিন্তু সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া সাফ জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে একটি টাকাও খরচ করা হবে না ড্রেজিং করার জন্য। নিগমকে বরাত দেওয়া হয়েছে। তারাই রাজ্যের কোষাগারে বালি ও মাটি বিক্রি করে উলটে রাজস্ব এনে দেবে।

আগামী ৫ বছর ধরে তিস্তা নদীতে জায়গাবিশেষে ধাপে ধাপে বালি উত্তোলন করবে নিগম। ঘিস নদীর কিছু অংশেও ড্রেজিং করা হবে। শুধুমাত্র জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সামনে থেকে জুবিলি পার্ক হয়ে তিস্তা-করলার মোহনা পর্যন্ত করলা থেকে মাটি তুলবে নিগম।

করলা সাফাইয়ে নেমেছে পুরসভার নৌকা। সোমবার।

অন্যদিকে, দূষণে জর্জরিত করলা নদী থেকে কচুরিপানা ও আবর্জনা সরাতে উদ্যোগী হল জলপাইগুড়ি পুরসভা। দু'দিনের বৃষ্টিতে জমে থাকা কচুরিপানা, আগাছা কিছুটা সরলেও কিং সাহেব ঘাট এবং ৯ নম্বর ওয়ার্ডের পাশে এখনও জমে জঞ্জাল। এমনিতেই করলা নদীর দূষণ, নাব্যতা, জীববৈচিত্র্যে হতকুৎসিত দশা নিয়ে পরিবেশপ্রেমীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ। তার ওপর আবর্জনা, আটকে থাকা থার্মোকল, পশুর মৃতদেহ ও তার দুর্গন্ধে শহরবাসীর প্রাণ ওষ্ঠাগত। আশঙ্কা এর থেকে ছড়াতে পারে বিভিন্ন রোগ। সেই কথা মাথায় রেখে রবিবার করলা নদী সাফ করতে নৌকা নামিয়ে কাজ শুরু করেছে পুরসভা।

চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল বলেন, 'আমরা ইতিমধ্যে সেচ দপ্তরের সঙ্গে কথা বলেছি। করলার ড্রেনেজ ও পরিষ্কারের বিষয়ে তাদের তরফে সবুজ সংকেত মিলেছে। কিন্তু কাজ কিছু এগোয়নি। তাই নদীর দূষণের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে আমাদের সাধ্য অনুযায়ী সাফাই করছি।'

আগের ঘটনা

- প্রথমে সেচ দপ্তর নিজেই করলায় ড্রেজিং করে মাটি তুলবে বলে ঠিক হয়েছিল
- পরে রাজ্যের সেচমন্ত্রী জলপাইগুড়ির জেলা প্রশাসনকে করলার বুক থেকে মাটি কাটতে বলেন
- কিন্তু জেলা প্রশাসন নিজেরা করতে পারবে না বলে সেচ দপ্তরকে জানিয়ে দেয়
- সেচমন্ত্রী নিগমকে দিয়ে কাজটি করানোর জন্য নির্দেশ দেন

নিউ মাল জংশনে রেলের জমি পরিদর্শনে সাংসদ জয়ন্ত রায়। সোমবার।

খাজনা বাড়ায় চিন্তা ব্যবসায়ীদের, আশ্বাস সাংসদের

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ৭ জুলাই : মাল শহরের ঘড়ি মোড় চত্বরে রেলের জমিতে থাকা দোকানের খাজনা বৃদ্ধিতে উদ্বিগ্ন ব্যবসায়ীরা সাংসদের দ্বারস্থ হলেন। রেলের নতুন নিয়ম অনুযায়ী, জায়গার মূল্যের উপর ১০ শতাংশ খাজনা জমা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে ১৮ শতাংশ জিএসটি দিতে হবে। ফলে মাথায় হাত দোকানদারদের। সোমবার তাঁরা ফের জলপাইগুড়ির সাংসদের সঙ্গে দেখা করে কথা বলেন। তাঁদের আর্জি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন সাংসদ জয়ন্তকুমার রায়। এছাড়া স্টেশন চত্বরে নেশার ঠেক ও রেল হাসপাতালের সামনে অস্থায়ী ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরির অভিযোগের প্রেক্ষিতে রেল পুলিশকে কড়া নির্দেশ দেন তিনি।

২৬ জুন রেলের জমিতে থাকা ১৭টি দোকানকে বকেয়া খাজনা জমার নোটিশ পাঠায় রেল। ২ জুলাই পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। কিন্তু ধার্য বরাদ্দের অঙ্ক দেখে মাথায় হাত ব্যবসায়ীদের। সময়সীমার মধ্যে এত টাকা জমা দিতে তাঁরা অপারগ। ৩০ জুন সাংসদ মালবাজারে এলে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এই ব্যবসায়ীরা। পরে ১ তারিখে আলিপুরদুয়ারের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের সঙ্গেও দেখা করেন তাঁরা। তবে তাতে কোনও সুরাহা হয়নি। সোমবার অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় নির্মীয়মাণ নিউ মাল জংশন পরিদর্শনে সাংসদ এলে, ফের তাঁর সঙ্গে দেখা করেন ওই দোকানদাররা।

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য নামে এক দোকানি বলেন, 'এত বছর ধরে ব্যবসা করছি, সময়মতো খাজনা মিটিয়ে দিই। হঠাৎ এত টাকা খাজনা বেড়ে যাওয়ায় দুশ্চিন্তায় আছি। তাই সাংসদের দ্বারস্থ হলাম। সাংসদ জয়ন্ত রায় বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।'

সোমবার পরিদর্শনের পর পুলিশকে কড়া ভাষায় সাংসদ জয়ন্ত বলেন, 'টাউন স্টেশন চত্বরে নেশার আসর বসে এবং রেল হাসপাতালের সামনে অস্থায়ী ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরি হয়েছে। এই নিয়ে পুরোনো অভিযোগ আছে।' গতমাসে একবার স্টেশন পরিদর্শন করেন সাংসদ। নিউ মাল জংশনের সঙ্গে স্থানীয়দের দাবি মেনে ওদলাবাড়ি স্টেশনেও যান তিনি।

> এত বছর ধরে ব্যবসা করছি, সময়মতো খাজনা মিটিয়ে দিই। হঠাৎ এত টাকা খাজনা বেড়ে যাওয়ায় দুশ্চিন্তায় আছি। তাই সাংসদের দ্বারস্থ হলাম। সাংসদ জয়ন্তকুমার রায় বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।
>
> **ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য** *দোকানি*

সাংবাদিকদের জয়ন্ত বলেন, 'ব্যবসায়ীদের দাবি ছিল মাল্টিপারপাস কমিউনিটি হল তৈরি হোক মাল শহরে। আমি ডিআরএমের সঙ্গে আলোচনা করেছি। আশা করছি, ময়দানের পাশেই হলটি হবে। আগামীদিনে ডুয়ার্স থেকে সিকিমগামী রেল চালুর কথাও ভেবে দেখা হচ্ছে।'

পরিদর্শনে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দল

জলপাইগুড়ি, ৭ জুলাই : পুর এলাকায় বায়োটয়লেট এবং যে সকল বাড়িতে শৌচাগার ছিল না, স্বচ্ছ ভারত মিশনের অধীনে পুরসভার তরফে সেসব তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। এরপরও নদীর পাড়ে কিংবা খোলা মাঠে শৌচকর্ম হচ্ছে কি না যাচাই করতে এমন এলাকা পরিদর্শন করল কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দল। সোমবার দুপুরে জলপাইগুড়ি পুরসভায় এসে পুর আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে শহরের বিভিন্ন জায়গায় যায় এই দল এবং তারা বায়োটয়লেট, কমিউনিটি টয়লেট পরিদর্শন করে।

শুধু তাই নয়, যে সকল বাড়িতে স্বচ্ছ ভারত মিশনের অধীন শৌচাগার তৈরি করেছে পুরসভা, সেসব বাড়িতে গিয়েও কথা বলে তারা। প্রতিনিধিদলের তরফে কোনও বক্তব্য না মিললেও পুরসভার কাজে খুশি তারা বলে জানা গিয়েছে। পুরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল বলেন, 'কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল এসে সার্ভে করে গিয়েছে। তাদের পর্যবেক্ষণে কোনও সমস্যা বা অভিযোগ উঠে আসেনি।'

ভাঙা স্প্রিংপোস্টে দুর্ঘটনা

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ৭ জুলাই : যানজট ও দুর্ঘটনা এড়াতে বিভিন্ন স্থানে ময়নাগুড়ি ট্রাফিক পুলিশের লাগানো স্প্রিংপোস্ট এখন দুর্ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে স্প্রিংপোস্টগুলি ভেঙে রয়েছে। যা থেকেই নিত্যদিন ঘটছে দুর্ঘটনা। ট্রাফিক সপ্তাহ পালনের পাশাপাশি এই স্প্রিংপোস্টগুলি রক্ষণাবেক্ষণের দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। ময়নাগুড়ি থানার ট্রাফিক পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, দ্রুত বেহাল স্প্রিংপোস্টগুলো নতুন করে লাগানো হবে।

যানজট সমস্যা নিরসনের পাশাপাশি দুর্ঘটনা এড়াতে রাস্তাকে দু'ভাগে বিভক্ত করতে ময়নাগুড়ি ট্রাফিক মোড়, জাগৃতি মোড়, দুর্গাবাড়ি মোড়, ওভারব্রিজ সংলগ্ন বাইপাস যাওয়ার রাস্তা সহ নানা জায়গায় স্প্রিংপোস্ট লাগানো হয়েছিল। পোস্টগুলি এমনভাবে তৈরি হয় যাতে গাড়ির ধাক্কা লাগলেও ভেঙে না যায়। তবে বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানোর ফলে ও বড় গাড়ির টায়ারের চাপায় পড়ে দীর্ঘদিন রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বহু স্প্রিংপোস্ট ভেঙে গিয়েছে। কিন্তু সেগুলি সরানো হয়নি। যা দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ময়নাগুড়ির বিভিন্ন প্রান্তে ভাঙা অবস্থায় এভাবেই পড়ে রয়েছে স্প্রিংপোস্ট।

বিশেষ করে দুই চাকার বাইক, টোটো ও সাইকেল আরোহীদের জন্য খুবই বিপজ্জনক এই স্প্রিংপোস্টের ভাঙা অংশগুলো।

বিগত কয়েকদিনে এসব ভাঙা স্প্রিংপোস্টের জন্য বেশ কয়েকটি বাইক দুর্ঘটনা ঘটেছে জাগৃতি মোড় ও ওভারব্রিজ সংলগ্ন এলাকায়। স্থানীয় চার নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বাইক আরোহী প্রদীপ মণ্ডল জানালেন, গত সোমবার এমনই একটি স্প্রিংপোস্টে তাঁর বাইকের চাকা উঠে যাওয়ায় পড়ে গিয়ে অল্পবিস্তর আহত হন তিনি। রাতে ময়নাগুড়ি জাগৃতি মোড় দিয়ে সাইকেল নিয়ে আসার সময় হাসপাতালপাড়ার বাসিন্দা দীপঙ্কর রায়েরও একই অবস্থা হয়।

শনিবার ময়নাগুড়ি ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে ট্রাফিক সপ্তাহ পালনের একাধিক কর্মসূচি নেওয়া হলেও স্প্রিংপোস্টগুলি মেরামত না হওয়ায় ট্রাফিক সপ্তাহ পালনের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ময়নাগুড়ি নাগরিক চেতনার সম্পাদক অপু রাউতের বক্তব্য, 'শুধু বাইক বা সাইকেল আরোহীই দুর্ঘটনার কবলে পড়েছেন তা নয়, হেঁটে যাওয়ার সময়ও ভাঙা স্প্রিংপোস্টে হোঁচট খেয়েও অনেকে আহত হচ্ছেন। ময়নাগুড়ি শহরের রাস্তাঘাট এত চওড়া নয় যে স্প্রিংপোস্ট লাগিয়ে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। এই স্প্রিংপোস্ট লাগানোই ভুল হয়েছে।'

> শুধু বাইক বা সাইকেল আরোহীই দুর্ঘটনার কবলে পড়েছেন তা নয়, হেঁটে যাওয়ার সময়ও ভাঙা স্প্রিংপোস্টে হোঁচট খেয়েও অনেকে আহত হচ্ছেন। ময়নাগুড়ি শহরের রাস্তাঘাট এত চওড়া নয় যে স্প্রিংপোস্ট লাগিয়ে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।
>
> **অপু রাউত** *সম্পাদক ময়নাগুড়ি নাগরিক চেতনা*

সমস্যার সঙ্গে সহমত পুরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ঝুলন সান্যাল। তিনি বলেন, 'দুর্ঘটনা এড়াতে অবিলম্বে নতুন স্প্রিংপোস্ট লাগানো হবে।' একইভাবে ময়নাগুড়ি ট্রাফিক পুলিশের ওসি অতুলচন্দ্র দাস সমস্যার কথা স্বীকার করে জানান, শীঘ্রই ভেঙে যাওয়া স্প্রিংপোস্টগুলির জায়গায় নতুন স্প্রিংপোস্ট লাগানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(সোমবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক

এ পজিটিভ	৪
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	৪
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	১
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	৭
ও নেগেটিভ	০

বিকল পালটে নতুন পথবাতি

ময়নাগুড়ি, ৭ জুলাই : পথবাতির সমস্যা মেটাতে ঠিকাদার সংস্থাকে দেওয়া হয়েছে ছয় মাসের বরাত। এমন ব্যবস্থা করেছে ময়নাগুড়ি পুর কর্তৃপক্ষ। কোথাও বাতি বিকল হলে সেই বিকল বাতি পুরসভা অফিসে জমা দিলে মিলবে নতুন বাতি। ঠিকাদার সংস্থা ঠিকমতো কাজ করছে কি না, সেদিকে নজর রাখবেন এলাকার কাউন্সিলার। সোমবার ময়নাগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান অনন্তদেব অধিকারী জানান, দীর্ঘদিন ধরেই ময়নাগুড়ি পুর এলাকায় পথবাতির সমস্যা ছিল। সমস্যা মেটাতে এই পদক্ষেপ। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলারদের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। চেয়ারম্যান বলেন, 'আমার নিজের ওয়ার্ডের বেশ কয়েকটি বিকল পথবাতি বাড়িতে সংগ্রহ করে রেখেছি। পরবর্তীতে সেগুলি পালটে নতুন পথবাতি লাগানো হবে।'

ফলপট্টির বেহাল রাস্তা

ময়নাগুড়ি, ৭ জুলাই : ময়নাগুড়ি পুরসভার উপর জাগৃতি মোড় হয়ে গার্লস হাইস্কুলের রাস্তা বেহাল অবস্থা দীর্ঘ বছর ধরে। শেষ কবে নাগাদ এই রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছিল তা বলা খুব শক্ত। তবে সেটাও বাম আমলেই। এখানকার নর্দমার সমস্ত নোংরা জল উপচে পড়ে রাস্তার উপর। উপরের পিচ ও নুড়ি পাথরের প্রলেপ উঠে গিয়েছে। এবড়ো খেবড়ো আর গর্তে বোঝাই রাস্তা। এখানে ফলের পাইকারি বাজার রয়েছে। তেমনি শহরের গুরুত্বপূর্ণ ব্যস্ততম রাস্তা।

পাইকারি ফল ব্যবসায়ী রতন মজুমদার বলেন, 'আমাদের বহু দিনের দাবি এই রাস্তা মেরামতির। কিন্তু সেই দাবি পুরন হয়নি। আমাদের ব্যবসার ও ক্ষতি হয়।' সংশ্লিষ্ট ৯ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার গোবিন্দ পাল বলেন, বেশ কয়েকটি রাস্তা নির্মাণ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। আরও কিছু রাস্তার নির্মাণকাজ চলছে। এই রাস্তা নিয়েও পুরসভায় আলোচনা করব।'

তৃণমূল যুব'র কর্মসূচি মিছিল

জলপাইগুড়ি ও মালবাজার, ৭ জুলাই : ২১শে জুলাইয়ের সমর্থনে সোমবার জলপাইগুড়িতে মিছিল করল তৃণমূল যুব কংগ্রেস। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বারলা, সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন, জলপাইগুড়ি টাউন ব্লক তৃণমূল সভাপতি তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ ও জেলা চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায় প্রমুখ। নেতৃত্বে ছিলেন নতুন জেলা যুব সভাপতি রামমোহন রায়। এদিন বিকেলে সমাজপাড়া মোড় থেকে ২১শে জুলাইয়ের প্রচারে মিছিলটি শুরু হয়। এরপর বেগুনটারি, কদমতলা পরিক্রমা করে পুনরায় সমাজপাড়ায় শেষ হয়। এছাড়া, এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন ধূপগুড়ির বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায়।

পাশাপাশি, মালবাজারে তৃণমূল কংগ্রেসের শহিদ দিবস উপলক্ষ্যে প্রস্তুতি সভা করল আইএনটিটিইউসি। সোমবার বিকেলে উদীচী কমিউনিটি হলে তারা একটি সভা করে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন আইএনটিটিইউসি জেলা সভাপতি তপন দে, মাল গ্রামীণ ব্লক সভাপতি সুনীল ওরাওঁ প্রমুখ।

তিস্তাপাড়ের বন্ধুত্ব। সোমবার মানসী দেব সরকারের তোলা ছবি।

পাড়ায় পাড়ায়

ধূপগুড়ি

পার্থেনিয়াম সাফাইয়ে পুরসভা

ধূপগুড়ি, ৭ জুলাই : ধূপগুড়ি শহরের কলেজ রোডের ডিভাইডারে বিষাক্ত পার্থেনিয়ামের বাড়বাড়ন্তের খবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশের পরেই নড়ে বসল পুরসভা। অবশেষে জোরকদমে ডিভাইডারের আগাছা দমন, বিশেষ করে পার্থেনিয়াম সাফাই অভিযানে নামলেন পুরকর্মীরা। এশিয়ান হাইওয়ে সংলগ্ন চৌপথি মোড় থেকে কলেজ রোড বরাবর গণেশ মোড় পর্যন্ত চার কিমি ডিভাইডারজুড়ে সাফাই শুরু হয়েছে। রাস্তার এই অংশে ডিভাইডার কিছুটা উঁচু করার পাশাপাশি দু'পাশে স্টিলের রেলিং দেওয়ার কাজ শুরু হতে চলেছে। রাজ্য পূর্ত দপ্তরের তরফে সেই কাজ করার পরেই পুরোনো মৃত গাছ উপড়ে ডিভাইডারজুড়ে নতুন করে কামিনী চারা পুঁতে দেওয়া হবে।

পুর প্রশাসক বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং বলেন, 'পূর্ত দপ্তরের কাজের অপেক্ষায় ছিলাম আমরা। এই ফাঁকে বর্ষার জল পেয়ে পার্থেনিয়াম সহ আগাছা বেড়ে ওঠে। আপাতত পুরোদস্তুর সাফাই চলছে।'

জলপাইগুড়ি

চুরি গিয়েছে কল, জলের অপচয়

জলপাইগুড়ি, ৭ জুলাই : শহর জলপাইগুড়ির বিভিন্ন ওয়ার্ডে বারবার পুরসভার পানীয় জলের কল চুরির ঘটনায় ব্যতিব্যস্ত জলপাইগুড়ি পুরসভা। কয়েকদিন আগে ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কল চুরি হয়। এবার সেই একই ঘটনা দেখা গেল ৯ নম্বর ওয়ার্ডের পিলখানা কবরখানার পাশের গলিতে। এলাকার মানুষের অভিযোগ, গত দুই-তিনদিন ধরে কল চুরির পর থেকে ওই টাইমকলটি থেকে অঝোরে জল পড়ে চলেছে। এলাকার বাসিন্দা শামিম ইসলাম বলেন, 'সমানে জল পড়ে নষ্ট হচ্ছে। কাউন্সিলারকে জানিয়েও লাভ হয়নি।'

তবে শুধু এই এলাকার কল নয়, শহরের বেশ কিছু এলাকায় এমন পানীয় জলের কল চুরি হচ্ছে বলে পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে। বারবার কল লাগালেও সেগুলো পুনরায় চুরি যাচ্ছে। ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও যোগাযোগ করা যায়নি। পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বহুদিন ধরে এরকম কল চুরির ঘটনার খবর আমাদের কাছে আসছে। আমরা কল লাগিয়ে দিলেও আবার চুরি হচ্ছে। আমরা খবর পেয়েছি, কিছু তরুণ নেশার টাকা জোগাতে এগুলো চুরি করছে। আমরা ইতিমধ্যে পুলিশকে বিষয়টি জানিয়েছি।'

তথ্য : সপ্তর্ষি সরকার এবং অনীক চৌধুরী

গোলার বরফ কতটা স্বাস্থ্যকর, উঠছে প্রশ্ন

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৭ জুলাই : মুম্বইয়ের বিখ্যাত 'গোলা' ধীরে ধীরে বিস্তার করতে শুরু করেছে এ রাজ্যেও। এই গরমে জলপাইগুড়ি শহরেও বেশ জাঁকিয়ে বসেছে গোলার ব্যবসা। বিশেষ করে তরুণদের ভিড় দেখা যাচ্ছে ওইসব চারচাকার দোকানকে ঘিরে। কিন্তু, অনেকের মনেই প্রশ্ন উঠছে, রংবেরংয়ের সেই গুঁড়ো বরফের গোলাগুলি কতটা স্বাস্থ্যকর? জেলা ফুড সেফটি ইনস্পেকটর রাজেন রাই বলেন, 'আমরা অভিযান চালিয়ে যাচ্ছি। গোলার বিষয়টিও নিশ্চয় দেখা হবে।'

উল্লেখ্য, গত ২৭ এপ্রিল জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের শোভাবাড়ি মোড় এলাকায় এক ক্রেতা আইসক্রিমের প্যাকেট খুলতেই বেরিয়ে এসেছিল পোকা। এরপর অবশ্য প্রশাসনের তরফে ওই আইসক্রিম কারখানায় অভিযান চালানো হয়। বন্ধ করে দেওয়া হয় ওই কারখানা। এ তো গেল আইসক্রিমের কথা। কিন্তু গোলার দিকে নজরদারি কোথায়? কারখানা থেকে বরফ নিয়ে আসার পর কতটা পরিষ্কার জায়গায় সেগুলি রাখা হচ্ছে, রং যে সমস্ত বোতলে রাখা হচ্ছে, সেটাও বা কতটা পরিষ্কার, তার তদারকি হচ্ছে না। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে রংয়ের মান নিয়ে। কী কী উপকরণ দিয়ে রংগুলি বানানো হয়, তা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কি না, সেসব যাচাইয়ের বালাই নজরে পড়ছে না।

জলপাইগুড়ি শহরে বিক্রি হচ্ছে রঙিন গোলা।

শহরের এক বাসিন্দা সুজয় রায় বলেন, 'বরফ সহ রঙিন জুসগুলো কতদিনের, স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কি না, তা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের বোঝা সম্ভব নয়। গোলার দোকানগুলিতে অভিযান চালানো হোক। পরীক্ষা করা হোক রঙিন ওইসব তরলের।'

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, যাঁরা এই গোলার ব্যবসা করছেন, তাঁদের বেশিরভাগই ভিনরাজ্যের। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে একচিলতে ঘরে ভাড়া থাকেন। সেখানে কি ফ্রিজ রয়েছে? যদি না থাকে, তাহলে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস জুসগুলো কীভাবে রাখা হচ্ছে? শুধু তাই নয়, যে সমস্ত কারখানা থেকে বরফগুলো আসছে, সেখানকার পরিবেশ কতটা পরিষ্কার? থেকে যাচ্ছে প্রশ্ন।

আদৌ কি এই গোলা খাওয়ার উপযুক্ত? এক গোলা বিক্রেতা আরিয়ান মণ্ডল বললেন, 'বরফ থেকে গোলায় ব্যবহৃত জুস, সবকিছুই ফ্রেশ। বরফ জলপাইগুড়ি শহর ও জুস শিলিগুড়ি থেকে নিয়ে আসি। ছোট-বড় সকলেই খাচ্ছেন। কেউ কখনও অভিযোগ করেনি।' প্রশ্ন অভিযোগের নয়, শহরের একটি মিষ্টির দোকানে দিনের পর দিন সোডার পরিবর্তে যখন কেমিক্যাল ব্যবহার হচ্ছিল, তখনও সাধারণ মানুষ খেয়েছিলেন। অভিযোগ কেউ করেননি। অভিযানে সামনে বেরিয়ে আসে আসল রহস্য। তাই শহরবাসী চাইছেন, জেলা প্রশাসন যেন বিষয়টির ওপর নজর দেয়।

পাথর গড়িয়ে পড়ে বন্ধ সিকিমের লাইফলাইন। ওপারে আটকে যাত্রীরা। ছবি : সূত্রধর

ধসে বন্ধ এনএইচ ১০

গাড়িতে আছড়ে পড়ল বোল্ডার, অল্পের জন্য রক্ষা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই : ফের ধস কালিম্পং ও সিকিমের লাইফলাইন ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচেছেন একটি যাত্রীবাহী গাড়ির চালক সহ অন্যরা। বড় বোল্ডার গাড়িটির উপর আছড়ে পড়ে। এতে দুমড়েমুচড়ে যায় গাড়ির সামনের অংশ। ধসের জেরে ওই রুটে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরে পুলিশ তিনটি আর্থমুভার এনে বিশাল আকারের পাথরগুলি সরানোর ব্যবস্থা করে। দুপুর নাগাদ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। রাস্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সড়ক সংস্থা ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (এনএইচআইডিসিএল) জানিয়েছে, এখনও ওই অংশে পাথর পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেজন্য সোমবার সন্ধ্যা ছ'টা থেকে মঙ্গলবার সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত সড়কে সমস্ত ধরনের যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে।

বর্ষায় কালিম্পং ও সিকিমের লাইফলাইন ১০ নম্বর সড়কে মাঝেমধ্যে ধস নামছে। বিশেষ করে মামখোলা, লিকুভির, ১০ মাইল, লোহাপুলের মতো এলাকায় প্রায়ই ধস নামে। আর এর জেরে বিঘ্ন ঘটে যান চলাচলে। সোমবার সকাল ৯টা নাগাদ সেবক এবং কালিঝোরার মাঝে ভাসোয়া এলাকায় আচমকা পাহাড় থেকে বড় বড় বোল্ডার রাস্তায় পড়তে শুরু করে। সেই সময় সড়কে প্রচুর গাড়ি ছিল। কালিম্পংয়ের দিক থেকে শিলিগুড়িগামী যাত্রীবাহী একটি ছোট গাড়ির বনেটের উপর আছড়ে পড়ে বড় বোল্ডার। গাড়ির সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়। একটি পাথর আবার স্টিয়ারিংয়ে এসে লাগে। তবে গাড়ির কারও কোনও ক্ষতি হয়নি। চালক সহ সমস্ত যাত্রী নিরাপদে বেরিয়ে আসেন।

পাথরের ধাক্কায় ক্ষতিগ্রস্ত সেই গাড়ি।

পরে সেবক ফাঁড়ির বড়বাবু তপন দাসের নেতৃত্বে পুলিশকর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আর্থমুভারের বন্দোবস্ত করেন। তিনটি আর্থমুভার দিয়ে বোল্ডার সরিয়ে দুপুর ১২টা নাগাদ যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়। তবে, এই জায়গায় এখনও পাথর পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেজন্য এনএইচআইডিসিএল ২৪ ঘণ্টার জন্য এই পথে যান চলাচল বন্ধ রাখার ঘোষণা করেছে। দার্জিলিং পুলিশের এক কর্তার আশঙ্কা, যেভাবে পাহাড় ভাঙছে, বড় বোল্ডার পড়ছে, তাতে যে কোনও সময় বড় বিপদ হতে পারে। অন্যদিকে, এদিনই দার্জিলিং থেকে তিস্তাবাজারগামী পেশক রোডে একটি ছোট গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে গড়িয়ে পড়ে। তবে কিছুটা নীচে একটি গাছে আটকে যায় সেটি। হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

কমছে কর্মী, বাড়ছে অভাব, কঠিন লড়াই

ইতিহাস হারাচ্ছে তিনধারিয়া ওয়ার্কশপ

রাহুল মজুমদার

তিনধারিয়া, ৭ জুলাই : ধীরে ধীরে যেন ফিকে হচ্ছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের একমাত্র ওয়ার্কশপের ইতিহাস। এটি উত্তর-পূর্ব ভারতের উচ্চতম ওয়ার্কশপও বটে। ক্রমশই কমছে কর্মীসংখ্যা, বাড়ছে যন্ত্রাংশের অভাব। ফলে নানান সমস্যায় জর্জরিত ওয়ার্কশপটি। এরই মাঝে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে হেরিটেজ ইঞ্জিন ও কামরার মেরামতির কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্রিটিশ আমলে তৈরি তিনধারিয়া ওয়ার্কশপ।

দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে বা ডিএইচআর নামের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে ঐতিহ্য। কিন্তু তার তিনধারিয়া ওয়ার্কশপটির কৌলিন্য ধরে রাখার লড়াইয়ে এখন মাত্র ৭২ জন কর্মী। ছাঁচে ফেলে টয়ট্রেনের যন্ত্রাংশ তৈরির কাজ বন্ধ হয়েছিল অনেক আগেই। কিন্তু কীভাবে ছাঁচে ফেলে কাজ হত, কী কী যন্ত্রাংশ তৈরি হত, সেই ঐতিহ্য তুলে ধরতে ওয়ার্কশপের ভেতরেই পৃথক একটি ডিসপ্লে সেন্টার ছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে ওই ডিসপ্লে সেন্টারও তুলে দেওয়া হয়েছে। শুধু কয়েকটি ছাঁচে তৈরি যন্ত্রাংশ একটি আলমারিতে রাখা। বাকি যে সমস্ত মডেল ছিল, সেগুলি সব এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। যদিও এসবের মাঝে আশার আলো বলতে, কাজের সুবিধার জন্য ওভারহেড ক্রেন আসছে তিনধারিয়া ওয়ার্কশপে। ইঞ্জিন ডিসমেন্টাল (সমস্ত যন্ত্র খুলে ফেলা) করার সময় বড় বড় যন্ত্রাংশ, এদিক-ওদিক করার জন্য এই ক্রেন ব্যবহার করা হবে। ডিএইচআরের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরীর বক্তব্য, 'নতুন ডিজেল ইঞ্জিন এসেছে। ইঞ্জিনটির সমস্তরকম পরীক্ষা হবে তিনধারিয়া রেল ওয়ার্কশপে। এছাড়াও ওয়ার্কশপে আরও কিছু প্রয়োজনীয় সামগ্রী আসতে চলেছে।'

১৯৪২ এবং '৪৩ সালে পাহাড়ের শ্রমিক আন্দোলনকে রুপালি পর্দার মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দিতে চিত্র পরিচালক তপন সিংহ ১৯৭০ সালে তৈরি করেছিলেন 'সাগিনা মাহাতো'।

চলছে ইঞ্জিন মেরামতি। তিনধারিয়া ওয়ার্কশপে। সোমবার।

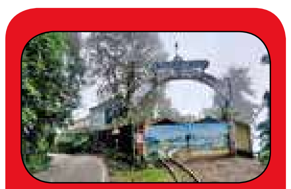

ডিএইচআরের তিনধারিয়া ওয়ার্কশপের ইতিহাস মলিন হচ্ছে সময়ের সঙ্গে

ছাঁচে ফেলে কীভাবে যন্ত্রাংশ তৈরি হত, প্রামাণ্য হারিয়েছে ডিসপ্লে সেন্টার উধাওয়ে

কৌলিন্য ধরে রাখার লড়াই ৭২ জন কর্মীর কাঁধে, নেই প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ

আশার আলো, ইঞ্জিন ডিসমেন্টাল করার জন্য মিলবে ওভারহেড ক্রেন

দিলীপকুমার এবং অভিনেত্রী সায়রা বানু অভিনীত এই সিনেমা বক্স অফিসে হইচই ফেলে দিয়েছিল। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের জন্যও মনোনীত হয়েছিল ছবিটি। এই ছবির শুটিং হয়েছিল ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তিনধারিয়া ওয়ার্কশপেই। ওই সময় ওয়ার্কশপটিতেই তৈরি হত টয়ট্রেনের যন্ত্রাংশ। ৩৫০-এরও বেশি কর্মী নিয়ে সেইসময় কাজ হত ওয়ার্কশপে। মাঝে একবার ওয়ার্কশপের একটা অংশ পুরোপুরি ধসে যায়। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় রেলের। ধসের পর ওয়ার্কশপের পরিধি কমে আসে। কমেছে কর্মীর সংখ্যাও। চোখের আড়াল হচ্ছে ঐতিহ্যের স্মারক।

এই মুহূর্তে তিনধারিয়া রেল ওয়ার্কশপে তিনটি স্টিম লোকোমোটিভ ইঞ্জিনের মেরামত চলছে। ইঞ্জিন নম্বর ৮০১, ৮০২ এবং ৮০৬-এর মেরামতির কাজ চলছে। প্রথমে ৮০১ এবং ৮০৬-এর কাজ হচ্ছে। তাই দুটি ইঞ্জিনকে পুরোপুরি ডিসমেন্টাল করে দেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, ইঞ্জিনগুলির বার্নারের অবস্থাও খুব একটা ভালো নয়। শতাব্দীপ্রাচীন ইঞ্জিন হওয়ায় একাধিক যন্ত্রাংশের অবস্থাও ভালো নয়। কিন্তু এই মুহূর্তে বার্নারের বদল হচ্ছে না। মেরামত করে ওই বার্নারই লাগানো হবে। বছর সাতেক আগে দুটি ইঞ্জিনের বার্নারের বদল করা হয়েছিল। কিন্তু এরপর থেকে আর কোনও ইঞ্জিনের বার্নার পরিবর্তন হয়নি। ওয়ার্কশপ থেকে চাহিদার তালিকা ওপরমহলে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তাই আপাতত অন্যান্য ছোটখাটো যন্ত্রাংশ বদলেই ওই ইঞ্জিনগুলি চালানো হবে বলে ওয়ার্কশপ সূত্রে খবর। কিন্তু এভাবে আর কতদিন?

প্রয়াত বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ

বহরমপুর, ৭ জুলাই : বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা আরএসপির বর্ষীয়ান নেতা প্রমথেশ মুখোপাধ্যায় প্রয়াত হয়েছেন। সোমবার শ্বাসকষ্টজনিত রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

বাম আমলের প্রভাবশালী এই আরএসপি নেতার কাছে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়কেও পরাজিত হতে হয়েছিল। প্রমথেশ মুখোপাধ্যায় বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে ১৯৯৪, ১৯৯৬ ও ১৯৯৮ সালে লোকসভা নির্বাচনে জিতে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন প্রয়াত এই প্রাক্তন সাংসদের কন্যা সুদক্ষিণা মুখোপাধ্যায় বলেন, 'বাবা দীর্ঘদিন ধরে শ্বাসকষ্টজনিত রোগে ভুগছিলেন।'

প্রশ্নে পুরসভা

প্রথম পাতার পর

কিন্তু এই পোর্টাল থেকেই আমাদের কিনতে হবে। তা না হলে অডিটে আটকে যাবে।'

ওয়েবসাইটে দেখা গিয়েছে গাড়িটির বাজারদর সাড়ে নয় লক্ষ টাকা থেকে সাড়ে দশ লক্ষ টাকা। কোম্পানির সঙ্গে কথা বলে এই গাড়িটিকে শববাহী গাড়ির উপযুক্ত তৈরি করিয়ে নিতে হয়। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির এক আধিকারিকের বক্তব্য অনুযায়ী খরচ পড়বে বাড়তি আরও ১ লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা। যদি বাতানুকূল মেশিন লাগানো হয় তবে বাড়তি আরও পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা লাগবে। সবমিলিয়ে সাড়ে বারো লক্ষের বেশি খরচ হওয়ার কথা নয়। এরমধ্যেই রয়েছে বিমা এবং করের বাড়তি সুযোগও।

বিষয়টি নিয়ে জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভিনকে ফোন করা হলে তিনি ফোন ধরেননি। জেলার অপর এক আধিকারিক জানান, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক চঞ্চল সরকার বলেন, 'এগারো থেকে বারো লক্ষ টাকার গাড়ি কেনা হয়েছে একুশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে। এই টাকা জনগণের টাকা। তৃণমূল কংগ্রেস কাটমানির সরকার। এটাই হওয়া স্বাভাবিক।' সিপিএমের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সদস্য জ্যোতিপ্রকাশ ঘোষ বলেন, 'এই গাড়ির দাম একুশ লক্ষ টাকা শুনে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি। তবে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পুরবোর্ড, কাজেই আশ্চর্যের কিছু নেই।'

অভিযুক্ত ছাত্রকে

প্রথম পাতার পর

শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতেন অধ্যক্ষ, তাহলে সমস্যা এমন আকার নিত না। স্কুলের অধ্যক্ষ ঘটনাটিকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করাতেই সেটি আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে।

এই ঘটনা সামনে আসার পর আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন অনেক অভিভাবক। এদিন স্কুলের বাইরে দাঁড়িয়ে এক অভিভাবক উদ্বেগ প্রকাশ করেন, আমার মেয়ে এই স্কুলেই পড়ে। এই ঘটনার পর স্কুল কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা দেখে যথেষ্টই আতঙ্কে রয়েছি। অপর এক অভিভাবক বলেন, 'ঘটনার পরেই যদি ছাত্রের বিরুদ্ধে স্কুল কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করত সেটাই যথেষ্ট ছিল। ঘটনা জানাজানির পর এখন স্কুলের যথেষ্ট সম্মানহানি হচ্ছে। এজন্য একমাত্র দায়ী স্কুল কর্তৃপক্ষ।'

যদিও স্কুলের তরফে অভিভাবকদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে বলা হয়েছে, ঘটনা নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তার বিষয়টি স্কুল কর্তৃপক্ষ গুরুত্ব সহকারে দেখছে। এসএফআইয়ের জেলা কমিটির সভাপতি সাব্বির হোসেন বলেন, 'এই স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের যে কোনও নিরাপত্তা নেই তা সম্প্রতি এক ছাত্রীর সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনা থেকেই পরিষ্কার। আমরা এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাই। সেইসঙ্গে স্কুলের অধ্যক্ষের অপসারণ দাবি করছি।'

চাষে সংকট

প্রথম পাতার পর

আখিল রায় প্রমুখ জানান, প্রতিবছর এই সময়ে যেখানে ধানের চারা রোপণ করা হয়ে যায়, সেখানে বৃষ্টির অভাবে চারা রোপণ করা সম্ভবই হয়নি। উলটে ধানের বীজতলা নষ্ট হতে বসেছে জলের অভাবে। রামশাই কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানী বিপ্লব দাস বলেন, 'আমন ধান চাষে যেমন সমস্যা হচ্ছে তেমনি অনেক জায়গায় পাট জাগ দেওয়ার পর্যাপ্ত জলের অভাব রয়েছে। বীজতলা তৈরির ৩০ দিনের মধ্যে লাগানোর প্রয়োজন। অনেকে বৃষ্টির অভাবে ৩০ দিন পেরিয়ে গেলেও চারা রোপণ করতে পারেননি। যার ফলে ফলন অনেকটা কম হবে বলে আশঙ্কা।' তিনি জানান, যেহেতু মৌসুমি বায়ুর ওপরে নির্ভর করে এই আমন ধান চাষাবাদ করা হয়, সেহেতু কৃষকদের ধাপে ধাপে বীজতলা তৈরি করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তবে চলতি বছর ফসল বাঁচাতে অনেক কৃষক জলসেচের ওপর নির্ভরশীল। তাই চাষের খরচও অনেকটাই বাড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিপ্লব।

পুকুরে নাবালিকার অর্ধনগ্ন দেহ

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কুমারগঞ্জ, ৭ জুলাই : কুমারগঞ্জে মাঠের মাঝখানে একটি পুকুর থেকে এক নাবালিকার পচাগলা অর্ধনগ্ন দেহ সোমবার উদ্ধার হয়। পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া ১১ বছরের ওই নাবালিকা শুক্রবার থেকে নিখোঁজ ছিল। সেদিন স্কুলে যাওয়ার পর থেকেই তার কোনও খোঁজ মিলছিল না। শনিবার কুমারগঞ্জ থানায় মিসিং ডায়েরি দায়ের হয়। বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে এদিন মাঠের মাঝখানে থাকা একটি নির্জন পুকুর থেকে তার পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। মেয়েটির বাবা বলেন, 'আমার মেয়েকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। যে বা যারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত আমি তার বা তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।'

ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে রাজ্যে নারী সুরক্ষার বিষয়ে জোরালো প্রশ্ন উঠেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগরে সাংসদ সুকান্ত মজুমদার লিখেছেন, 'গ্রাম হোক বা শহর— তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের জঙ্গল রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গ এই মুহূর্তে মহিলাদের জন্য আতঙ্কের বধ্যভূমি। কুমারগঞ্জে টানা তিনদিন নিখোঁজ থাকার পর আজ এক নাবালিকার অর্ধনগ্ন, পচাগলা দেহ উদ্ধার হল পুকুর থেকে। পরিবারের তরফে মিসিং ডায়েরি করা হয়েছিল- কিন্তু নির্লজ্জ প্রশাসনের কোনও পদক্ষেপ ছিল না!'

কুমারগঞ্জ থানার আইসি রামপ্রসাদ চাকলাদার বলেন, 'মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুরোনো কোনও শত্রুতার জের নাকি অন্য কোনও কিছুর সঙ্গে এই ঘটনার কোনও যোগ রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

কচ্ছপ উদ্ধার

জলপাইগুড়ি, ৭ জুলাই : উদ্ধার হল ভারতীয় ফ্ল্যাপশেল কচ্ছপ। সোমবার জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন ডেঙ্গুয়াঝাড়ের পাতকাটা কলোনিতে মেলে কচ্ছপটি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান স্পোরের সদস্যরা। কচ্ছপটিকে পরীক্ষা করে স্পোরের সদস্যরা সেটিকে বিশেষ প্রজাতির বলে চিহ্নিত করেন। সংস্থার সম্পাদক অর্কপ্রভ মজুমদার বলেন, 'খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছে জানতে পারি, ওই এলাকার এক মহিলা আশপাশের এলাকা থেকে কচ্ছপটিকে পেয়েছেন। তিনি বাড়িতে রেখে পুষবেন বলে ভেবেছিলেন। ওই মহিলাকে বোঝানো হয়, কচ্ছপটি সংরক্ষিত প্রজাতির তালিকাভুক্ত। বাড়িতে কোনওভাবেই সেটি পোষা যাবে না।' এরপর কচ্ছপটি উদ্ধার করে কাছের পুকুরে ছেড়ে দেওয়া হয়।

ডাইনি পুড়িয়ে খুন ৫ জনকে

শক্তিপ্রসাদ জোয়ারদার

কিশনগঞ্জ, ৭ জুলাই : গ্রামের বাসিন্দা একজনের নাবালক ছেলের অসুখ করেছিল। ঝাড়ফুঁক করিয়ে তার চিকিৎসা চলছিল। অসুখ সারেনি। তিনদিন আগে ছেলেটি মারা যায়। কোনও এক কারণে ওই ব্যক্তির ছোট ছেলেটিও বর্তমানে খুব অসুস্থ। কী কারণে এমনটা হল সেটা তলিয়ে না দেখে এক্ষেত্রে 'ডাইনির নজর' লেগেছে বলে তত্ত্ব ভাসিয়ে দেওয়া হয়। আর তাতেই যেন আগুনে ঘি পড়ে। জনরোষে সোমবার ভোরে বিহারে পূর্ণিয়ার মুফস্সিল থানা এলাকার তাতমাটোলা গ্রামে এক পরিবারের পাঁচজনকে পিটিয়ে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়।

পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতদের নাম বাবুলাল ওরাওঁ, মঞ্জিত ওরাওঁ, রনিয়া ওরাওঁ, সীতা হেমব্রম ও তপতো মুস্মত। এই ঘটনায় পুলিশ নকুল ওরাওঁ নামে একজন সহ মোট তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনার সময় এই নকুলই জনতাকে উসকেছিলেন বলে অভিযোগ আদিবাসী অধ্যুষিত এই গ্রামের প্রায় সবাই এলাকাছাড়া। বাসিন্দাদের বেশির ভাগই পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। কেউ কেউ চাষবাসে যুক্ত। পড়াশোনা সেভাবে নেই। শারীরিক সমস্যা হলে বাসিন্দাদের বেশির ভাগ তাই ঝাড়ফুঁকেই ভরসা করেন। তবে তাতে যে এতবড় ঘটনা ঘটে যাবে তা কে-ইবা ভেবেছিল! লাঠিসোঁটা দিয়ে প্রচণ্ডভাবে পেটানোর পর কেরোসিন ঢেলে ওই পরিবারের সদস্যদের যখন পুড়িয়ে মারা হচ্ছিল সেই সময় এলাকায় ব্যাপক হইচই শুরু হয়। হামলাকারীরা অবশ্য সেই সময় রীতিমতো পৈশাচিক আনন্দে মেতেছিল। পরে মৃতদেহগুলি পুকুরের জলে ফেলে দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট পরিবারের এক সদস্য ললিত ওরাওঁ কোনওমতে পালিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচান।

ঘটনার পর পুলিশ ডগ স্কোয়াড নিয়ে এলাকায় যায়। ফরেন্সিক টিমের সদস্যরাও পৌঁছান। পুরোনো কোনও শত্রুতার জেরে পরিকল্পনামাফিক ঘটনাটি ঘটানো হয়েছে কি না তা তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন।

ছাত্রী হেনস্তায় ধৃত পড়ুয়া

শীতলকুচি, ৭ জুলাই : স্কুল চলাকালীন ছাত্রীকে শারীরিক হেনস্তার ভিডিও ভাইরাল হতেই গ্রেপ্তার করা হল অভিযুক্ত পড়ুয়াকে। শুধু তাই নয়, স্কুল পরিচালন কমিটির সঙ্গে বৈঠকে বসে ওই ছাত্রকে তিন মাসের জন্য সাসপেন্ড করেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। কোচবিহারের শীতলকুচি ব্লকের ডাকঘরা হাইস্কুলের এই ঘটনায় ইতিমধ্যে তোলপাড় শুরু হয়েছে। তবে প্রশ্ন উঠছে, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আগে কেন ওই সিদ্ধান্ত নিল না? আগেই পড়ুয়ার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ ও সাসপেন্ড করলে এই বিতর্কের সৃষ্টি হত না বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

গত বুধবার পড়ুয়াদের মধ্যে ঝামেলা হয়। বৃহস্পতিবার দুই পড়ুয়ার অভিভাবকদের স্কুলে ডেকে হুঁশিয়ারি দিয়ে ঘটনার মীমাংসা করেন প্রধান শিক্ষক। সেদিনের মতো ঘটনা ধামাচাপা পড়ে যায়। কিন্তু শনিবার থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ওই ছাত্রীকে শারীরিক হেনস্তার ভিডিও ভাইরাল হতে থাকে। যদিও ওই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। এই ঘটনাকে নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে শিক্ষা মহলে। ওই হেনস্তার ছবি ভাইরাল হওয়ার পরেই সোমবার সকালে নাবালিকার পরিবার শীতলকুচি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। এর পরেই পুলিশ ওই ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে। ছাত্র গ্রেপ্তারের খবর পেয়ে বিকেলে তড়িঘড়ি স্কুল পরিচালন কমিটির বৈঠক ডাকেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তারপরেই তাকে তিন মাসের জন্য সাসপেন্ড করা হয়। এছাড়াও বিদ্যালয়ের সিসি ক্যামেরা সারাই করা হয় এদিন।

'সবুজযানে' বিপ্লবের আহ্বান

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ৭ জুলাই : দেশের বড় শহরগুলির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাজার শহরের পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখতে উদ্যোগী হয়েছেন কোচবিহার সাইকেল কমিউনিটির সদস্যরা। ছুটির দিনগুলিতে সাইকেল র‍্যালির মাধ্যমে তাঁরা বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে সকলকে সচেতন করছেন। তাঁদের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন শহরবাসীও। গতমাসে পরিবেশ দিবসে পরিবেশ বাঁচাবার বার্তা নিয়ে সংগঠনের সদস্যরা গুঞ্জবাড়ি থেকে ঘুঘুমারি পর্যন্ত সাইকেল র‍্যালি করেন। রবিবার ভোরেও সংগঠনের সদস্যরা শহর থেকে শুরু করে যাত্রাপুর এলাকায় 'মনসুন সাইকেল রাইড' করেন। চলতি মাসে অরণ্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে কোচবিহার শহর থেকে রসমতি পর্যন্ত সাইকেল র‍্যালির বিষয়েও ইতিমধ্যেই আলোচনা সেরেছেন তাঁরা। সংগঠনের অন্যতম সদস্য সুমন্ত সাহা বলেন, 'অরণ্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে গাছ বাঁচাবার বার্তা দিতে আমরা সাইকেল নিয়ে এই শোভাযাত্রায় অংশ নেব।

মহরম উপলক্ষ্যে তাজিয়া প্রদর্শনী

নাগরাকাটা, ৭ জুলাই : মহরম উপলক্ষ্যে সোমবার সুলকাপাড়ার ফুটবল মাঠে মেলার আয়োজন করা হয়। এবছর ছিল ওই মেলার ১৩তম বর্ষ। চলে সন্ধ্যা পর্যন্ত। জাতিধর্মনির্বিশেষে কয়েক হাজার মানুষ সেখানে উপস্থিত হন। মেলা শেষে মহরম কমিটির পক্ষ থেকে ফুটবল মাঠটি পরিষ্কার করা হয়।

এদিন ডুয়ার্সের বিভিন্ন জায়গা থেকে তাজিয়া, আখড়া, তরবারি ও লাঠিখেলার দল ফুটবল মাঠে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে আসে। তাজিয়া প্রদর্শনী প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার জিতেছে যথাক্রমে মালবাজার, চালসা এবং গয়েরকাটা। আখড়া প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার জিতেছে যথাক্রমে বিন্নাগুড়ি, নাগরাকাটা ও গয়েরকাটা। তরবারি খেলায় যুগ্ম সেরা হয়েছেন এথেলবাড়ির নাসিম আলি ও সাকিব আলি। ছোটদের বিভাগে মেয়েদের মধ্যে তরবারিতে প্রথম হয়েছে বিন্নাগুড়ির সানিয়া খাতুন, ছেলেদের মধ্যে সেরা হয়েছে মালবাজারের মহম্মদ আরিয়ান। বড়দের বিভাগে লাঠিখেলায় যুগ্ম সেরার পুরস্কার পেয়েছেন নাগরাকাটার মহম্মদ মামুন ও মহম্মদ রোজি। প্রাপ্তবয়স্কদের বিভাগে সেরা লাঠি খেলোয়াড় হয়েছেন গয়েরকাটার সাবির আহমেদ ও সুলকাপাড়ার বেলাল সরকার। উদ্যোক্তা কমিটির পক্ষ থেকে সভাপতি আফরোজ আলি ও সম্পাদক সালামত হুদা জানিয়েছেন, অনুষ্ঠানে মানুষের সাড়া দেখে তাঁরা অভিভূত।

অনুষ্ঠানে পুরস্কার তুলে দেন জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) সমীর আহমেদ। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নাগরাকাটা থানার আইসি কৌশিক কর্মকার, সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শীতল মিস্ত্রি প্রমুখ।

পাশাপাশি, প্রতি বছরের মতো এবারও মহরম উপলক্ষ্যে সুলকাপাড়া আঞ্জুমান সমিতির পক্ষ থেকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের মধ্যে ফল ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়। সোমবার সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে গিয়ে আঞ্জুমান সমিতির পক্ষ থেকে ওই কর্মসূচিটি পালন করা হয়।

'দাগি' রক্ষার

প্রথম পাতার পর

এতেও প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি। তিনি বলেন, 'এঁরাই আবার শিক্ষক হিসেবে ১০ শতাংশ নম্বরের সুবিধা পাবেন?' কল্যাণ পালটা যুক্তি দেন, 'একই কাজে দুটি সাজা হয় না। চাকরি বাতিল হবে, আবার পরীক্ষাতেও বসতে পারবেন না- এটা হয় না। সুবিধা কি শুধু মামলাকারীদের জন্য হবে?' বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য কিন্তু স্পষ্ট করে জানান, যাঁরা প্রতারণা করে চাকরি পেয়েছেন তাঁরা বাদ যাবেন।

চাকরিহারা শিক্ষকদের প্রতিনিধি চিন্ময় মণ্ডলের অভিযোগ, 'প্ল্যান করে অযোগ্যদের পরীক্ষায় বসানোর চক্রান্ত ছিল।' তৃণমূলের রাজ্য সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার অবশ্য বলেন, 'রাজ্য সরকার কখনও আদালতের বিরুদ্ধে যায়নি, যাবেও না।' বিজেপির পরিষদীয় দলের মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ বলেন, 'রাজ্য সরকার শুধু চাকরিহারাদের সঙ্গে ছলনা করছে না, বরং যাঁরা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাঁদের সঙ্গে প্রতারণা করছে।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর কথায়, 'চাকরি চোরেরা দুর্নীতিগ্রস্তদের পেছনের পথ থেকে ঢোকানোর জন্য এই পদক্ষেপ করেছে।'

সওয়ালের শুরুতে সোমবার বিচারপতি ২০১৬ সালের রুল মেনে পরীক্ষার বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট উল্লেখ করেছে কি না দেখতে চান। মামলাকারীদের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য জানান, সুপ্রিম কোর্ট নিয়োগের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। রাজ্যের আবেদনের ভিত্তি অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্ট ২০১৬ সালের শূন্যপদের সঙ্গে অতিরিক্ত শূন্যপদ যোগ করতে বলেছে। বিকাশের ভাষায়, 'এতে দুর্নীতির আরেকটি দরজা খুলে গিয়েছে। কারণ, নতুনরাও আবেদন করতে পারবেন।'

যদিও বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, 'শীর্ষ আদালতের রায়ে জলের মতো স্পষ্ট যে, দুর্নীতি থাকায় সম্পূর্ণ নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করা হয়েছে। দুই ধরনের চাকরি ছিল। যোগ্য, অযোগ্য নিয়ে ধোঁয়াশা নেই। তবে আদালত অন্যান্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে না। শূন্যপদ বাড়াতে এসএসসির ওপর কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। পরীক্ষার ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারণ নিয়েও প্রশ্ন নেই। তবে চিহ্নিত অযোগ্যরা সুযোগ পাবেন না।'

বিচারপতি জানতে চান, ৩০ মে এসএসসির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি বাতিল করা হলে সুপ্রিম কোর্টের সময়সীমায় হস্তক্ষেপ করা হয়ে যেতে পারে কি? আইনজীবীর উত্তর, না তা হবে না। আদালত যোগ্যদের ও বিশেষভাবে সক্ষমদের বয়সজনিত ছাড়ের কথা বলেছে।

বঙ্গ বিজেপি বাঙালি হবে

প্রথম পাতার পর

উদ্দেশ্য, তৃণমূল বিরোধী ভোট এক জায়গায় করা।

মানতেই হবে যে, একটি বিষয়ে বিজেপি অন্য দলকে বলে বলে দশ গোল দেবে। তা হল, ভোট। এই দল সারা বছর ধরে ভোট করে। গোটা বছর নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়। 'ট্রায়াল অ্যান্ড এরর' পদ্ধতিতে নানারকম লাইন মাথা খাটিয়ে বের করে। নাগপুরের গবেষণাগারে নতুন নতুন চোখধাঁধানো কৌশল তৈরি হয়। সংঘের ইভেন্ট ম্যানেজাররা বাজারের হাওয়া মেপে নানারকম স্লোগান বানায়। যেখানে যেমন। যখন যেটা পাবলিক খায়। সেই 'অচ্ছে দিন' থেকে 'দেশ কা চৌকিদার', কিংবা 'মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়' বা 'অবকি বার চারশো পার', 'ঘর মে ঘুসকে মারেঙ্গে' ইত্যাদি যেটা যেমন কাজে লাগে।

কোনও খামতি নেই। না উদ্যমে না ট্যাঁকের জোরে। অষ্টপ্রহর কাজ করে চলেছে আইটি সেল। তার জন্য লোক আছে, কখনো-কখনো নগদ গুনে প্রফেশনাল ভাড়া করে। অন্যদল যখন কার সঙ্গে জোট বাধবে, তা নিয়ে কাজিয়ায় ব্যস্ত, ততক্ষণে ভোটের ফল জুতসই না হলে কোন দল থেকে কত ভাঙানো যাবে- সেই হিসেব সারা হয়ে যায় বিজেপির। ভোটের প্রচারও একেবারে মাপসই, মোদি-শা কোথায় ক'টা সভা করবেন, তা বহু আগে থেকেই ছক কষে ময়দানে নামে দলটি।

হাতের কাছে বিহারের ভোট। তাই পহলগামে হামলার পর বিদেশ সফর কাটছাঁট করে মোদি ফিরে এলেও সর্বদলীয় বৈঠকে না গিয়ে সোজা চলে গেলেন বিহারের নির্বাচনি সভায়। কে কী বলল, তাতে তিলমাত্র আমল না দিয়ে। পরপর বিহারে গিয়ে কোটি কোটি টাকার ঘোষণা শুরু হয়ে গিয়েছে এখন থেকে। পাশাপাশি চিরাগ পাসোয়ানকে দিয়ে নীতীশ কুমারকে প্যাঁচে ফেলার তোড়জোড় চলছে। এর উপর রয়েছে নির্বাচন কমিশনের হরেক ফরমান দিয়ে বিরোধীদের ব্যতিব্যস্ত রাখা।

পহলগামের পর হাতেগরম দেশপ্রেম তো রয়েছেই। তাবৎ বিরোধীরা যখন বিদেশে ঘুরে ঘুরে দেশের কথা বলেছে, তখন দেশের মধ্যে অপারেশন সিঁদুর নিয়ে গলা ফাটিয়ে যাচ্ছেন একা মোদিজি। বলছেন, বিরোধীরা দেশ কা দুশমন, পাকিস্তানের দোস্ত। বুঝুন কাণ্ড! বিহারের ভোট এখনও মাস কয়েক দূরে। তাই জাতগণনা হবে বলে বিজেপি আগাম ঘোষণা করে দিয়েছে ইস্যু হবে ধরে নিয়ে। তা হবে জনগণনার সঙ্গে আগামী বছরে। ফলে সাপ মরলেও লাঠি ভাঙার ঝুঁকি কম।

এ রাজ্যে ভোট কমবেশি বছরখানেক পরে। সময় নষ্ট না করে বাধ্য ছাত্রের মতো পড়তে বসে গিয়েছে বঙ্গ বিজেপি। দিল্লি থেকে দেওয়া নতুন নতুন হোম টাস্ক করতে গলদঘর্ম এখানকার নেতারা। এখন থেকে যে মোদি আর শা নিয়ম করে প্রতি মাসে আসবেন, জানিয়ে দেওয়া হয়েছে তাও।

শুভেন্দু জানাচ্ছেন, আর চার-পাঁচ পার্সেন্ট হিন্দু ভোট এলেই ছাব্বিশে নবান্ন দখল গ্যারান্টি। ওই চার-পাঁচ পার্সেন্টের জন্য তারা কত বড় হিন্দু, প্রমাণ করতে আসরে নেমে পড়েছে টিম শুভেন্দু। মমতার জগন্নাথ মন্দিরের পালটা খুঁজতে দিঘার প্রসাদ ভেজাল বলে সাংবাদিকদের ডেকে বোঝাতে হয়েছে। সন্দেশখালি, মুর্শিদাবাদের ইস্যু সেভাবে ভোটে কাজে লাগেনি। আরও নিত্যনতুন গরম ইস্যু খুঁজে বের করতে কালঘাম ছুটছে তাদের।

তবে শমীকের আমলে বিজেপি আমূল বদলে যাওয়ার ঝুঁকি বোধহয় নেবে না। হিন্দু ভোট ধরে রাখতে গরম না হোক, নরম হিন্দুত্বের লাইন ছাড়তে পারবে কি তাঁরা? আসলে যেটুকু হবে, তা নেহাতই কৌশলমাত্র। বলতে পারেন, আরও একটা এক্সপেরিমেন্ট। তবে দলে যে আরএসএসের কবজা আরও শক্ত হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অন্য দল থেকে আসা দলত্যাগীদের পাত্তাও কমবে ক্রমশ। গোষ্ঠী বিন্যাস কীভাবে বদলাবে, তা এখনই বলা মুশকিল। একলা দিলীপ ঘোষই বা কতদিন ডুগডুগি বাজিয়ে যাবেন কে জানে!

ক্যানসার আক্রান্ত দিদিকে সাফল্য উৎসর্গ আকাশের

লন্ডন, ৭ জুলাই : প্রথম ইনিংসে চার উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে ছয়। সবমিলিয়ে ম্যাচে মোট দশ উইকেট। সঙ্গে চেতন শর্মাকে টপকে যাওয়া।

এজবাস্টন টেস্টে অভিশাপ কাটিয়ে টিম ইন্ডিয়া সিরিজে সমতা ফিরিয়েছে। ম্যাচের সেরা হয়েছেন অধিনায়ক শুভমান গিল। দশ উইকেট নিয়ে আকাশও ম্যাচের সেরা হতে পারতেন। কিন্তু ম্যাচ সেরা না হওয়ার কোনও আক্ষেপ নেই বাংলার আকাশের। বদলে রয়েছে আগামীর সাফল্যের স্বপ্ন। সঙ্গে পরিবারের প্রতি দায়িত্বও। সেই দায়িত্ববোধ থেকেই ক্যানসার আক্রান্ত দিদির প্রতি রয়েছে সমবেদনা। এজবাস্টন টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার জয়ের পর মাঠে চেতেশ্বর পূজারাকে একান্ত সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন আকাশ। সেখানেই তাঁর দশ উইকেট নেওয়া ও টিম ইন্ডিয়ার এজবাস্টন জয়ের সাফল্য ক্যানসার আক্রান্ত দিদিকে উৎসর্গ করার কথা ঘোষণা করেছেন আকাশ। বলেছেন, 'একটা কথা আমি আগে কখনও কাউকে বলিনি। আজ বলছি। এজবাস্টন টেস্টের এই সাফল্য আমার ক্যানসার আক্রান্ত দিদিকে উৎসর্গ করতে চাই। শেষ দুই মাস ধরে দিদি ক্যানসার আক্রান্ত। এখন অবশ্য অনেকটা ভালো আছে ও। আমি দিদিকেই এই সাফল্য উৎসর্গ করতে চাই।'

বছর কয়েক আগে প্রথমে বাবা ও পরে দাদাকে ছয় মাসের ব্যবধানে হারিয়েছিলেন আকাশ। এমন ঘটনার পর তিনি মানসিকভাবে অনেকটাই ভেঙে পড়েছিলেন। কিন্তু ক্রিকেটার হয়ে জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করার স্বপ্ন ছাড়েননি। এজবাস্টনের আকাশ প্রমাণ করেছেন, নিষ্ঠা, ইচ্ছা থাকলে অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়। এহেন আকাশের মুখে তাঁর কথা শুনে আবেগে ভেসে গিয়েছেন দিদি অখণ্ড জ্যোতি সিংও। ভাইয়ের পারফরমেন্সে তিনি গর্বিত। আর সেই গর্বের রেশ আজ ধরা পড়েছে সর্বভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে। যেখানে আকাশের দিদি বলেছেন, 'ভাইকে নিয়ে আমি গর্বিত। দেশকে ও ম্যাচ জিতিয়েছে। আমি চাই আমাদের দেশের জন্য এমন সাফল্য ও আরও নিয়ে আসুক।' ইংল্যান্ডে থাকা ভাইয়ের জন্য আবেগঘন বার্তাও দিয়েছেন ক্যানসার আক্রান্ত দিদি। বলেছেন, 'আমি এখন ঠিক আছি। আমার জন্য চিন্তা করতে হবে না ওকে। আকাশ শুধু মাঠে নিজের সেরাটা দিয়ে যাক। আমার ও আমাদের পরিবারের সমর্থন সবসময় ওর সঙ্গে থাকবে।'

এজবাস্টন টেস্ট জয়ের পর ভাইয়ের সঙ্গে ভিডিও কলে কথা হয়েছে দিদির। কিন্তু তিনি ভাবতে পারেননি দুনিয়ার দরবারে ভাই আকাশ তাঁর কথা তুলে ধরবেন। সেই আবেগে ভেসে আকাশের দিদি আজ বলেছেন, 'এজবাস্টন টেস্টের প্রতিটা মুহূর্ত দারুণ উপভোগ করেছি। বাড়ির সবাই একসঙ্গে সারাদিন ধরে খেলা দেখেছি। পরের ম্যাচগুলোও দেখব। আর চাইব আকাশের সাফল্য। ম্যাচ জয়ের পর সম্প্রচারকারী চ্যানেলে আকাশ যে আমার কথা তুলে ধরবে, ভাবতে পারিনি। ও আমায় ও আমাদের পরিবারকে কতটা ভালোবাসে, সেটা প্রমাণ করে দিয়েছে। দিদি হিসেবে আমি চাই, আকাশ আরও সফল হোক।' শেষ আইপিএলে আকাশ যখন লখনউ সুপার জায়েন্টসের হয়ে খেলছিলেন, সেই সময় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন দিদি জ্যোতি। ভর্তি হতে হয়েছিল হাসপাতালে। খবর পাওয়ার পরই দ্রুত সেখানে হাজির হয়েছিলেন আকাশ। চিকিৎসার যাবতীয় দায়িত্ব তুলে নিয়েছিলেন নিজের কাঁধে। সেকথা শুনিয়ে তাঁর দিদি বলেছেন, 'আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে বরাবরই সম্পর্কটা দারুণ। আকাশ বিহারের বাড়িতে এলে আমার হাতের রান্না ছাড়া খায় না। ইংল্যান্ড থেকে ও ফেরার পর আকাশের পছন্দের যাবতীয় পদ রান্না করে দেব আমি।'

লন্ডনে টিম ইন্ডিয়া, লর্ডসে আজ অনুশীলন

এদিকে, গতকাল এজবাস্টন টেস্ট জয়ের মাধ্যমে সিরিজে সমতা ফিরিয়ে আজই লন্ডন পৌঁছে গেল টিম ইন্ডিয়া। বৃহস্পতিবার থেকে 'দ্য হোম অফ' ক্রিকেটে শুরু সিরিজের তিন নম্বর টেস্ট। মঙ্গলবার থেকে লর্ডসে অনুশীলন রয়েছে ভারতীয় দলের। সাময়িক বিশ্রামের পর্ব মিটিয়ে লর্ডস টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে ফিরতে চলেছেন জসপ্রীত বুমরাহ। বড় অঘটন না হলে বুমরাহর সঙ্গে সম্ভবত নতুন বলটা ভাগ করে নেবেন আকাশই। বিলেতের আকাশে ভারতীয় ক্রিকেটের সূর্যোদয় যে ঘটে গিয়েছে।

দিদি অখণ্ড জ্যোতি সিংয়ের সঙ্গে আকাশ দীপ। -ফাইল চিত্র

নেতা শুভমানের প্রশংসায় লক্ষ্মণ

সুইংয়ে মজে শচীন

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই : অবশেষে পতন বার্মিংহাম দুর্গের। মিশন ইংল্যান্ডে অতীতে বারবার ভারতের জয়রথ থমকে গিয়েছে বার্মিংহামে। ইতিহাসের সেই চাকা উলটো দিকে ঘুরিয়ে বাজিমাত শুভমান গিলের তরুণ ব্রিগেডের। খুশির মাত্রা কয়েকগুণ বাড়িয়ে ৩৩৬ রানের বিশাল জয়। ইংল্যান্ড-বধে সিরিজ ১-১ করে নেওয়া। খুশির যে ঢেউ ভারতীয় ক্রিকেটমহলে। প্রাক্তনদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় ভাসছেন আকাশ দীপ, মহম্মদ সিরাজ, শুভমান গিলরা।

শচীন তেন্ডুলকার শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে মহম্মদ সিরাজকে 'জন্টি রোডস' বলে অভিহিত করেছেন। মজেছেন আকাশের সুইংয়ে। মাস্টার ব্লাস্টারের দাবি, দ্বিতীয় ইনিংসে জো রুটের উইকেট ছিটকে দেওয়া আকাশের বলটা এখনও পর্যন্ত সিরিজের সেরা। সমাজমাধ্যমে শচীন লিখেছেন, 'আমাকে সবচেয়ে মুগ্ধ করেছে বোলারদের লেংথ। আকাশ অসাধারণ বলার প্রয়োজন নেই। আমার মতে রুটের বলটা সিরিজের সেরা। উপভোগ করেছি মহম্মদ 'জন্টি' সিরাজের ক্যাচও।'

মাস্টার ব্লাস্টারের মতে, শুভমানদের স্বপ্নের ব্যাটিং কার্যত ইংল্যান্ডের সামনে জয়ের রাস্তা বন্ধ করে দেয়। শুভমানের সঙ্গে রবীন্দ্র জাদেজা, ঋষভ পন্থ, লোকেশ রাহুলও খুব ব্যাটিং করেছে দ্বিতীয় ইনিংসে। চতুর্থ দিনের শেষে ম্যাচের সমীকরণ দাঁড়ায়, জিতলে ভারতই জিতবে। ফলে ব্যাটিং ভাবনা বদলাতে হয়েছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত চাপটা সামলাতে পারেনি ইংল্যান্ড।

উজ্জ্বল কেরিয়ারে বার্মিংহাম 'ক্ষতচিহ্ন' ছিল ভিভিএস লক্ষ্মণের কাছেও। উত্তরসূরিদের হাত ধরে সেই ক্ষতে প্রলেপ। খুশিটা নিয়ে লক্ষ্মণ বলেছেন, 'সাবাস। দুর্দান্ত জয়। দল যেভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রত্যাঘাত করেছে, তা অবিশ্বাস্য। ব্যাটিংয়ের সঙ্গে নেতৃত্ব, অসাধারণ পারফরমেন্সের জন্য অভিনন্দন শুভমানকে। অধিনায়কত্বের শুরুটা দারুণভাবে করলে। সিরাজ, আকাশ দীপের কথাও বলব। আগামীর জন্য শুভেচ্ছা রইল।'

> আমাকে সবচেয়ে মুগ্ধ করেছে বোলারদের লেংথ। আকাশ অসাধারণ বলার প্রয়োজন নেই। আমার মতে রুটের বলটা সিরিজের সেরা। উপভোগ করেছি মহম্মদ 'জন্টি' সিরাজের ক্যাচও।
>
> **শচীন তেন্ডুলকার**

প্রশংসনীয় পারফরমেন্স করেছে। ইংল্যান্ডের বোলিংকে অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছে সিরাজরা। প্রথম টেস্টে বেশি শর্ট বল করেছিলাম আমরা। ভুল শুধরে নিয়ে সাফল্য। শুভমান একেবারে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিল। জীবন মাত্রই চাপ থাকবে। কিন্তু ভারতীয় দলের অধিনায়কত্বের ভার সম্পূর্ণ আলাদা। দায়িত্বটা দারুণভাবে সামলাচ্ছে। ঋষভ পন্থ, যশস্বী জয়সওয়াল, লোকেশ রাহুল, রবীন্দ্র জাদেজাও দারুণ সংগত করল।'

জোশ টাঙ্গের ক্যাচ তালুবন্দি করতে মিড উইকেটে ঝাঁপ মহম্মদ সিরাজের।

মদন লালের মুখেও শুভমানের কথা। ১৯৮৩-র বিশ্বজয়ী দলের সদস্য মুগ্ধ, যেভাবে শুভমান সামনে থেকে নেতৃত্ব দিলেন। বলেছেন, 'দুই টেস্টেই ভারত দাপট দেখিয়েছে। খারাপ ফিল্ডিংয়ের জন্য প্রথম ম্যাচে হারতে হয়েছিল। বোলিং বিভাগ

ইংল্যান্ডের মাটিতে ভারতের প্রথম বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম নায়ক মদন লালের বিশ্বাস, শুভমানের দল সিরিজ জিতেই ফিরবে। দল যেরকম খেলছে। ০-১ ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে সিরিজে প্রত্যাবর্তন করেছে। হোম অ্যাডভান্টেজ থাকলেও ইংল্যান্ডের পক্ষে এই ভারতীয় দলকে সামলানো সহজ হবে না। দাপট জারি রেখে প্রথম শচীন-অ্যান্ডারসন ট্রফি নিয়ে দেশে ফিরবে শুভমানের ভারত।

আকাশ-গিলে মুগ্ধ সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জুলাই : লন্ডন থেকে কলকাতায় ফেরার পথে বিপত্তি। বিমান বিভ্রাটের কবলে পড়ে আপাতত তিনি দুবাইয়ে। মঙ্গলবার সকালে কলকাতায় পৌঁছানোর কথা তাঁর।

কলকাতায় পা রাখার আগেই অবশ্য সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় অভিনন্দন ও শুভেচ্ছার বন্যায় ভাসবেন। কারণ, রাত পোহালেই মহারাজের জন্মদিন। ৫২ পার করে ৫৩ বছরে পা দিচ্ছেন কাল। ইতিমধ্যেই বাংলা ক্রিকেট সংস্থার পাশাপাশি মহারাজের বিভিন্ন ফ্যান ক্লাবের তরফে আগামীকাল তাঁর জন্মদিন পালনের নানা পরিকল্পনা করে ফেলা হয়েছে।

জন্মদিন পালনের আগে প্রাক্তন ভারত অধিনয়াক মজে রয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার এজবাস্টন জয়ের সাফল্যে। অধিনায়ক শুভমান গিল ও আকাশ দীপের পারফরমেন্স তাঁকে মুগ্ধ করেছে। এতটাই যে, মহারাজের মনে হচ্ছে, ভারতীয় ক্রিকেটে শেষ ৩০-৩৫ বছরে শুভমানের মতো ব্যাটিং

আজ ৫৩ বছরে পা মহারাজের

কেউ করেননি। মহারাজের কথায়, 'শুভমান স্বপ্নের ব্যাটিং করে চলেছে। ওর জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। আমার মনে হয় না শুভমানের মতো ব্যাটিং বিলেতের মাটিতে শেষ ৩০-৩৫ বছরে কোনও ভারতীয় ব্যাটার করেছেন বলে। আমি ওর স্কিলে মুগ্ধ। আশা করব, শুভমান বাকি সিরিজেও ওর এই স্বপ্নের ফর্মের ধারা বজায় রাখবে।'

এজবাস্টন টেস্টের সময় সেখানেই ছিলেন সৌরভ। খুব কাছ থেকে দেখেছেন ভারতীয় দলের সমতা ফেরানোর টেস্ট ম্যাচ। একদিকে অধিনায়ক শুভমানের ব্যাটিং স্কিল যেমন তাঁকে মুগ্ধ করেছে, তেমনই বাংলার রনজি ট্রফি দলের পেসার আকাশের ছন্দও চমকে দিয়েছে সৌরভকে। তাঁর মনে হয়েছে, জসপ্রীত বুমরাহহীন ভারতীয় বোলিংয়ের আদর্শ নেতা হতে পারেন আকাশ। সৌরভের কথায়, 'এজবাস্টনে অসাধারণ বোলিং করেছে আকাশ। যেভাবে নিজের শক্তি, স্কিল কাজে লাগিয়ে ইংল্যান্ড ব্যাটারদের সমস্যায় ফেলল, এককথায় অসাধারণ। আকাশের জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। জসপ্রীত বুমরাহর অনুপস্থিতি বুঝতেই দেয়নি ও।' বৃহস্পতিবার থেকে লর্ডসে শুরু হচ্ছে ভারত বনাম ইংল্যান্ড সিরিজের তিন নম্বর টেস্ট। আসন্ন সেই টেস্টেও বুমরাহর সঙ্গে নতুন বল হাতে আকাশকেও দেখতে চান তিনি। ৫৩ বছরে পা দেওয়ার আগে সৌরভ বলেছেন, 'বুমরাহর না থাকা নিয়ে এজবাস্টন টেস্টের আগে অনেক কথা হয়েছিল। কিন্তু আকাশ বুঝতেই দেয়নি বুমরাহর অনুপস্থিতি। উইকেটের কোণ ব্যবহার করার পাশে পেস ও সুইংয়ের যে স্কিল আকাশ দেখিয়েছে, তার প্রভাব বাকি সিরিজে থাকবেই।'

তৃতীয় টেস্টের দলে যোগ করা হল অ্যাটকিনসনকে

বুমরাহকে নিয়ে প্রশ্নে ক্ষুব্ধ স্টোকস

বার্মিংহাম, ৭ জুলাই : দ্বিতীয় টেস্টে খেলেননি।

বিশ্রাম নিয়ে লর্ডস টেস্টের জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখছেন। যদিও না থেকেও ভীষণভাবে আছেন জসপ্রীত বুমরাহ। বিশেষত ইংল্যান্ড শিবিরে। বার্মিংহামে টেস্ট হারের পর সাংবাদিক সম্মেলনেও বুমরাহ-বাউন্সার! প্রশ্নের মুখে রীতিমতো মেজাজ হারাতে দেখা গেল বেন স্টোকসকে। একরাশ বিরক্তি নিয়ে প্রতিক্রিয়া, 'আশা করেছিলাম বুমরাহকে নিয়ে এই সাংবাদিক সম্মেলনে কোনও প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে না।'

বুমরাহহীন বোলিংকে সামনে পেয়েও ৩৩৬ রানের বিশাল ব্যবধানে হার। লর্ডসে তরতাজা বুমরাহ ফিরলে কী হবে? খোঁচাটা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। জবাবে স্টোকস বলেছেন, 'ভেবেছিলাম, এই সাংবাদিক সম্মেলনে অন্তত ওকে নিয়ে কোনও প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে না। আমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে নিয়মিত খেলে থাকি। কীভাবে সেই চ্যালেঞ্জ সামলাতে হয়, সেই সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। প্র্যাকটিসে সেই বিষয়গুলির ওপর জোর দিতে হয়। লর্ডসের আগে সেভাবে প্রস্তুতি, পরিকল্পনা তৈরি হবে।'

বুমরাহকে নিয়ে তৈরি থাকার সুর হেডকোচ ব্রেন্ডন ম্যাককুলামের গলাতেও। বলেছেন, 'পরের ম্যাচে সম্ভবত ফিরবে বুমরাহ। ওর জন্য সঠিক পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি থাকবে। লর্ডসের পরিস্থিতি আলাদা হবে। আশা করি, আমাদের জন্য যা ঠিকঠাক হবে।' লর্ডসের তুলনামূলক পেস সহায়ক পরিস্থিতিতে পেস শক্তি বাড়িয়ে নিল ইংল্যান্ড।

জোফ্রা আর্চার আগেই ছিল। এবার ফিরছেন পেস অলরাউন্ডার গাস অ্যাটকিনসন। বৃহস্পতিবার শুরু লর্ডস টেস্টের দলে ডাক অ্যাটকিনসনের। তবে সবার চোখ আর্চারের দিকে। স্টোকস তাসটা অবশ্য এখনই খেলতে নারাজ। জানান, আর্চারের ফিটনেস, ওয়ার্কলোডের ওপরও নজর থাকবে। সবকিছু খতিয়ে দেখেই সিদ্ধান্ত।

বার্মিংহাম ভুলে আপাতত থ্রি লায়ন্সের টার্গেট লর্ডস। যদিও ধাক্কা ঝেড়ে ফেলা সহজ নয়। ভাবাচ্ছে তিনদিনের ব্যবধানে ফের খেলতে নামার চ্যালেঞ্জ। স্টোকস মানছেন, হেডিংলে জয়ে পাওয়া ছন্দটা ধরে রাখতে না পারায় তিনি হতাশ। তবে ব্যর্থতা নিয়ে মাথা খারাপ করতে নারাজ। মনে করিয়ে দেন সাম্প্রতিককালে দুরন্ত সব জয়ের কথা। মাঝেমধ্যে কিছু ম্যাচ খারাপ কাটলেও সামগ্রিকভাবে ছবিটা আশাপ্রদ।

ম্যাচ হেরে পিচকেও কাঠগড়ায় তুললেন। স্টোকসের দাবি, 'সত্যি কথা বলতে বার্মিংহামের উইকেট অনেক বেশি উপমহাদেশের মতো ছিল। ভারতীয় বোলাররা এই পিচে অনেক বেশি অভ্যস্ত এবং আমাদের থেকে বেশি ফায়দাও তুলেছে। তবে অজুহাত দিতে চাই না। মানছি, পিচ, পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেদের দক্ষতাকে কাজে লাগাতে পারিনি। টসে জেতার সুযোগ হাতছাড়া করেছি বললেও হয়তো ভুল হবে না। মানছি উইকেট বুঝতে কিছুটা ভুল হয়েছে। তবে ওদের ২০০/৫ করে দেওয়ার পরও প্রথম ইনিংসে তা কাজে লাগাতে পারিনি।'

বার্মিংহামের পিচ বিতর্কে কিছুটা অনাগত অতিথির মতো ঢুকে পড়েছেন প্যাট কামিন্সও। শুভমান গিলদের রান-উৎসবের দিকে আঙুল তুলে অজি অধিনায়কের প্রতিক্রিয়া, এরপর কে বোলার হতে চাইবে? ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের ব্যস্ততার মাঝেই কামিন্স বলেছেন, 'ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের দিকে চোখ রাখছি আমরা। এরপর কে বোলার হতে চাইবে? পুরোদস্তুর পাটা উইকেট।'

বাস্তব হল, পাটা উইকেটেই কামাল আকাশ দীপ-মহম্মদ সিরাজের। যা দুই দলের মধ্যে ব্যবধান গড়ে দেয়। ম্যাককুলামও ভারতকে কৃতিত্ব দিচ্ছেন। অকপট স্বীকারোক্তি, শুভমান অসাধারণ। আকাশ দীপ এই পিচে দুর্দান্ত বল করেছে। ভারতেও এই ধরনের পিচ হয়। সেখানেই খেলে অবশ্য, যার পুরোদস্তুর সুযোগ নিয়েছে। যার পাশে তাঁর দল প্রত্যাশা অনুযায়ী খেলতে পারেনি। যোগ্য হিসেবেই জয়ী ভারত।

বার্মিংহাম টেস্ট হেরে বিধ্বস্ত ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস।

মহারাষ্ট্রের হয়ে খেলবেন পৃথ্বী

মুম্বই, ৭ জুলাই : সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছিল আগেই। আজ শুধু সরকারি ঘোষণা হল।

জল্পনার অবসান ঘটিয়ে শেষপর্যন্ত মুম্বই ছেড়ে মহারাষ্ট্রের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার সিদ্ধান্ত নিলেন পৃথ্বী শ। আগামী মরশুমের ঘরোয়া ক্রিকেটে মহারাষ্ট্রের হয়ে খেলার সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর পৃথ্বী বলেছেন, 'ক্রিকেট কেরিয়ারের এমন একটা জায়গায় রয়েছি, যেখানে আমার মনে হয় মহারাষ্ট্রের হয়ে খেললে আমার কেরিয়ার গতি পাবে। মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার কাছে আমি কৃতজ্ঞ আমার ইচ্ছাকে মর্যাদা দেওয়ার জন্য।' পৃথ্বীকে স্বাগত জানিয়েছেন মহারাষ্ট্র ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি রোহিত পাওয়ারও। তাঁর মনে হচ্ছে, পৃথ্বী মহারাষ্ট্রের হয়ে খেললে ঘরোয়া ক্রিকেটে আরও সফল হবে তাঁর দল। পৃথ্বীকে মহারাষ্ট্রে সম্ভবত রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের নেতৃত্বে খেলতে হবে। উল্লেখ্য, ৫৮টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলে ৪৫৫৬ রান রয়েছে পৃথ্বীর। তাঁর প্রতিভা নিয়ে কারও কোনও সংশয় না থাকলেও পৃথ্বীর শৃঙ্খলা নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই।

> ক্রিকেট কেরিয়ারের এমন একটা জায়গায় রয়েছি, যেখানে আমার মনে হয় মহারাষ্ট্রের হয়ে খেললে আমার কেরিয়ার গতি পাবে। মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার কাছে আমি কৃতজ্ঞ আমার ইচ্ছাকে মর্যাদা দেওয়ার জন্য।
>
> **পৃথ্বী শ**

ত্রিশতরানের পর দক্ষিণ আফ্রিকার স্টপগ্যাপ অধিনায়ক উইয়ান মুল্ডার।

৩৬৭ রানের ইনিংসে বিশ্বরেকর্ড মুল্ডারের

হারারে, ৭ জুলাই : অধিনায়ক হিসাবে অভিষেকেই ত্রিশতরান। বিশ্বরেকর্ড গড়লেন দক্ষিণ আফ্রিকার উইয়ান মুল্ডার। ভাঙতে পারতেন ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি ব্রায়ান লারার নজিরও। তবে ব্যক্তিগত রেকর্ডের চেয়ে দলের স্বার্থকেই এগিয়ে রাখেন মুল্ডার। টেম্বা বাভুমা নেই। ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক কেশব মহারাজও চোটের কবলে। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে নেতৃত্বের দায়িত্ব পেয়েই যেন জ্বলে উঠলেন মুল্ডার। টস জিতে শুরুতে প্রোটিয়াদের ব্যাট করতে পাঠায় জিম্বাবোয়ে। মাত্র ২৪ রানের মধ্যে ২ উইকেট হারিয়ে খানিক চাপে পড়ে গিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রাথমিক ধাক্কা সামলে ডেভিড বেডিংহামকে সঙ্গী করে দলকে বড় রানের পথে এগিয়ে দেন মুল্ডারই। পরে জুটি গড়েন লুহান-ড্রে প্রিটোরিয়াসের সঙ্গে।

অক্ষত লারার নজির

দ্বিতীয়দিনে ২৯৭ বলে ৩০০ রানের গণ্ডি অতিক্রম করেন মুল্ডার। যা লাল বলের আন্তর্জাতিকে দ্বিতীয় দ্রুততম ত্রিশতরান। পাশাপাশি হাসিম আমলার পর দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় ক্রিকেটার হিসাবে ত্রিশতরান করলেন তিনি।

এই ইনিংসের সুবাদে আন্তর্জাতিক মঞ্চে অধিনায়ক হিসাবে অভিষেক ম্যাচে ত্রিশতরানের বিরল নজিরও গড়েছেন মুল্ডার। ম্যাচটা যেদিকে এগোচ্ছিল তাতে হয়তো অনায়াসেই টেস্টে ব্রায়ান লারার ৪০০ রানের রেকর্ডও ভাঙতে পারতেন তিনি। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোর যখন ৫ উইকেটে ৬২৬, তখন ব্যক্তিগত ৩৬৭ রানে দাঁড়িয়ে ইনিংস ডিক্লেয়ার দেন স্বয়ং প্রোটিয়া অধিনায়ক।

জবাবে জিম্বাবোয়ে প্রথম ইনিংসে ১৭০ রানে অল আউট হয়ে যায়। প্রেনেলান সুব্রায়েন নিয়েছেন ৪ উইকেট। ফলো অন করে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নেমে তারা দ্বিতীয় দিনের শেষে ৫১/১ স্কোরে দাঁড়িয়ে।

পাটা পিচেও ড্রয়ের ক্ষমতা নেই, তোপ প্রাক্তনদের

বার্মিংহাম, ৭ জুলাই : যে কোনও টার্গেট তাড়া করতে প্রস্তুত।

প্রথম টেস্টে ভারতের ৩৭১-এর চ্যালেঞ্জে উতরে গিয়ে যার প্রমাণও রেখেছিলেন বেন স্টোকসের দল। বার্মিংহাম টেস্টে তৃতীয় দিনের শেষে সহ অধিনায়ক হ্যারি ব্রুকের হুংকার ছিল, ভারত যে টার্গেটই দিক না কেন, তাঁরা প্রস্তুত। যদিও রান তাড়া করা তো দূর, ধারেকাছে পৌঁছোতে পারেনি। ৬০৮-এর লক্ষ্যে ২৭১ রানেই শেষ বাজবলের জারিজুরি।

জসপ্রীত বুমরাহহীন ভারতীয় বোলিংয়ের বিরুদ্ধে যে দশায় সমালোচনার ঝড়। মাইকেল আথারটন, নাসের হুসেনের মতে, ম্যাচ জেতা যেখানে কার্যত অসম্ভব, সেখানে পাটা পিচে ড্র করা উচিত ছিল। স্টুয়ার্ট ব্রড আবার লর্ডসের তৃতীয় টেস্টেও বার্মিংহামের পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা দেখছেন।

প্রাক্তন অধিনায়ক আথারটনের কথায়, বর্তমান ইংল্যান্ড টিম সবসময় জয়ের জন্য ঝাঁপায়। ড্রয়ের জন্য খেলে না। তবে একই সঙ্গে প্রশ্ন ওঠা উচিত, এই ইংল্যান্ড দল কি আদৌ পাটা পিচে ম্যাচ ড্র করার মতো ক্ষমতা রাখে? আরও বলেছেন, 'সাম্প্রতিকালে ইংল্যান্ডে পাটা উইকেট দেখা যাচ্ছে। সেই পিচে দুই ইনিংসে মাত্র ১৫৭ ওভার টিকল ইংল্যান্ড। সাত-সাতটি শূন্য রানের স্কোর। চারটিই টপ সিক্স ব্যাটারদের! এরকম পাটা পিচে এরকম ব্যাটিং, ম্যাচ বাঁচাতে না পারা চিন্তার জায়গা।'

নাসের আবার বোলিং কম্বিনেশনে ভুল দেখছেন। লিখেছেন, 'পঞ্চম দিনের পিচ থেকেও ভারতীয় পেসাররা সুইং আদায় করে নিয়েছে। প্রথম থেকেই শুকনো পিচ। খেলা যত গড়িয়েছে আরও শুকিয়েছে। কিন্তু দারুণভাবে মানিয়ে নিয়েছে ওরা। আমার ধারণা, এরকম পিচ ইংল্যান্ড দল পছন্দ করে না। আমাদের চেয়ে বার্মিংহামের পিচ অনেক বেশি

লর্ডস-দ্বৈরথ নিয়েও আশঙ্কা ব্রডের

ভারতীয় দলের জন্য মানানসই ছিল। ইংল্যান্ড বোলিংয়ে সেই বৈচিত্র্য দেখা যায়নি। আকাশ দীপ, মহম্মদ সিরাজরা সেখানে সুইংয়ের পাশাপাশি দক্ষতার সঙ্গে বল স্কিড করাল।'

ভারতের হাতে 'বার্মিংহাম' দুর্গের পতনের পর ব্রড চিন্তায় ক্রিকেট মক্কা লর্ডস নিয়ে। পাঁচ শতাধিক টেস্ট উইকেটের মালিক ব্রড বলেছেন, 'ভারতীয় বোলিং ব্রিগেডের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের এই ব্যাটিং চিন্তায় রাখছে। আকাশ দীপ সারাক্ষণ উইকেট লক্ষ্য করে বল করল, সুইং করাল। এর সঙ্গে বুমরাহ যুক্ত হলে আশঙ্কার কারণ থাকছে ইংল্যান্ডের জন্য।'

কুমার সাঙ্গাকারার কথায়, বার্মিংহামে মূলত সিরাজ-আকাশেই বাজিমাত ভারতের। তবে লর্ডসে প্রসিধ কৃষ্ণার জায়গায় বুমরাহর প্রত্যাবর্তনটুকু ছাড়া পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। নিঃসন্দেহে বোলিং ব্রিগেড ফের চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলবে ইংল্যান্ড ব্যাটারদের। মাইকেল ভন যদিও ব্রড-সাঙ্গাদের সঙ্গে সহমত নন। বার্মিংহামে দল মুখ থুবড়ে পড়লেও বাজবলে আস্থা রাখছেন।

ভনের ফের দাবি, ৩-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতবে ইংল্যান্ডই। ভারত চলতি সপ্তাহে দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলেছে। কিন্তু তারপরও ইংল্যান্ডের হয়ে বাজি ধরে ভন বলেছেন, 'ভারত দারুণ খেলেছে। তারপরও মনে করি ইংল্যান্ড ৩-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতবে। সিরিজ নিয়ে আগের ভবিষ্যদ্বাণী থেকে সরছি না। গত তিন বছরে এই ইংল্যান্ড দল বারবার গর্বিত করেছে। উপভোগ্য ক্রিকেট উপহার দিয়েছে। হেডিংলেতে বলেছিলাম, বাজবলে এবার মস্তিষ্কের ছোঁয়া দেখতে পাচ্ছি। বিশ্বাস, বাকি সিরিজে তার প্রতিফলন ঘটবে।'

আউট হওয়ার পর জেমি স্মিথ।

অব্যবস্থার কলকাতা লিগ

ছাতা দিয়ে হল ব্যান্ডেজ বাঁধা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জুলাই : মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম রেলওয়ে এফসি ম্যাচে গুরুতর চোট পেয়েছেন তারক হেমব্রম। ৩৫ মিনিটে বাগান ডিফেন্ডার মার্শাল কিসকুর সঙ্গে সংঘর্ষে বাঁ পায়ে চোট পান তারক। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে মাঠ থেকে তুলে নেওয়া হয়। সাইডলাইনে প্রবল যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকেন এই মিডিও। সেইসময় রেল দলের ডাগআউটে কোনও ডাক্তার ছিলেন না। তবে রেলের ফিজিও চেষ্টা করেছিলেন।

ম্যাচের বিরতিতে তারককে প্রাথমিক চিকিৎসা করেন মোহনবাগানের টিম ডাক্তার কিংশুক ভুঁইয়া। তারপর তাঁকে অ্যাম্বুল্যান্সে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রথমে আয়োজকদের অ্যাম্বুল্যান্সে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও পরে অন্য একটি অ্যাম্বুল্যান্সে তারককে হাসপাতালে পাঠানো হয়। তারকের সঙ্গে যান ইউনাইটেড স্পোর্টস কর্তা তথা উত্তর ২৪ পরগণা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব নবাব ভট্টাচার্য।

তবে মাঠে তারকের চিকিৎসা নিয়ে বিতর্ক দেখা গিয়েছে। অ্যাম্বুল্যান্সে তোলার সময় তারকের বাঁ পায়ে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য দুইটি ছাতা বাঁধা হয়। যেখানে এখনকার দিনে যে কোনও ম্যাচে চোট পাওয়া খেলোয়াড়কে সঙ্গে সঙ্গে প্লাস্টার করে দেওয়া হয়। এদিন প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম ছিল না বলেই দাবি করেছে রেল। তাই দুটো ছাতার সাহায্যে ব্যান্ডেজ বেঁধেই কাজ চালাতে হয়। রেল দলের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। রেল দলের সঙ্গে এদিন কোনও ডাক্তার ছিল না।

> আমাদের মেডিকেল কমিটি যে সমস্ত জিনিস মাঠে রাখার সুপারিশ করেছিল, সেই সমস্ত কিছুই রাখা ছিল। এর বাইরে আর কী কী দরকার, তারজন্য সবার কাছেই আমরা পরামর্শ চাইছি।
>
> **অনির্বাণ দত্ত,** আইএফএ সচিব

অবশ্য এই নিয়ে আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত বলেছেন, 'আমাদের মেডিকেল কমিটি যে সমস্ত জিনিস মাঠে রাখার সুপারিশ করেছিল, সেই সমস্ত কিছুই রাখা ছিল। এর বাইরে আর কী কী দরকার, তারজন্য সবার কাছেই আমরা পরামর্শ চাইছি।' তিনি আরও যোগ করেন, 'চিকিৎসার জন্য আইএফএ তারকের পাশে থেকে সাহায্য করবে।' পরে তিনি তারককে দেখতে হাসপাতালে যান।

মঙ্গলবার চাকরির জন্য তারকের মেডিকেল পরীক্ষা ছিল। বর্তমানে রেলের এই মিডিও চোট পাওয়ায়, চাকরির প্রক্রিয়ায় বেশ বিলম্ব ঘটবে। জানা গিয়েছে, তারকের পা ভাঙেনি। পেশিতে চোট লেগেছে। চোট কতটা গুরুতর সেটা মেডিকেল পরীক্ষার পর জানা যাবে।

তারকের ঘটনায় নিন্দায় মুখর কলকাতা ময়দানের প্রায় সকলেই। ম্যাচ চলাকালীন রেলওয়ে এফসি-র ডাগআউটে কেন একজন ডাক্তার ছিলেন না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বাংলার দুই ফুটবলার প্রীতম কোটাল ও প্রবীর দাস। একইসঙ্গে তাঁরা তারকের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন।

যন্ত্রণায় কাতর তারক হেমব্রমের বাঁ পায়ে দুইটি ছাতার সাহায্যে বাঁধা হল ব্যান্ডেজ।

মোহনবাগানকে এগিয়ে দিয়ে সন্দীপ মালিক। সোমবার।

রেলকে হারাল মোহনবাগান

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-২
(সন্দীপ, শিবম)
রেলওয়ে এফসি-০

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জুলাই : প্রচণ্ড উত্তেজক একটা ম্যাচ। দুইটি গোল। পাঁচটা লাল কার্ড। তারক হেমব্রমের চোট। সব মিলিয়ে সোমবার ঘটনাবহুল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম রেলওয়ে এফসি ম্যাচ।

শুরুতে বোঝা যায়নি ম্যাচটা উত্তেজক হতে চলেছে। বৃষ্টিভেজা দিনে ম্যাচের বেশিরভাগ প্রাধান্য ছিল মোহনবাগানের। এমনকি তারা প্রথম গোলটাও করে ফেলে ছয় মিনিটে। সালাউদ্দিন আদনানের সেন্টার থেকে গোল করে যান বাগান অধিনায়ক সন্দীপ মালিক। ৩৫ মিনিটে বাগান ডিফেন্ডার মার্শাল কিসকুর সঙ্গে সংঘর্ষে চোট পান রেলের মিডফিল্ডার তারক। তাঁকে দক্ষিণ কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

দুই দলের মধ্যে হাতাহাতি, লাল কার্ড পাঁচজনকে

দ্বিতীয়ার্ধ উত্তাল হয়ে ওঠে দুই দলের হাতাহাতিতে। ঘটনার সূত্রপাত ৫৯ মিনিটে। মোহনবাগান মিডফিল্ডার মিগমা শেপরাকে ফাইল করেন রেলের ডিফেন্ডার সৌমিক কোলে। সঙ্গে সঙ্গে মোহনবাগানের সালাউদ্দিন গিয়ে সৌমিককে ধাক্কা মারেন। পালটা রেলের গোলরক্ষক তথা অধিনায়ক সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এসে সালাহউদ্দিনকে মারেন। এরপর উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে মাঠ থেকে ডাগআউটে। দুই দলের বচসায় ম্যাচ বন্ধ থাকে দশ মিনিট।

রেফারি দুই দলের পাঁচজনকে লাল কার্ড দেখান। মোহনবাগানের সালাউদ্দিন ও টিম ম্যানেজার রাহুল দত্তকে লাল কার্ড দেখানো হয়। রেলওয়ের সুদীপ্ত, সৌমিক এবং অভিষেক আইচকে লাল কার্ড দেখান রেফারি। এরমধ্যে অভিষেককে আগেই পরিবর্তন করেছিল রেল। ফলে ম্যাচের বাকি সময় রেল ৯ জন ও মোহনবাগান দশজনে খেলে।

সংযোজিত সময়ে সাহিল ইনামদারের পাস থেকে মোহনবাগানের দ্বিতীয় গোলটি করেন পরিবর্ত খেলোয়াড় শিবম মুন্ডা। যদিও রেলের দাবি, গোলটি অফসাইড ছিল। ম্যাচের পর মোহনবাগানের সহকারী কোচ বিশ্বজিৎ ঘোষাল বলেছেন, 'সালাউদ্দিনের ওইভাবে মাথা গরম করাটা উচিত হয়নি। তবে ও নিজের ভুলটা বুঝতে পেরেছে।' এদিন ডাগআউটে ছিলেন না বাগান কোচ ডেগি কার্ডোজো।

উত্তরের খেলা

ফাইনালে তারাপ্রসাদ, বেরুবাড়ি

জলপাইগুড়ি, ৭ জুলাই : আইএফএ-র পরিচালনায়, সুপ্রিম নলেজ ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত অনূর্ধ্ব-১৪ সুপ্রিম কাপ স্টেট স্কুল ফুটবলে ফাইনালে উঠল মোহিতনগর কলোনি তারাপ্রসাদ উচ্চবিদ্যালয় ও খারিজা বেরুবাড়ি হাইস্কুল। ফাইনাল মঙ্গলবার। সোমবার প্রথম সেমিফাইনালে তারাপ্রসাদ ৫-০ গোলে সোনাউল্লা উচ্চবিদ্যালয়কে হারিয়েছে। বিশ্ববাংলা ক্রীড়াঙ্গনে গোল করে অনুরাগ এক্কা, হরদায়াল রায়, সমীর দাস, সাহিল বারিক ও ম্যাচের সেরা কৌশিক বাগ গোল করে।

দ্বিতীয় সেমিফাইনালে বেরুবাড়ি ২-১ গোলে বেলাকোবা হাইস্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়। বেরুবাড়ির রামিজ আলম ও রুদ্র রায় গোল করে। বেলাকোবার গোলটি অয়ন দাসের। ম্যাচের সেরা রুদ্র রায়।

সেমিফাইনালে গোপাল, বজরঙ্গি

ময়নাগুড়ি, ৭ জুলাই : ময়নাগুড়ি ইয়ুথ ক্লাবের রাজীব গান্ধি ট্রফি নৈশ ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল ময়নাগুড়ি রোড গোপাল একাদশ এবং ময়নাগুড়ি স্টেশন মোড় বজরঙ্গি দল। আনন্দনগর মাঠে প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে গোপাল ৪-১ গোলে চালসা ডিএফএ-কে হারিয়েছে। গোপালের বুবাই রায় জোড়া গোল করেন। তাদের বাকি দুইটি গোল দিল মহম্মদ ও অমিত রায়ের। চালসার গোলস্কোরার ভিশ্যাম ওরাওঁ। দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে বজরঙ্গি টাইব্রেকারে ৩-১ গোলে জলপাইগুড়ি নিধি নাইন স্টারের বিরুদ্ধে জয় পায়। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। মঙ্গলবার তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে নামবে জলপাইগুড়ি দাস ব্রাদার্স-কোচবিহার এটিও। চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হবে জলপাইগুড়ি উদয়ন সংঘ-কোচবিহার পিকে।

e-Tender Notice
Office of the Matiali Batabari No- II Gram Panchayat
PO.: Batabari::
Dist: Jalpaiguri
Notice Inviting e-Tender by the undersigned for the work vide e-NIT No.: WB-PANCH/95/MBIIGP/2025, dated 04/07/2025. Last date of online bid submission 18/07/2025 up to 16:00 hours. For further details you may visit https://wbtenders.gov.in
Sd/-
Pradhan
Matiali Batabari No- II GP

e-TENDER NOTICE
OFFICE OF THE PRADHAN
LOOKSAN GRAM PANCHAYAT
P.O. CARRON :: P.S- NAGRAKATA
:: DIST- JALPAIGURI
Notice inviting e-tender by the undersigned for different works vide NIT No. WB-PANCH/83/LGP/2025-26 Dated.04/07/2025. Last date and time of online bid submission 07-07-2025.
For further details following site may be visited www.wbprd.nic.in or www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Pradhan
Looksan Gram Panchayat
Nagrakata Block

সোমবার ছিল মহেন্দ্র সিং ধোনির ৪৪তম জন্মদিন। এদিন সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওয় দেখা গিয়েছে, রাঁচিতে ধোনি ঘরোয়া পোশাকে তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে কেক কাটছেন। কেকে ছুরি চালানোর আগে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'আমি কি কেকটা কাটব?'

উইম্বলডনের কোয়ার্টারে জকোভিচ

লন্ডন, ৭ জুলাই : গত বছর উইম্বলডনের ফাইনালে উঠেও কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়ার কাছে হারতে হয়েছিল নোভাক জকোভিচকে। এবার কি হবে? উত্তর সময়ের গর্ভে। তবে ২৫তম গ্র্যান্ড স্ল্যামের লক্ষ্যে উইম্বলডনে ১৬ নম্বর কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে পড়লেন জকোভিচ। সোমবার প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে প্রথম সেট খুইয়েও অস্ট্রেলিয়ার অ্যালেক্স ডি মিনাউরকে ১-৬, ৬-৪, ৬-৪, ৬-৪ গেমে হারিয়েছেন সার্বিয়ান তারকা। শেষ আটে জকোর প্রতিপক্ষ ইতালির ফ্লাভিও কোবোল্লি। তিনি প্রি-কোয়ার্টারে মারিন চিলিচের বিরুদ্ধে জয় পান।

পুরুষদের ডাবলসে বিদায় নিলেন ভারতের ইউকি ভামব্রি-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রবার্ট গ্যালোওয়ে। তাঁরা ৬-৪, ৩-৬, ৭-৬ (১০/৪) গেমে মার্সেল গ্রানোলারস-হোরাসিও জেবালোসের কাছে হেরে যান।

প্রতিযোগিতার পঞ্চম বাছাই জুলিয়ান ক্যাস-লয়েড গ্লাসপুল শেষ ষোলোর ম্যাচে গুইডো আন্দ্রেওজ্জি-মার্সেলো ডেমোলিনারকে ৬-৩, ৬-৪ গেমে হারিয়েছেন।

স্ত্রী অনুষ্কাকে নিয়ে নোভাক জকোভিচের খেলা দেখছেন বিরাট কোহলি।

অন্যদিকে, উইম্বলডনে পুরুষদের সিঙ্গলসে উত্তেজক লড়াইয়ে আন্দ্রেই রুবলেভকে হারিয়েছেন গতবারের চ্যাম্পিয়ন কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া। ম্যাচের পর অবশ্য প্রতিপক্ষকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। আলকারাজ বলেছেন, 'রুবলেভ অত্যন্ত কঠিন প্রতিপক্ষ। ওর ফোরহ্যান্ড শট সামলানো অত্যন্ত কঠিন। প্রতি মুহূর্তে প্রতিপক্ষকে কোর্টের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে দৌড় করায়।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'ওর বিরুদ্ধে যে পারফরমেন্স করেছি, তাতে আমি খুশি। খুব বুদ্ধি প্রয়োগ করে ম্যাচ জিতেছিল।'

ধাক্কা সামলে ছন্দ খুঁজছে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জুলাই : সমস্যা কোথায়? আর সমাধান কী? এই দুই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই ব্যস্ত বিনো জর্জ।

মঙ্গলবার কলকাতা ফুটবল লিগে তৃতীয় ম্যাচ খেলতে নামছে ইস্টবেঙ্গল। প্রতিপক্ষ বেহালা এসএস স্পোর্টিং ক্লাব। খাতায়-কলমে এগিয়ে লাল-হলুদই। তবে লিগের প্রথম ম্যাচে ৭ গোলে জয়ের পর সুরুচি সংঘের ম্যাচে পয়েন্ট নষ্টের ধাক্কাটা বোধহয় এখনও সামলে উঠতে পারেনি মশাল ব্রিগেড। লাল-হলুদ শিবিরের পরিবেশই সেকথা বলে দিচ্ছে। বিএসএসের বিরুদ্ধে নামার আগে কোচ বিনোর মুখেও ঘুরে-ফিরে গত ম্যাচের কথা। সোমবার অনুশীলন শুরুর আগে তিনি বলছিলেন, 'সুরুচি সংঘের বিরুদ্ধে প্রথমার্ধে এগিয়ে যাওয়ার পরও গোল হজম করতে হয়। যেটা কখনোই ইতিবাচক দিক নয়। গত ম্যাচের ভুলভ্রান্তিগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি। দ্রুত সেগুলো শুধরে নিতে হবে।'

আজ কলকাতা লিগে

ইস্টবেঙ্গল এফসি বনাম বেহালা এসএস

সময় : দুপুর ৩টা, **স্থান :** ব্যারাকপুর
সম্প্রচার : এসএসইএন অ্যাপ

ফিরতে পারেন জেসিন

শুধু মুখেই বললেন না, বিএসএস ম্যাচের চূড়ান্ত মহড়ায় ভুলগুলো ফুটবলারদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন বিনো। বিএসএস ম্যাচে জেসিন টিকে ফিরছেন। ফলে স্ট্রাইকার নিয়ে দুশ্চিন্তা একটু হলেও কমেছে লাল-হলুদ শিবিরে। এদিন জেসিনকে অনুশীলনে দেখা গেল। তবে মঙ্গলবারের ম্যাচে লাল-হলুদের প্রথম একাদশে বড়সড়ো পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম। শুরু থেকে ৭ ভূমিপুত্র খেলানোর পরিকল্পনা থেকে সরছে না ইস্টবেঙ্গল। সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমন সিকেকে সামনে রেখেই বিএসএস বধের ছক কষছেন বিনো। এদিকে পিভি বিষ্ণুর সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করল ইস্টবেঙ্গল। আরও দুই বছর লাল-হলুদেই থাকছেন তিনি।

ডুরান্ডের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী

সবুজ-মেরুনকে রেখে সূচি, লাল-হলুদকে দিয়ে শুরু টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জুলাই : মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে রেখেই সূচি প্রকাশ করল ডুরান্ড কমিটি।

শুরুতে না খেলার কথা জানালেও পরে শর্তসাপেক্ষে খেলতে রাজি হয় মোহনবাগান। একাধিক দাবির পাশাপাশি তারা যে লাল-হলুদের সঙ্গে এক গ্রুপে না রাখাকেই বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে একথা আগেই উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর পাঠকদের জানানো হয়েছিল। এছাড়াও অনুশীলনের মাঠ, দাবি মতো টিকিট বণ্টন সহ একাধিক শর্ত আরোপ করা হয়। এদিন জামশেদপুরে ট্রফি ট্যুরের পাশাপাশি সরকারিভাবে টুর্নামেন্টের সূচি প্রকাশের পর দেখা যায়, সবুজ-মেরুন শিবিরের প্রথম শর্ত মেনে নেওয়া হয়েছে। ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান এবার আলাদা গ্রুপে থাকছে। তবে মোহনবাগানের গ্রুপে রাখা হয়েছে কলকাতার আর এক প্রধান মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে। এছাড়াও থাকছে ডায়মন্ড হারবার এফসি ও বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স। গ্রুপ 'এ'-র দুই দল ইস্টবেঙ্গল ও বেঙ্গালুরুর সাউথ ইউনাইটেড এফসি উদ্বোধনী ম্যাচ খেলবে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। এই গ্রুপের বাকি দুই দল ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স ও নামধারী এফসি। গ্রুপ 'সি'-র খেলাগুলি হবে জামশেদপুরে। এই গ্রুপে জামশেদপুর এফসি ছাড়া থাকছে ত্রিভুবন আর্মি, ইন্ডিয়ান আর্মি ও ওয়ান লাদাখ। কোকরাঝারে গ্রুপ 'ডি'-র মূল আকর্ষণ পাঞ্জাব এফসি। এই গ্রুপের বাকি দলগুলি হল বোড়োল্যান্ড এফসি, মর্নিং স্টার ও ইন্দো-টিবেটান বর্ডার পুলিশ। নিজেদের মাঠেই খেলবে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি। শিলংয়ে আইএসএলের এই দল ছাড়াও আছে শিলং লাজং এফসি, মালয়েশিয়ার একটি আর্মি দল ও রাংদাজিয়েদ ইউনাইটেড এফসি। গ্রুপ 'এফ'-এর খেলা মণিপুরে। ট্রাউ এফসি, নেরোকা এফসি, ইন্ডিয়ান নেভি ও রিয়াল কাশ্মীর এফসি-এই চার দল খেলবে ইম্ফলে।

মজার কথা হল, টুর্নামেন্ট শুরু এবং সূচির কথা জানানো হলেও এদিন পর্যন্ত বিদেশমন্ত্রক থেকে নেপাল ও মালয়েশিয়ার দুই দলের জন্য প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র হাতে পায়নি ডুরান্ড কমিটি। ফলে সূচিতে তাদের নাম জানানো যায়নি। তেমনি এদিন সূচি প্রকাশ অনুষ্ঠানে হঠাৎই ঝাড়খণ্ড সরকারের তরফ থেকে ওখানকার গ্রুপ পর্যায়ের ম্যাচগুলি বিনা টিকিটে দেখতে দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। অথচ বাকি রাজ্যের দর্শকদের দেখতে হবে টিকিট কেটে। মোহনবাগানও সরকারিভাবে এখনও নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করেনি। সবমিলিয়ে টুর্নামেন্ট শুরুর দিন পনেরো আগেও অব্যবস্থা ও অগোছালোভাব টুর্নামেন্ট ঘিরে। একমাত্র ২৩ জুলাই যুবভারতীতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে উদ্বোধন করা নিশ্চিত বলে সূত্রের খবর।

তিন প্রধানের সূচি

ইস্টবেঙ্গল এফসি-র ম্যাচ
সাউথ ইউনাইটেড এফসি (২৩ জুলাই, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন), নামধারী এফসি (৬ অগাস্ট, কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গন), ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স (১০ অগাস্ট, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন)

মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের ম্যাচ
মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব (৩১ জুলাই, কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গন), বিএসএফ (৪ অগাস্ট, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন) ডায়মন্ড হারবার এফসি (৯ অগাস্ট, কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গন)

মহমেডান স্পোর্টিংয়ের ম্যাচ
ডায়মন্ড হারবার (২৮ জুলাই, কিশোর ভারতী), মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট (৩১ জুলাই, কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গন), বিএসএফ (৭ অগাস্ট, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন)।

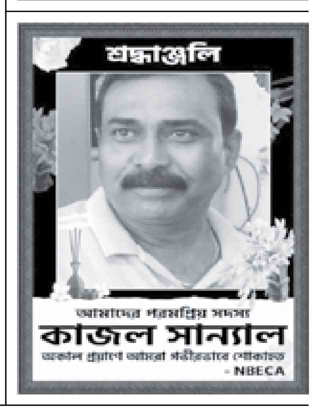

এশিয়ান শুটিংয়ে ভারতের মুখ মনু

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই : আসন্ন এশিয়ান শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের মুখ মনু ভাকের।

অগাস্টের ১৬ তারিখ থেকে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের আসর বসবে কাজাখস্তানে। চলবে ওই মাসের ৩০ তারিখ পর্যন্ত। সোমবার তার দল ঘোষণা করল 'ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া'। ঘোষিত ৩৫ সদস্যের মধ্যে মনুই একমাত্র নাম, যিনি প্রতিযোগিতায় দুইটি ব্যক্তিগত বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তল ও ২৫ মিটার পিস্তলের বিভাগে লড়তে দেখা যাবে তাঁকে। এছাড়াও এয়ার রাইফেল ও এয়ার পিস্তলের বিভিন্ন বিভাগে যাঁরা ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম বাংলার মেহুলি ঘোষ, এষা সিং, কিরণ অঙ্কুশ যাদব, সৌরভ চৌধুরী, অঞ্জুম মৌদগিল, ঐশ্বর্য প্রতাপ সিং তোমর।

এপ্রিলেই কোচের পদ থেকে ইস্তফা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জুলাই : এদেশের সংবাদমাধ্যমে মুখ খুলতে পারবেন না, এমন শর্তেই তাঁর কাছে রেখেছে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন।

কিন্তু স্বদেশের এক নম্বর সংবাদমাধ্যমে মুখ খুলে বহু অজানা তথ্যই দিয়ে ফেললেন জাতীয় দলের সদ্য সরে যাওয়া কোচ মানোলো মার্কুয়েজ রোকা। তিনি যে এপ্রিলেই পদত্যাগ করেন, প্রথম এই কথাও প্রকাশ্যে এল। স্পেনের সংবাদপত্র মার্কাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মানোলো বলেছেন, 'আমি গত এপ্রিলেরই ভারতের জাতীয় দলের পদ থেকে সরে দাঁড়িয়ে নিজের পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিই। কিন্তু এআইএফএফ কর্তারা আমাকে জুন ট্রান্সফার উইন্ডো পর্যন্ত চালিয়ে যেতে অনুরোধ করেন। শেষপর্যন্ত কোচ হিসাবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে ওদের কথা আমি মেনে নিই।' এরপর তিনি আরও ব্যাখ্যা করে বলেছেন, 'আমি শুধুমাত্র খারাপ ফলের জন্য সরে দাঁড়াতে চাইনি। ঘটনা হল, ওরাই আমাকে থাকার জন্য অনুরোধ করেছিল বলেই এতদিন ছিলাম। আমার প্রাথমিক সিদ্ধান্তই এখন ওরা মেনে নিল বলে মনে হচ্ছে।' তিনি সংবাদমাধ্যমের সামনে ফেডারেশন সম্পর্কে কোনওরকম বিরূপ মন্তব্য করতে পারবেন না বলে শর্ত রাখা হয় মানোলোর সামনে। তিনি সম্ভবত সেসব মেনে নিয়েছেন শেষপর্যন্ত।

মার্কা-তে বললেন মানোলো

মানোলো তাঁর স্বদেশের সংবাদপত্রকে কথা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'ভারতের জাতীয় দলকে কোচিং করানো আমার স্বপ্ন ছিল। কিন্তু যখন তুমি দেখবে, কোনও দলই তোমার নিয়ম মেনে দলকে খেলাচ্ছে না, তখন মনে হবে যে এটা তোমার জায়গা নয়।' অর্থাৎ ভারতের ক্লাব দলগুলির খেলার ধরনের দিকে নির্দেশ করেছেন তিনি। মানোলো আরও বলেছেন, 'আমি বুঝেছি যে কিছু ভুল আমার হয়েছে। কিন্তু ফল যদি ভালো হত তাহলে হয়তো এরপরেও আমিই দায়িত্বে থেকে যেতাম। হংকং ম্যাচের দিন তিনেক আগে থেকেই ছেলেরা জানত যে আমি আর থাকব না। যেখানে তুমি জানোই যে কোচ থাকবে না সেখানে মাত্র তিন সপ্তাহের জন্য শিবিরে এসে নিজেদের সেরাটা দেওয়া বোধহয় সম্ভব নয়।' সরাসরি না বললেও এদেশে সঠিকভাবে পরিচালনার অভাবেই যে ফুটবলের এই দুর্দশা, সেই কথা ঘুরিয়ে বলে ফেলেছেন মানোলো।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন গৌরব দত্ত। ছবি : অভিরূপ দে

রায় কোচিং ও রামমোহনের ড্র

ময়নাগুড়ি, ৭ জুলাই : সাপ্টিবাড়ি-২ প্লেয়ার্স ইউনিটের চ্যাম্পিয়ন লিগ ফুটবলে সোমবার রায় কোচিং সেন্টার ও রামমোহন রায় ফ্যানস ক্লাবের ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। রায়ের গৌরব দত্ত ও রামমোহনের মহেন্দ্র রায় গোল করেন। ম্যাচের সেরা গৌরব। বুধবার খেলবে রায় ফুটবল অ্যাকাডেমি ও মা কানিরঘাট এফসিসি।

জয়ী ইয়েলমো

জলপাইগুড়ি, ৭ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে সোমবার ইয়েলমো এফএ ২-০ গোলে হারিয়েছে এবিপিসি-কে। ইয়েলমোর গোল করেন দ্বীপ মুন্ডা ও ম্যাচের সেরা সুশান্ত রায়।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন নদীয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, নদীয়া - এর একজন বাসিন্দা রিপণ দাস - কে 29.04.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 57B 72551 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আজ আমি এখানে কৃতজ্ঞতায় ভরা হৃদয় এবং চিরতরে বদলে যাওয়া জীবন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতার বিশাল সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি এবং ডিয়ার লটারিকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। আমি সকলকে ডিয়ার লটারির কেনার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।